উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮৫,১৮৬.৪৭ (+৫১৩.৪৫)
নিফটি : ২৬,০৫২.৬৫ (+১৪২.৬০)

হামলা চালাতে চাঁদা তুলছে জইশ
পাকিস্তানি জঙ্গিগোষ্ঠী জইশ-ই-মহম্মদ ভারতে আরও একটি ‘ফিদায়েঁ’ বা আত্মঘাতী হামলা চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই হামলার জন্য তারা ডিজিটাল মাধ্যমে জোরকদমে অর্থ সংগ্রহ করছে। ▸▸ ৭

হাসিনাকে ফেরাতে ইন্টারপোলে!
ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভারত থেকে ফিরিয়ে আনতে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার ইন্টারপোলের দরজায় কড়া নাড়ছে। ▸▸ ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	২৯°	২৮°	২৮°	২৯°
সর্বনিম্ন	১৫°	১৫°	১৫°	১৪°

সিংহাসন হাতছাড়া রোহিতের ▸▸ ১১

শিলিগুড়ি ৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 20 November 2025 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 181

মালে উদ্ধার মহিলা বিএলও’র দেহ

ফের বিতর্কে কমিশন, তোপ মমতার

সুশান্ত ঘোষ ও পূর্ণেন্দু সরকার

মৃত শান্তিমুনি এক্কার বাড়িতে মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক।

মালবাজার ও জলপাইগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : বুধবার ভোরে মালবাজার শহর লাগোয়া নিউ গ্লেনকো চা বাগানে বাসিন্দা এক মহিলা বিএলও-র ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় এসআইআর নিয়ে ফের কাঠগড়ায় নির্বাচন কমিশন। শান্তিমুনি এক্কা (ওরাওঁ) নামে ওই মহিলার স্বামীর অভিযোগ, ভাষাগত সমস্যা ও কাজের চাপেই তাঁর স্ত্রী আত্মহত্যা করেছেন। ঘটনার পরই খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় টুইট করেছেন, আজ আবার আমরা একজন বিএলও-কে হারালাম, একজন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এসআইআর-এর প্রচণ্ড চাপ সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছেন। নির্বাচন কমিশনের কাছে তিনি অপরিকল্পিতভাবে এসআইআর-এর কাজ এখনই বন্ধ করার দাবি জানিয়েছেন। রাজ্যের শাসকদলের অপপ্রচারের জন্যই এমন ঘটনা ঘটছে বলে পালটা দাবি করেছে বিজেপি।

একই দিনে আরও দু’জন বিএলও’র অসুস্থ হওয়ার খবর মিলেছে। কৃষ্ণপদ সরকার নামে রায়গঞ্জের একজন স্কুল শিক্ষক মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন। অন্যদিকে, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন হুগলি জেলার কোন্নগরের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী তপতী বিশ্বাস।

> “এসআইআর শুরু হওয়া থেকে এখনও পর্যন্ত ২৮ জন প্রাণ হারালেন- তাঁদের কেউ ভয় বা অনিশ্চয়তায়, আবার কেউ কাজের চাপে। তথাকথিত নির্বাচন কমিশনের অপরিকল্পিত, নিরন্তর কাজের চাপের জন্যই এতগুলো প্রাণ শেষ হয়ে গেল।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

বুধবার ভোরে মাল শহর লাগোয়া নিউ গ্লেনকো চা বাগানের দেওয়ান লাইনের একটি বাড়ির উঠোনে বাঁশের মাচা থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয় ৪৮ বছর বয়সি মহিলা বিএলও শান্তিমুনির দেহ। পরিবারের লোকজন দ্রুত মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মালবাজার থানার পুলিশ। বুধবার রাতেই পরিবারের তরফে মাল থানায় এসআইআর-এর চাপের জন্যই শান্তিমুনি আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন বলে অভিযোগ দায়ের করা হয়।

মৃত শান্তিমুনি পেশায় ছিলেন নিউ গ্লেনকো চা বাগানের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী। বিএলওর কাজ করতেন শান্তিমুনি। ২০/১০১ পার্টের বাসিন্দা ওই বিএলও বাংলা লিখতে-পড়তে না জানায় এসআইআর-এর কাজ করতে গিয়ে সমস্যায় পড়েছিলেন।

এরপর দশের পাতায়

উৎসবের আলো

শেষের আগের দিন উপচে পড়া ভিড় রাসমেলায়। বুধবার সন্ধ্যায় ভাস্কর সেহানবিশের তোলা ছবি।

শিলিগুড়ি পুরনিগমে শাসকদলে এখন যেন মুষলপর্ব। একদিকে মেয়র পারিষদ পদ নিয়ে অসন্তোষের আঁচ। অন্যদিকে এক ‘বিদ্রোহী’ কাউন্সিলারকে শায়েস্তা করতে এককাট্টা বাকিরা।

মেয়র পারিষদ পদে অভয়া

রঞ্জনকে পরবর্তী পুরস্কারের কানাঘুষো

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : শিলিগুড়ি পুরনিগমে নতুন মেয়র পারিষদ হিসেবে দায়িত্ব নিলেন ২০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অভয়া বসু। শ্রাবণী দত্তকে মেয়র পারিষদ পদ থেকে সরানোর পর ওই জায়গা এতদিন খালি ছিল। খোদ মেয়র গৌতম দেবই ওই দপ্তরগুলি দেখাশোনা করতেন। মঙ্গলবার পরিষদীয় দলের বৈঠকে সিদ্ধান্ত নিয়ে বুধবার অভয়াকে মেয়র পারিষদ পদে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। শ্রাবণীর হাতে থাকা চাইল্ড অ্যান্ড মাদার কেয়ার, মিড-ডে মিল এবং জন্ম ও মৃত্যু বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অভয়াকে। বুধবার বিকেলে পুরনিগমের সভাকক্ষে মেয়র গৌতম দেব অভয়াকে শপথবাক্য পাঠ করান।

এদিকে, অভয়া বসুকে মেয়র পারিষদ পদ দিতেই কাউন্সিলার শ্রাবণী দত্ত বেসুরো হতে শুরু করেছেন। মেয়র চাইলেই তাঁকে রাখতে পারতেন বলে দাবি করেছেন শ্রাবণী।

রঞ্জন শীলশর্মাকে এদিন বাড়তি গুরুত্ব দিয়ে দিলীপের বিরুদ্ধে ডাকা সাংবাদিক সম্মেলন পরিচালনা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। রঞ্জনের জন্যে মিনিট দশেক অপেক্ষাও করেন মেয়র। এরপর থেকেই রঞ্জনের মেয়র পারিষদ পদ পাওয়া নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। দিলীপের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ হলে রঞ্জনই পরবর্তী মেয়র পারিষদ পদ পেতে পারেন বলে পুরনিগমের অন্দরে কানাঘুষো শুরু হয়েছে। এই প্রসঙ্গে রঞ্জন অবশ্য মন্তব্য করতে চাননি।

মেয়র পারিষদ পদ পাওয়া অভয়ার বক্তব্য, ‘দিদি এবং মেয়র ভরসা রেখেছেন। সেটা আমি নিয়ে চলতে চাই। এই ফিল্ডে তো আমি নতুন। আমি দপ্তরে গিয়ে দেখব কী করে কী কাজ করা যায়।’

> **শ্রাবণীর ক্ষোভ**
>
> “আগে থেকেই আমি এরকম আভাস পেয়েছিলাম। রাজ্য থেকে বা জেলা থেকে আমাকে শোকজ বা খারাপ মন্তব্য কিছুই করা হয়নি। তবুও আমাকে সরানো হয়েছে। এটা তো স্থানীয়ভাবেই হয়েছে।

সম্প্রতি নিজের ওয়ার্ডেই নেশাসক্তদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে দলেরই কয়েকজন তরুণের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন পুরনিগমের ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার শ্রাবণী দত্ত। ওই সময় তিনি মেয়র পারিষদ পদেও ছিলেন। অভিযোগ, তৃণমূলের কিছু নেতার সঙ্গে বহিরাগতরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় এলাকায় অশান্তি তৈরি করছিল। এর প্রতিবাদ করতে গেলে মাঝরাতে ঝামেলা হয়। পরের দিনই শ্রাবণী দত্তকে মেয়র পারিষদ পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

সেই ঘটনার পর এতদিন ওই পদ খালি রাখা ছিল। বুধবার সেখানে অভয়া বসুকে দায়িত্ব দেওয়া হল। এই প্রসঙ্গে শ্রাবণীর বক্তব্য, ‘কোনও ফান্ড ছিল না। বিভিন্নভাবে নোট শিট দিয়ে টাকা জোগাড় করে কাজ করেছি। ২৫টা স্কুলকে ওয়াটার পিউরিফায়ার দিয়েছি। অনেক স্কুলে গ্যাস ওভেন দিয়েছি। এটা যে হবে তা জানাই ছিল। আগে থেকেই আমি এরকম আভাস পেয়েছিলাম। রাজ্য থেকে বা জেলা থেকে আমাকে শোকজ বা খারাপ মন্তব্য কিছুই করা হয়নি। তবুও আমাকে সরানো হয়েছে। এটা তো স্থানীয়ভাবেই হয়েছে।’

অন্যদিকে, দিলীপের পাশাপাশি যে কাউন্সিলার তৃণমূল বোর্ডকে নানা সময় অস্বস্তিতে ফেলছিলেন তিনি হলেন রঞ্জন শীলশর্মা। তিনি বিধান রোডের বেআইনি বিল্ডিং থেকে শুরু করে এসএনটি-র পাশের নির্মাণ নিয়ে ভরা বোর্ড সভায় প্রশ্ন করে দলকে অস্বস্তিতে ফেলেছিলেন। কিন্তু সেই রঞ্জনই এদিন সাংবাদিক সম্মেলন পরিচালনা করে দিলীপের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন। মেয়র এবং ডেপুটি মেয়রের গুণগান করেছেন। মেয়রও এদিন রঞ্জনের হয়েই কথা বলেছেন। গৌতম দেবের বক্তব্য, ‘বোর্ড সভায় রঞ্জন শীলশর্মা যে প্রশ্ন তুলেছিলেন সব আমাকে আগের দিন জিজ্ঞাসা করেই করেছেন। আমরা চাই সবার বাকস্বাধীনতা থাক। তাই রঞ্জনকে বলেছিলাম, তোর মনে হলে তুই প্রশ্ন করবি। ও প্রশ্ন করেছে, আমরা জবাব দিয়েছি।’

দিলীপকে বাগে আনতে আসরে কাউন্সিলাররা

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : দলীয় কাউন্সিলারের বিরোধিতায় দলের ড্যামেজ কন্ট্রোল করতে এবার পথে নামলেন শহরের তৃণমূল কাউন্সিলাররা। দিলীপকে বাগে আনতে এবার একজোট হয়ে রাজ্য নেতৃত্বকে চিঠি দিচ্ছেন তাঁরা। দিলীপের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হোক, রাজ্য নেতৃত্বের কাছে এমনই দাবি জানাবেন শাসকদলের ৩৬ জন কাউন্সিলার। বুধবার শহরের তৃণমূল কাউন্সিলাররা পুরনিগমে সাংবাদিক সম্মেলন করে দিলীপকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, এই ধরনের ঘটনা বরদাস্ত করা হবে না। দিলীপকে পালটা চাপে রাখতেই এই কৌশল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

যাঁদের বিরুদ্ধে দিলীপ অভিযোগ করেছেন তাঁদেরই আগে প্রতিবাদ করা উচিত ছিল বলে মনে করছেন কাউন্সিলার রঞ্জন শীলশর্মা। তাঁর বক্তব্য, ‘মেয়র, ডেপুটি মেয়রের আগেই প্রতিবাদ করা উচিত ছিল। আমি কিছু বললাম না, পাড়ার লোকেরা বলল, এটা ঠিক দেখায় না।’

দিলীপ ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করতে মেয়র গৌতম দেব এবং ডেপুটি মেয়রকে বারবার কালিমালিপ্ত করছেন বলে দাবি তৃণমূল কাউন্সিলারদের। দিলীপের হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেওয়ার কথাও বলেছেন শাসকদলের কাউন্সিলাররা। পালটা তৃণমূল কাউন্সিলারদের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন দিলীপ বর্মন। মেয়র এবং ডেপুটি মেয়র যা করছেন সবকিছুর প্রমাণ তাঁর কাছে রয়েছে বলে দাবি দিলীপের।

এরপর দশের পাতায়

ফের দাগি তালিকা প্রকাশের নির্দেশ

রিমি শীল

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : দাগি জট কিছুতেই ছাড়ছে না স্কুল সার্ভিস কমিশনকে (এসএসসি)। একাদশ, দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক পদপ্রার্থীদের নথি যাচাই শুরু হয়ে গেলেও অযোগ্যদের জটিলতা কাটল না। ফলে নতুন করে দাগিদের তালিকা এসএসসি’র ওয়েবসাইটে প্রকাশের নির্দেশ দিল হাইকোর্ট। বিচারপতি অমৃতা সিনহার বুধবারের নির্দেশে ওই তালিকায় দাগিদের বাবার নাম ও ঠিকানা উল্লেখ করতে বলা হয়েছে। সঙ্গে প্রকাশ করতে হবে তাঁদের ওএমআর শিটও।

বিশেষভাবে সক্ষম ক্যাটিগোরির কেউও যদি দাগি হন, তাহলে তাঁকে নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে বাদ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি। ফলে উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জের বাসিন্দা নীতীশরঞ্জন বর্মন ডাক পেলেও আর ইন্টারভিউ দিতে পারবেন না ও তাঁর নথি যাচাই করা হবে না। দাগি তালিকায় নাম থাকলেও

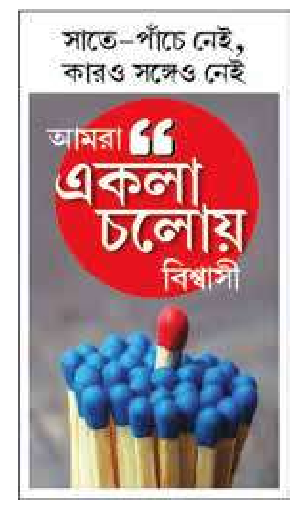

তিনি এসএসসি’র একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক পদের জন্য পরীক্ষা দিয়েছিলেন। ইন্টারভিউয়েও ডাক পেয়েছিলেন।

সুপ্রিম কোর্টের একটি রায়ের ভিত্তিতে দাগি হলেও বিশেষভাবে সক্ষমদের পরীক্ষায় বসতে দিয়েছিল এসএসসি। কিন্তু বিচারপতি সিনহা বুধবার স্পষ্ট করে দিলেন, ‘দাগি তালিকায় কারও নাম থাকলে তিনি অংশ নিতে পারবেন না। জাল গলে যদি কোনও দাগি অংশ নেনও, তাহলে তাঁর নাম বাদ দিতে হবে। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের ব্যাখ্যায় কমিশন মনে করেছিল, বিশেষভাবে সক্ষম দাগিরা এই নিয়োগে অংশ নিতে পারবেন। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নয়।’

একজন অযোগ্য প্রার্থীও যাতে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ না নিতে পারেন, তা নিশ্চিত করতে স্কুল সার্ভিস কমিশনকে নির্দেশ দেন তিনি। এসএসসি’র একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন অভিযোগে বিস্তর মামলা দায়ের হয়েছিল। বুধবার সেইসব মামলায় কড়া অবস্থান নেয় আদালত। কমিশনের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আদালতে বলেন, এই মামলার গ্রহণযোগ্যতা নেই। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে বিশেষভাবে সক্ষমদের সুযোগ দেওয়া যায়।

এরপর দশের পাতায়

ফরেন্সিক টিমকে তলব

দম্পতির রহস্যমৃত্যু

শমিদীপ দত্ত ও প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : থারুঘাটিতে দম্পতি মৃত্যুর ঘটনায় বেশকিছু প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে এবার ফরেন্সিক টিমের জন্য রিক্যুইজিশন পাঠালেন তদন্তকারী পুলিশকর্তারা। ঘটনার ৭২ ঘণ্টা পরেও এখনও ঘটনার পেছনে থাকা রহস্য উদঘাটন করতে পারেনি পুলিশ। ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই স্ত্রী অণিমা রায়কে খুন করে তপন রায়ের আত্মহত্যার তত্ত্ব প্রাথমিক তদন্ত হিসেবে তুলে ধরা হয়েছিল পুলিশকর্তাদের তরফে। যদিও কীভাবে এই ঘটনা ঘটেছিল, সে ব্যাপারে স্পষ্ট কোনও ব্যাখ্যা তিনদিন পরেও দিতে পারছেন না তাঁরা।

অণিমার মুখের একাধিক অংশে চোটের চিহ্ন পেয়েছেন তদন্তকারী পুলিশকর্তারা। অণিমার কপালের দু’পাশ ফুলে ছিল। কপালের একপাশে চোট গুরুতর ছিল। ঠোঁটের একপাশের অংশে মাংস উঠে গিয়েছিল। পোস্টমর্টেমের সময় সেখানে দুটো সেলাই করতে হয়। এই আঘাতের চিহ্নই আরও রহস্য বাড়াচ্ছে। তপন হত্যা করে থাকলে অণিমার মুখে থাকা চোটগুলোর পেছনে তাঁরই থাকার কথা। কিন্তু জঙ্গলের ওই ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে তপন নিখুঁতভাবে অণিমার কপালের দুই পাশে মারলেন কী করে? কপালে আঘাতের সময় অণিমা চিৎকার করেননি কেন? আঘাতের পর অণিমা নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেননি কেন? তিনি সেখান থেক পালানোর চেষ্টা করলে এবং তপন আটকানোর চেষ্টা করলে অণিমার শরীরের অন্যত্র তার চিহ্ন থাকা স্বাভাবিক।

ঘটনাস্থল সংলগ্ন ঘেরা জমির নিরাপত্তারক্ষকের দায়িত্বে থাকা

এরপর দশের পাতায়

গত রবিবার দম্পতির মৃতদেহ উদ্ধারের পর এলাকায় জনতার ভিড়।

এডিশন স্পেশাল

পুজো, মেলা শেষে উচ্ছেদের পালা

▸▸ চারের পাতায়

চা বলয়ে ‘স্মার্ট’ হচ্ছে শৈশব

সারাদিন ওদের দেখভাল করার দায়িত্বে থাকেন দু’তিনজন মহিলা চা শ্রমিক। ওঁদের বলা হয় ডাগরিন। ওঁরা খুদেদের যত্নআত্তি করেন। এভাবেই বেড়ে ওঠে চা বাগানের শিশুরা। ক্রেশ কালচারে বর্তমানে সেই ডাগরিনরা এখন ‘ব্রাত্য’।

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ১৯ নভেম্বর : ভাঙাচোরা বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে পঞ্চায়েত সদস্য টেম্পু ওরাওঁ হাঁক দিলেন, ‘আইও ঘারে আহে? রিপোর্টার্র আহে।’ (মা, বাড়ি আছ? সাংবাদিক এসেছেন)। ঘর থেকে ধীরপায়ে বেরিয়ে এলেন এক বৃদ্ধা। শনের মতো সাদা চুল এলোমেলো। বৃদ্ধার শরীরটা কাঁপছিল। তিনি জয়বীরপাড়া চা বাগানের ছোট লাইনের বছর সত্তরের মারথা মুন্ডা। একজন অবসরপ্রাপ্ত চা শ্রমিক তথা ডাগরিন। মারথার একমাত্র সন্তান মারা গিয়েছেন। তবে গোটা বাগানটাজুড়ে ছড়িয়ে মারথার ছেলেমেয়েরা। সংখ্যাটা কত, তিনি নিজেও জানেন না। কারণ মারথা বছরের পর বছর বাগানের অন্য শ্রমিক মায়েদের সন্তানদের দিনভর দেখভাল করেছেন। এরপর ৫৮ বছর বয়সে অবসর নিয়েছেন। তবে ঘর থেকে বেরোলে আজও পথেঘাটে বা বাজার-দোকানে মা ডাকটাই শোনেন তিনি। টেম্পু বলছিলেন, ‘ডাগরিনরা তো মায়ের স্নেহে বড় করেছেন আমাদের।’

শহরে আর চা বলয়ে ‘ক্রেশ’ শব্দটার অর্থ কিন্তু আলাদা। এখানে ক্রেশ শব্দটায় জড়িয়ে চা বাগানের প্রজন্মের পর প্রজন্মের আশৈশব স্মৃতি, আবেগ। শ্রমিক মায়েরা একটা গামছায় জড়িয়ে শিশুদের পিঠে বেঁধে সাতসকালে বেরিয়ে যান কাজে। চা বাগানের রাস্তায়, গাছতলায় পলিথিন শিট পেতে শুইয়ে রাখা হয় শিশুদের। ছাদ বলতে মাথার ওপর টাঙিয়ে রাখা আরেকটা পলিথিন শিট। সারাদিন ওদের দেখভাল করার দায়িত্বে থাকেন দু’-তিনজন মহিলা চা শ্রমিক। ওঁদের বলা হয় ডাগরিন। ওঁরা খুদেদের যত্নআত্তি করেন, গান গেয়ে শোনান। এভাবেই বেড়ে ওঠে চা বাগানের শিশুরা।

নাংডালা চা বাগানে শ্রমিকদের শিশুদের দেখভাল করছেন ডাগরিন।

তৃণমূল সরকার চা বাগানে ক্রেশ তৈরিতে পদক্ষেপ করেছে। জয়বীরপাড়া চা বাগানে ক্রেশের ঝাঁ চকচকে ভবনটা মার্বেল টাইলসে মোড়া। সামনে ফুল গাছ। ওখানে সারাদিন খেলা করে শিশুরা। মধ্যাহ্নভোজনও ক্রেশেই। তাই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে জয়বীরপাড়ার ডাগরিনদের। মারথা মুন্ডা ছাড়াও ডাগরিন ছিলেন জয়বীরপাড়ার বড় লাইনের সুশীলা তাঁতি, সুখনি ওরাওঁরা। মারথা, সুখনিরা অবসরপ্রাপ্ত। বছরখানেক আগে ক্রেশ উদ্বোধনের পর সুশীলাকে ফের চা পাতা তোলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কারণ ক্রেশ পরিচালনার দায়িত্বে এখন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। এখন অদিতি শা, রিদম খাড়িয়াদের মতো খুদেদের যত্নআত্তি করার দায়িত্বে মমতা কুজুররা। ভবনটায় পড়ুয়াদের বেড়ে ওঠাটাও যেন অনেকটাই ‘স্মার্ট’। জয়বীরপাড়ার ক্রেশের দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যা জ্যোৎস্না লোহারের মন্তব্য, ‘আমরাও ডাগরিনদের মতোই শিশুদের যত্নআত্তি করি। স্নান করাই। খাওয়াই। নিজের সন্তানের মতোই স্নেহ করি ওদের।’

সাতসকালে জয়বীরপাড়ার মতো আরও অনেক বাগানের শিশুরাই এখন মায়ের পিঠে বাঁধা গামছায় নয়, টোটোয় চেপে পৌঁছে যায় ক্রেশে। আবার পড়ন্ত দুপুরে ‘টোটোকাকু’ ওদের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেবে।

এরপর দশের পাতায়

রাজনৈতিক কর্মীদের ওপর ভরসা নেই

বাড়তি দায়িত্বে বিএলও-দের নাভিশ্বাস

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ১৯ নভেম্বর : সকাল থেকে বিএলও-দের বাড়িতে যেমন ভিড়, জনপ্রতিনিধিদের বাড়িতেও হয়তো ততটা হয় না। হরেক সমস্যা নিয়ে বিএলও-দের বাড়িতে চলে যাচ্ছেন সকলে। কেউ সম্পর্ক ভুল লিখেছেন, কেউ লিখে কাটাকাটি করেছেন, কেউ ভুল করার পর সাদা কালি দিয়েছেন। কেউ কেউ আবার এখনও বুঝতেই পারেননি কোথায় কী লিখতে হবে।

এনুমারেশন ফর্ম পূরণে রাজনৈতিক দলগুলি শিবির করেছে। তাছাড়া কর্মীরাও অনেকের ফর্ম পূরণ করে দিচ্ছেন। কিন্তু 'দেশছাড়া' হওয়ার ভয়ে অনেকেই রাজনৈতিক কর্মীদের ভরসা করতে পারছেন না বলে জানা যাচ্ছে। তাই সরকারি লোক হিসেবে, বিএলও-দের প্রতিই তাঁরা বেশি ভরসা করছেন। আর তাতেই নাভিশ্বাস ওঠার অবস্থা হয়েছে বিএলও-দের।

মহিলাদের চাপ আবার দ্বিগুণ। সংসার ও চাকরি সামলে, তাঁরা এভাবেই বিএলও-র দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। মাদারিহাটের মধ্য ছেকামারির আইসিডিএস কর্মী প্রতিমা রায় ১০২৩টি ফর্মের দায়িত্বে রয়েছেন। সবার বাড়ি গিয়ে ফর্ম দিয়েছেন। এখন ফর্ম সংগ্রহ ও অনলাইন আপলোডের পালা চলছে। ৪ অক্টোবর ফর্ম পাওয়ার কথা থাকলেও, ৯ অক্টোবর ফর্ম পেয়েছিলেন বলে তাঁর আক্ষেপ। অথচ কমিশন ফর্ম জমা করা বা আপলোডের সময়সীমা বাড়ায়নি। অন্যদিকে, আগের মতোই আইসিডিএস কেন্দ্রের সমস্ত তথ্য প্রতিদিন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাতে হচ্ছে। তাঁর কথায়, 'এই এসআইআর-এর কাজ চুকেবুকে গেলে, ক'টা দিন একটু শান্তিতে ঘুমোব। পেট ভরে খাব। কিন্তু এখন তার কোনও উপায় নেই।'

> এই এসআইআর-এর কাজ চুকেবুকে গেলে, ক'টা দিন একটু শান্তিতে ঘুমোব। পেট ভরে খাব। কিন্তু এখন তার কোনও উপায় নেই।
>
> **প্রতিমা রায়**
> *আইসিডিএস কর্মী, মধ্য ছেকামারি*

> একেকজন ভোটারের তথ্য আপলোড করতে বহুক্ষণ সময় লাগছে। আবার দ্রুত কাজ শেষ করার চাপও রয়েছে। ফলে রীতিমতো নাজেহাল অবস্থার মধ্যে পড়েছি। অনেক সমস্যার কথাই একটু আগে থেকে ভাবা হলে হয়তো আমাদের মতো অনেকের সুবিধা হত।
>
> **মান্তি বেদিয়া**
> *আইসিডিএস কর্মী, ঢেকলাপাড়া চা বাগান*

ফালাকাটার পূর্ব দেওগাঁওয়ের বিএলও রিতা কার্জি আইসিডিএস কর্মী। বুধবার সন্ধ্যা ৬টার সময়েও ফিল্ডে ছিলেন তিনি। দিনভর তাঁর ফোন বেজে চলেছে। মানুষের প্রশ্নের অন্ত নেই। যথাসম্ভব মাথা ঠান্ডা রেখে সকলের সন্দেহ মেটাচ্ছেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, 'সকাল দশটায় বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম। কখন ফিরতে পারব জানি না। রোজ এভাবেই ছুটছি। এদিকে, আইসিডিএস কেন্দ্রের রোজকার কাজও রয়েছে। আগে কোনওদিন এত চাপে পড়িনি।'

অন্যদিকে, ভুটান সীমান্তের ঢেকলাপাড়া চা বাগানের আইসিডিএস কর্মী মান্তি বেদিয়াকে ছেলেমেয়েকে স্কুলে পাঠিয়ে, রান্নাবান্না করতেও এসআইআর-এর কাজ করতে হচ্ছে। তাঁর দায়িত্বে ৯৫০ জন ভোটার। ফর্ম পূরণ করে সংগ্রহ করা হলেও, তিনি ইন্টারনেটের সমস্যায় ভুগছেন। তিনি বলেন, 'একেকজন ভোটারের তথ্য আপলোড করতে বহুক্ষণ সময় লাগছে। ফলে রীতিমতো নাজেহাল অবস্থার মধ্যে পড়েছি। অনেক সমস্যার কথাই একটু আগে থেকে ভাবা হলে হয়তো আমাদের মতো অনেকের সুবিধা হত।'

বিজ্ঞান চর্চায় সেরা নকশালবাড়ির শৌভিত

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ১৯ নভেম্বর : বিজ্ঞানচর্চায় সর্বভারতীয় স্তরে জয়জয়কার নকশালবাড়ির। কৃষিকাজের আধুনিক যন্ত্র, দৃষ্টিহীনদের জন্য স্মার্ট ব্লাইন্ড স্টিক ও রকেট সায়েন্সের প্লাজমা আয়নিক থ্রাস্টার মডেল বানিয়ে চলতি বছর অখিল ভারতীয় বিজ্ঞানমেলায় প্রথম স্থান দখল করেছে দেশবন্ধুপাড়ার শৌভিত ঘোষ। সে সারদা বিদ্যামন্দির হাইস্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র। বুধবার তাকে স্কুলের তরফে সংবর্ধনা জানানো হয়। এরপর শৌভিত স্কুল প্রাঙ্গণে তার বানানো তিনটি মডেল প্রদর্শন করে।

তার বাবা মারা গিয়েছেন বছর পাঁচেক আগে। কৃষি সংস্থায় কর্মরত দিদি লিপসা ঘোষের মুখে চাষিদের নানা সমস্যার কথা শুনে সে মাল্টিফাংশনাল অ্যাগ্রিকালচার রোবট তৈরির ভাবনা শুরু করে। এক মাসের মধ্যে ওই মডেলটি তৈরি করে। মডেলটির নাম 'হরিতভীরা'। চলতি বছর ১৩ থেকে ১৬ নভেম্বর উত্তরপ্রদেশের মিরাটে বিজ্ঞানমেলায় শৌভিত প্রথম হয়। শৌভিত জানিয়েছে, 'হরিতভীরা' নামে ওই মডেলটি মোবাইল অ্যাপ দিয়ে চালানো সম্ভব। মডেলে বসানো সেন্সরের মাধ্যমে মাটির গুণগত মান, গ্যাসের পরিমাণ, মাটি কাটা, জমিতে বীজ রোপণ, জলসেচ, ঘাস কাটা সমস্ত কিছু জানতে পারবেন চাষিরা। ফলে উৎপাদন খরচ কমবে, নির্ভুল ও সময়মতো ফসলের ফলন ও আবাদ বৃদ্ধি পাবে। মডেলটিতে আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ, জিপিএস লোকেশন ট্র্যাকিং ও লাইভ ক্যামেরা ভিউ রয়েছে। মডেলটি সৌরবিদ্যুৎ বা ব্যাটারি দিয়ে পরিচালনা করা সম্ভব।

শৌভিতের দ্বিতীয় মডেল স্মার্ট ব্লাইন্ড স্টিক। এতে দৃষ্টিহীনদের হাঁটতে সুবিধা হবে। ওই স্টিকটি সিঁড়ি, দেওয়াল, উড়ন্ত বা জলমগ্ন রাস্তার তথ্য আগাম জানিয়ে দেবে। তৃতীয় মডেল প্লাজমা আয়নিক থ্রাস্টার। এর প্রধান কাজ সাধারণ ভোল্টেজ বুস্টারের ব্যবহারে কম খরচে প্লাজমা তৈরির মাধ্যমে পর্যাপ্ত আয়নিক থ্রাস্ট উৎপন্ন করা।

স্ক্র্যাচ অ্যান্ড উইন কনটেস্ট

নিউজ ব্যুরো

১৯ নভেম্বর : রাজকুটিরের রাসমঞ্চ-১-এ ছায়া প্রকাশনীর স্ক্র্যাচ অ্যান্ড উইন কনটেস্ট ২০২৪-'২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৪ নভেম্বর আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ছায়া প্রকাশনী লিমিটেডের চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার প্রতীক ধানুকা, এস চান্দ গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিমাংশু গুপ্ত, ডিরেক্টর নবীন রাজলানি প্রমুখ। এই কনটেস্টের বিজয়ীকে একটি নতুন চারচাকা গাড়ি দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ২০ জন ছাত্রছাত্রীর প্রত্যেককে পনেরো হাজার টাকার চেক দেওয়া হয়েছে।

জেমিনি প্রো প্ল্যান

নিউজ ব্যুরো

১৯ নভেম্বর : জিও এবার এক নতুন জেমিনি অফার নিয়ে এসেছে। যাঁরা জিও আনলিমিটিডে ৫জি প্ল্যান ব্যবহার করছেন সেসব গ্রাহকরা জেমিনি প্রো প্ল্যান অফারের সুবিধা নিতে পারবেন।

সেখানে গুগলের জেমিনি ৩ মডেলও রয়েছে। যোগ্য ব্যবহারকারীরা বিনামূল্যে অ্যাক্টিভেশন থেকে পুরো ১৮ মাস জেমিনি প্রো প্ল্যান উপভোগ করতে পারবেন। বুধবার থেকেই ওই অফার শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রতিটি ভারতীয়কে জেমিনি প্রো প্ল্যান-এর মাধ্যমে উন্নত এআই-এর সুবিধা দিতে বদ্ধপরিকর জিও।

আজ টিভিতে

রুহি বিকেল ৫.৪৪ স্টার গোল্ড সিলেক্ট

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ ওয়ান, দুপুর ১.০০ অন্ধ বিচার, বিকেল ৪.১৫ গোলমাল, সন্ধে ৭.১৫ অন্যায় অত্যাচার, রাত ১০.১৫ সকাল সন্ধ্যা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ পরিবার, দুপুর ১.০০ তুলকালাম, বিকেল ৪.০০ চ্যাম্পিয়ন, সন্ধে ৭.০০ গ্রেফতার, রাত ১০.৩০ সূর্য

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ সতী বেহুলা, দুপুর ১২.০০ শিমুল পারুল, ২.৩০ মঙ্গলদীপ, বিকেল ৫.০০ মায়ের আশীর্বাদ, রাত ১০.৩০ আশা ও ভালোবাসা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বদলা

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অন্তরের ভালোবাসা

জি সিনেমা : বেলা ১১.৩১ রাবণাসুরা, দুপুর ২.০১ সনম তেরি কসম, বিকেল ৫.০২ স্যামি-টু, সন্ধে ৭.৫৫ রেইড-টু, রাত ১০.৪৪ দ্য রোড

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.০২ দ্য হিরো : লভ স্টোরি অফ আ স্পাই, দুপুর ২.২০ গঙ্গুবাই কাথিয়াওয়াড়ি, বিকেল ৫.০৮ উরি : দ্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, সন্ধে ৭.৩০ পরদেশ, রাত ১১.০২ বাওয়াল

স্টার গোল্ড সিলেক্ট : বেলা ১১.২৯ পঙ্গা, দুপুর ১.৪৩ চসমে বদদুর, বিকেল ৩.৫১ দম লগাকে হইসা, ৫.৪৪ রুহি, সন্ধে ৭.৫৯ সিদ্দত, রাত ১০.৩০ কর্জ

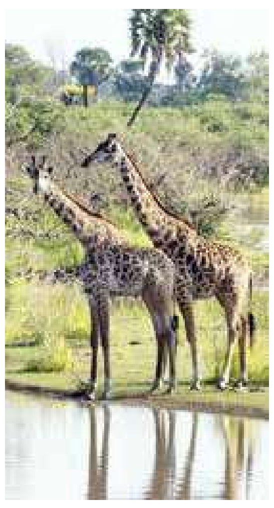

ওয়াইল্ড তানজানিয়া সন্ধে ৭.০৬ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

চ্যাম্পিয়ন বিকেল ৪.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

জি অ্যাকশন : দুপুর ১২.১০ কসম পয়দা করনে ওয়ালে কি, ২.৪৯ দবং-টু, বিকেল ৫.১৬ শেষনাগ, সন্ধে ৭.৫৮ খিলাড়ি, রাত ১০.৪৪ অ্যাকশন টাইম

আদিশক্তি আদ্যাপীঠ সন্ধে ৭.০০ আকাশ আট

মালদা ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে স্টল
'এক স্টেশন এক পণ্য' প্রকল্পের অধীনে

মালদা ডিভিশনের নিম্নলিখিত স্টেশনগুলিতে ২৯টি 'এক স্টেশন এক পণ্য' (ওএসওপি) স্টল বরাদ্দ করার জন্য সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা আবেদন আহ্বান করছেন। **স্টেশন ও স্টলের সংখ্যা** নিম্নরূপ : (১) মালদা টাউন-০৩, (২) ভাগলপুর-০৩, (৩) জামালপুর-০২, (৪) সাহিবগঞ্জ-০২, (৫) নিউ ফারাক্কা-০১, (৬) ধুলিয়ান গঙ্গা-০১, (৭) নিমতিতা-০১, (৮) সুজনীপাড়া-০১, (৯) জঙ্গীপুর রোড-০১, (১০) বারহারওয়া-০১, (১১) তিনপাহাড়-০১, (১২) সুলতানগঞ্জ-০১, (১৩) মন্দার হিল-০১, (১৪) হাঁসডিহা-০১, (১৫) মির্জাচৌকী-০১, (১৬) পীরপৈঁতি-০১, (১৭) সবৌর-০১, (১৮) শিবনারায়ণপুর-০১, (১৯) কহলগাঁও-০১, (২০) একচারী-০১, (২১) মুঙ্গের-০১, (২২) গোড্ডা-০১ এবং (২৩) বাঁকা-০১।

এই এক স্টেশন এক পণ্য (ওএসওপি) স্টলগুলি **০২ মাসের জন্য** বরাদ্দ (অস্থায়ী ভিত্তিতে) করা হবে। একটি নির্দিষ্ট পণ্য বা স্টেশনের জন্য একাধিক আবেদনকারীর ক্ষেত্রে ২০২২-এর সিসি ১২ অনুযায়ী লটারি পদ্ধতির মাধ্যমে স্টল বরাদ্দ করা হবে। • **সামগ্রীর শ্রেণী :** (ক) হস্তশিল্প/শিল্পবস্তু, (খ) টেক্সটাইল ও তাঁত, (গ) ঐতিহ্যবাহী পোশাক, (ঘ) স্থানীয় কৃষিপণ্য/ প্রক্রিয়াজাত/অর্ধ-প্রক্রিয়াজাত খাদ্য। • **যোগ্যতার মানদণ্ড :** (ক) ডেভেলপমেন্ট কমিশনার হ্যান্ডিক্র্যাফ্টস, ডেভেলপমেন্ট কমিশনার হ্যান্ডলুম অথবা উপযুক্ত রাজ্য/কেন্দ্রীয় সরকারি কর্তৃপক্ষ দ্বারা জারি করা কারিগর/তাঁতি আইডি কার্ডধারী। (খ) ট্রাইবাল কোঅপারেটিভ মার্কেটিং ডেভেলপমেন্ট ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (টিআরআইএফইডি), ন্যাশনাল হ্যান্ডলুম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (এনএইচডিসি), খাদি অ্যান্ড ভিলেজ ইন্ডাস্ট্রিজ কমিশন (কেভিআইসি) ইত্যাদিতে তালিকাভুক্ত/নথিভুক্ত ব্যক্তিবিশেষ কারিগর/তাঁতি/ক্র্যাফ্টসমেন। (গ) পিএমইজিপি (প্রাইম মিনিস্টার'স এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন প্রোগ্রাম)-তে নথিভুক্ত সেল্ফ হেল্প গ্রুপ। (ঘ) সমাজের প্রান্তিক অথবা দুর্বল শ্রেণী।

ইচ্ছুক ও যোগ্য ব্যক্তিরা যোগ্যতার প্রমাণস্বরূপ নথিপত্র (স্ব-প্রত্যয়িত) ও যোগাযোগের নম্বর সহ আবেদন সংশ্লিষ্ট স্টেশনের স্টেশন সুপারিনটেন্ডেন্ট/ম্যানেজার অথবা সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, মালদা-র কার্যালয়ে জমা করতে পারেন। • **ডাক ঠিকানা :** সিনিয়র ডিসিএম কার্যালয়, ডিআরএম বিল্ডিং, ২য় তল, ঝলঝলিয়া রোড, মালদা টাউন, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩২১০২, ই-মেল : srdcmmldt@gmail.com

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, মালদা

পূর্ব রেলওয়ে
অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

e-Tender Notice

The Chairman, Mal Municipality invites e-Tender for APAS Scheme within Mal Municipality **eNIT NO.** MM/C/APAS/05/2025-26 (SI 01 to 11) **Tender ID. 2025_MAD_948079_1 to 11 Last date of bidding (online): 08.12.2025** up to 16:00 Hrs. Details of Tender Documents will be available at **www.wbtenders.gov.in** and in the office of the undersigned during the office hours.

Sd/-
Chairman
Mal Municipality

CORRIGENDUM

Last date of Bid Submission for **Sl. Nos. 01,02,03,05,07,08,13,15, 16,17,25,28,37 & 38** listed in eNIT No. **WBSRDA/RR/11 of 2025-26 (1st Call) circulated** under **Memo No. 370/ WBSRDA/UDD/25-26 dtd. 28.10.2025** is hereby extended till **12.12.2025** up to **16:55 Hours.** Details can be viewed from respective Tender Portal **(https://wbtenders.gov.in)**. For other details, the intending bidders are requested to contact this office during office hours.

Sd/-
Executive Engineer & HPIU
WBSRDA, Uttar Dinajpur Division

ট্রান্সফরমার প্রতিস্থাপন এবং এলটি/এইচটি ওএইচ পুনরায় শক্তিশালীকরণ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: আরএনওয়াই-ইএল-টি-১৪-২০২৪-২৫-আরটি-২, তারিখ: ১৭-১১-২০২৫। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং:** আরএনওয়াই-ইএল-টি-১৪-২০২৪-২৫-আরটি-২, **কাজের নাম:** রঙিয়া ডিভিশনে- তাংলা পাওয়ার হাউসে ২টি ২.৫ এমভিএ ট্রান্সফরমার প্রতিস্থাপন এবং বিজি-III সেকশনে এলটি/এইচটি ওএইচ এবং সাব-স্টেশনগুলির পুনরায় শক্তিশালীকরণ। **বিজ্ঞাপিত মূল্য:** ২,০৯,১৬,৪৫৭.৮২ টাকা। **বায়নার ধন:** ২,৫৪,৬০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার** ১০-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় **বন্ধ হবে।** উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in-এ উপলব্ধ থাকবে।

সিনি. ডিইই/রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
হাসিমুখে গ্রাহকদের সেবায়

Govt. of West Bengal
Office of the
Block Development Officer
Sadar Block, Jalpaiguri

N.I.Q No:- 2578, 2579, 2580, 2581 & 2582, Dated:- 19.11.2025 invited by the undersigned for the Supply of 250 RIR/LIT Poultry Bird, Poultry Layer Mash feed, 20 Nos Black Bengal Does, 20 Nos Pigs & 250 Ducks per batch including packing and Transportation at Sadar Block Jalpaiguri. Last of submission of quotation dated :- **26.11.2025 up to 14.00 hours**.

Sd/-
Block Development Officer
Sadar Block, Jalpaiguri

SILIGURI MAHAKUMA PARISHAD
Haren Mukherjee Road, Hakim Para
Siliguri-734001
NIeT No.-24-DE/SMP/2025-26 (2nd Call)

On behalf of Siliguri Mahakuma Parishad, e-tender is invited by District Engineer, SMP, from bonafide resourceful contractors for different civil works under Siliguri Mahakuma Parishad.

Date & time Schedule for Bids of work
Start date of submission of bid : (As per server clock)
Last date of submission of bid : (As per server clock)
All other details will be available from SMP Notice Board. Intending tenderers may visit the website, namely - http://wbtenders.gov.in for further details.

Sd/-
DE, SMP

NOTICE INVITING e-TENDER
N.I.e.T.

No.**KMG/BDO-ET/16/2025-26(APAS), DATED: 18/11/2025**
Last date and time for bid submission- 13/12/2025 at 14.00 hours. For more information please visit: **www.wbetenders.gov.in**

Sd/-
Block Development Officer
Kumargram Development Block
Kumargram :: Alipurduar

Tender Notice

E-NIeT NO:- 16(e)/CHAL-II/APAS/2025-26, Dtd-10/11/2025 & **E-NIeT No:-** 17(e)/CHAL-II/APAS/2025-26, **Dtd- 14/11/2025 and E-NIeT NO:-** 18(e)/CHAL-II/APAS/2025-26, **Dtd- 14/11/2025**. Online e-Tender are invited by U/S from the bidders through West Bengal Govt. e procurement Web site **www.wbtender.gov.in** Details may be seen during office hours at the office Notice Board of Chanchal-II Dev. Block and District Website, Malda on all working days & in **www.wbtender.gov.in**

Sd/-
Block Development Officer
Chanchal-II Development
Block, Malatipur, Malda

Notice

E-Tender is being invited from the bonafied contractors vide NIT.No- 52/BDO/DEV/PHD/APAS/GHPGP/2025- 26, Date:- 15.11.2025, NIT.No- 53/BDO/DEV/PHD/APAS/GHP/2025-26,Date:-15.11.2025, NIT.No- 54/BDO/DEV/PHD/APAS/GHPGP/2025-26,Date: 17.11.2025, 55/BDO/DEV/PHD/APAS//BDN1G/BDN1GP/2025-26, Date:-17.11.2025, 56/BDO/DEV/PHD/APAS/JNGP/2025-26, Date:-17.11.2025 57/BDO/DEV/PHD/APAS/GHPGP/2025 -26, Date:-19.11.2025. Last date for Submission of Bids - 10/12/2025 at 11.55 am, 11/12/2025 at 10.00 am & 12/12/2025 at 11.00 am 13/12/2025 at 04.00 pm, 13/12/2025 at 10.00 am, 15/12/2025 at 03.00 pm Other details can be seen from the Notice Board of the undersigned in any working days.

Sd/-
Block Development Officer,
Phansidewa Development Block

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার নোটিস নং. : ১৪১, ১৪৬, ১৫০-এমএলডিটি-২৫-২৬, তারিখ ১৭.১১.২০২৫ [পি.ওয়ে অ্যান্ড আদার ওয়ার্কস]। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, মালদা অফিস বিল্ডিং, ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে : **ক্র. নং. : ১; টেন্ডার নং : ১৪১-এমএলডিটি-২৫-২৬। কাজের নাম :** সিনিয়র ডিইএন/II/মালদা টাউন-এর অধিক্ষেত্রের অধীনে এসএসই/পিওয়ে/সাহেবগঞ্জ শাখায় অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সহ সকরিগলি স্টেশনে মেন লাইন এবং ব্রেক ভ্যান সাইডিং এবং ইঞ্জিন এসকেপ লাইনের সংযোগ সমেত শিবনারায়ণপুর স্টেশনের ভাগলপুর প্রান্তে ট্র্যাকের ২১ টিকেএম বিসিএম দ্বারা এবং ২.২৫ টিকেএম হ্যান্ডেহ্যান্ডে - এইভাবে ব্যাপক জঞ্জাল সাফাই, ৩৮টি সুইচ পুনর্নবীকরণ, টিএফআর ৫৪.৩ টিকেএম এবং স্টেবলিং লাইনের সম্প্রসারণ -এর জন্য ওপেন ই- টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্য :** ২,৩৬,৯৪,৮০১.৯৬ টাকা। **ক্র. নং. : ২; টেন্ডার নং : ১৪৬-এমএলডিটি-২৫-২৬। কাজের নাম :** সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার-III/মালদা-র আওতাধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/জামালপুর-এর অধীনে ভাগলপুর - জামালপুর শাখায় এলসি ২এ, ২সি, ৭, ১১ ও ১৬ -তে এলএইচএস-এর জন্য কভার শেড, সাম্প ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজের ব্যবস্থা করার ওপেন ই- টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্য :** ৩,৭১,০০,৪৫৭.৯৭ টাকা। **ক্র. নং. : ৩; টেন্ডার নং : ১৫০- এমএলডিটি- ২৫-২৬। কাজের নাম :** সিনিয়র ডিইএন-II/মালদা টাউন-এর অধিক্ষেত্রে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ভাগলপুর -এর অধীনে ভাগলপুর-এ একই ফুট-ওভারব্রিজ যা প্ল্যাটফর্ম নং. ১ এবং প্ল্যাটফর্ম নং. ২ ও ৩ - কে যুক্ত করেছে সেখানে ২টি লিফ্ট সহ বিদ্যমান সিঁড়িগুলি চওড়া করার কাজের ওপেন ই-টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্য :** ২,৬০,৯১,৯৯৯.৬৫ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ :** ০৮.১২.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে ক্র. নং. ১ থেকে ৩-এর জন্য। **ওয়েবসাইট ও নোটিস বোর্ড : www.ireps.gov.in** এবং ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার-এর অফিস, মালদা টাউন।

MLD-236/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

অ্যাফিডেভিট

শিলিগুড়ি নোটারী অ্যাফিডেভিট দ্বারা 19-11-25 তারিখে Raj Kishor Ray ও Rajkishore Roy একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হল। (C/113615)

•

গত 15/10/2025 তারিখে EM কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে Affidavit করে Jyotsna Roy এবং Jyostna Roy এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলাম। (C/118593)

•

আমি Md Islam Hossain S/o Kutu Bax Vill & PO- Bhabanipur PS- English Bazar, Dist- Malda, Pin- 732209(W.B.) আমার পাসপোর্ট এর(No- N2816959 File No- CA1068699780715) আমার বাবার নাম ভুল থাকায় গত 22-09-2025 এ E.M. কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে Md Kutu Bose থেকে Kutu Bax করা হল যাহা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/119397)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৩৬০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৪২০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১৮০৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৫৬৮০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৫৬৯০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

QUOTATION

Chairman, Jalpaiguri Municipality invited Quotation : **APAS Quotation No: 07/2025-26, Memo: 3712/M Dated: 19/11/2025.** Last date of bidding dated : **26/11/2025 at 3.00 P.M.** Details which are available in the official notice board.

Sd/- Chairman
Jalpaiguri Municipality

QUOTATION

Chairman, Jalpaiguri Municipality invited Quotation : **APAS Quotation No: 08/2025-26, Memo: 3713/M Dated: 19/11/2025.** Last date of bidding dated : **26/11/2025 at 3.00 P.M.** Details which are available in the official notice board.

Sd/- Chairman
Jalpaiguri Municipality

কর্মখালি

শিলিগুড়িতে Tata Nexon প্রাইভেট গাড়ির জন্য স্থানীয় Driver চাই। (M) 7699002805. (C/119138)

•

Courier Service -এ Delivery Man চাই। Cont. SLG - 9832061242. (C/119351)

•

সিকিউরিটি গার্ড এর কাজের জন্য লোক চাই। বেতন (9-12,000), স্পট জয়েনিং। (M) 9593264413. (C/119359)

•

সিকিউরিটি সুপারভাইজার এবং সিকিউরিটি গার্ড চাই (জরুরি প্রয়োজন) শিলিগুড়ি এবং এর আশপাশে এলাকাতে, বেতন 11000-13000 থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। OT+PF+ESI. (M) 8170837161 / 9434603126. (C/119137)

বিক্রয়

মাটিগাড়া শিলিগুড়ি ঝংকার মোড় মেইন রোড থেকে ১০০ মি. ভিতরে (তুম্বাজোত) একটি চার কাঠা চার ছটাক জমি বাউন্ডারি সমেত সত্বর বিক্রি হবে। M. 7908112562. (M/M)

অ্যাফিডেভিট

আমি Md Ajmal Hossain আমার মেয়ের জন্ম সংশাপত্রে যার Reg No- 9502, Dt- 23/07/2013 আমার মেয়ের নাম ভুল থাকায় গত 11/09/2025-এ E.M. কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে Aafiya Arisha থেকে Afiya Khan করা হল যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/119353)

•

আমি Md Ajmal Hossain আমার মেয়ের জন্ম সংশাপত্রে যার Reg No- B/2021/0003250, Dt- 01/11/2021 আমার মেয়ের নাম ভুল থাকায় গত 11/09/2025-এ E.M. Court Malda অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে Anaya Arohi Khan থেকে Anaya Khan করা হল। যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/119353)

•

আমি কানাই লাল গুহ, পিতা- মৃত পূর্ণ চন্দ্র গুহ, ২ নং কালিঘাট রোড, পো: গুড়িয়াহাটী, থানা - কোতয়ালী, জেলা- কোচবিহার- ৭৩৬১৭০, গত ১৭/১১/২০২৫ Ld. J.M., 1st ক্লাস সদর কোচবিহার-এর অ্যাফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার মা কিরণবালা গুহ, গত ১৩/০৭/২০২১ সময় ৭.৩০ মি:, ৮৬ বছর, ৩ মাস, ২৭ দিন -এ নিজের বাড়িতে পরোলোক গমন করেন এবং ডা: ডিকে সাহু মৃত্যুর শংসাপত্র প্রদান করেন। তার মৃত্যু সংশাপত্র সংগ্রহের জন্য এই হলফনামা করা হলো।

Government Of West Bengal,
Office of the District Magistrate, Darjeeling
Election Section
NIeQ No 01/NIQ/25-26 Dt 18.11.2025

For the above mentioned NIeT, the last date for submission of bid is 13.12.2025 up to 12:00 Hrs. respectively. For details log in at **www.darjeeling.gov.in**

Sd/-
District Magistrate
Darjeeling

NOTICE
Government of West Bengal
Office of the Superintendent
Matigara Children Home for Girls
P.O. New Rangia, Dist Darjeeling 734013
EXTRACT OF THE E-TENDER NOTICE

E-tenders are invited to i) Security And Sweeping Agency ii) Clothing Bedding iii) Utensils for One year for Matigara Children Home for Girls & G-SAA Siliguri, Dist. Darjeeling vide Memo No. 156/MCHG/SLG/25 dated 18/11/2025, 158/MCHG/SLG/25 dated 18/11/2025, 160/MCHG/SLG/25 dated: 18/11/2025 respectively through online in the portal of the government of West Bengal of **https://wbtenders.gov.in** within 30-11-2025 till 2:00 P.M.

Sd/-
Superintendent
Matigara Children Home for Girls

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : নতুন সম্পত্তি কেনাবেচা নিয়ে আইনি সমস্যা হতে পারে। যে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো একদম নয়। বৃষ : পুরোনো ধারদেনা শোধ করতে পারবেন। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য এবং চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা। সর্দিজ্বর থেকে ভোগান্তি। মিথুন : কর্মক্ষেত্রে অধস্তন কর্মচারীদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করুন, সুফল পাবেন। পারিবারিক সুখ-শান্তি বজায় থাকবে। কর্কট : সন্তানের সব আবদার মেনে নেবেন না। ব্যবসায় গোপন শত্রু থেকে সতর্ক থাকুন। কর্মক্ষেত্রে পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। সিংহ : নতুন যানবাহন কেনার সুযোগ পাবেন। ভাইবোনদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। উচ্চশিক্ষার জন্য সন্তানকে ভিনরাজ্যে পাঠাতে হতে পারে। কন্যা : পরিবার নিয়ে ভ্রমণে আনন্দ। নিকট কোনও আত্মীয়ের কাছ থেকে খুশির খবর পেতে পারেন। বাবার শরীর নিয়ে সামান্য চিন্তা। তুলা : বিষয় সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ মিটে যেতে পারে। আপনার অহংকারের কারণে কর্মক্ষেত্রে প্রভাব পড়তে পারে। উচ্চশিক্ষায় পড়ুয়াদের আর্থিক বাধা কাটবে। বৃশ্চিক : কঠোর পরিশ্রমের সুফল পাবেন। একাধিক উপায়ে আয়ের পথ সুগম হলেও ব্যয়ের মাত্রা বাড়বে। ধনু : পারিবারিক বিবাদ বিতর্কে না গিয়ে জট কাটানোর চেষ্টা করুন। পথেঘাটে একটু সাবধানে চলাফেরা করুন। মকর : আপনার উদাসীনতার কারণে পারিবারিক ব্যবসার হাল খারাপ হতে পারে। দাম্পত্যে আশান্তি কেটে যাবে। কুম্ভ : মায়ের হস্তক্ষেপে সংসারের অচলাবস্থা কাটবে। জমিজমায় বিনিয়োগ লাভজনক হবে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো সুযোগ পাবেন। মীন : সন্তানের উচ্চশিক্ষায় অভাবনীয় সাফল্যের জন্য নামী কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ আসবে। অবিবাহিতরা নতুন সম্পর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৩ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২, ভাঃ ২৯ কার্ত্তিক, ২০ নভেম্বর ২০২৫, ৩ অঘোন, সংবৎ ১৫ মার্গশীর্ষ বদি, ২৮ জমাঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।৫৮, অঃ ৪।৪৮। বৃহস্পতিবার, অমাবস্যা দিবা ১১।১। বিশাখানক্ষত্র দিবা ১০।৫০। শোভনযোগ দিবা ১০।৩৬। নাগকরণ দিবা ১১।১ গতে কিন্তুঘ্নকরণ রাত্রি ১২।৫ গতে ববকরণ। জন্মে- বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ বুধের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, দিবা ১০।৫০ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে- দ্বিপাদাদোষ, দিবা ১০।৫০ গতে দোষ নাই। যোগিনী- ঈশানে, দিবা ১১।১ গতে পূর্ব্বে। কালবেলাদি ২।৬ গতে ৪।৪৮ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।২৩ গতে ১।২ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- গর্ভাধান, দিবা ১।০ গতে ২।৬ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন পঞ্চামৃত নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যস্থাপন ভূমিক্রয়বিক্রয় কারখানারম্ভ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- প্রতিপদের সপিণ্ডন। অমাবস্যার ব্রতোবাস। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৩৯ মধ্যে ও ১।১৮ গতে ২।৪২ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৪৫ গতে ৯।১৮ মধ্যে ও ১১।৫৮ গতে ৩।৩৩ মধ্যে ও ৪।২৭ গতে ৫।৫৯ মধ্যে।

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

খুনে অভিযুক্ত পাকড়াও

খড়িবাড়ি, ১৯ নভেম্বর : খড়িবাড়ি মারুতি চা বাগানে শিবচন্দ্র সিংয়ের খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্তকে অবশেষে উত্তরপ্রদেশের বেনারস থেকে গ্রেপ্তার করল খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। ধৃতের নাম মুকেশ রায়। তিনি শিলিগুড়ির প্রকাশনগরের বাসিন্দা। বুধবার তাঁকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

গত ২০ জুলাই মুকেশ সহ ৪ দুষ্কৃতী শিবচন্দ্রকে চা বাগানের নির্জন রাস্তায় খুন করেন বলে অভিযোগ। ধৃত মুকেশ সম্পর্কে শিবচন্দ্রের ভগ্নীপতি। বোনের ওপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করার জন্য তাঁকে একবার মারধর করেছিলেন শিবচন্দ্র। ২০ জুলাই দুপুরে তারই প্রতিশোধ নিতে খড়িবাড়ির বাংলা-বিহার সীমানার নির্জন চা বাগানের রাস্তায় একা পেয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কোপ মারেন ভগ্নীপতি সহ ৪ দুষ্কৃতী। গুরুতর আহত অবস্থায় শিবচন্দ্রকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়।

এরপর থেকে পলাতক ছিলেন মুকেশ। খড়িবাড়ি পুলিশ তদন্তে নামে। অভিযুক্তের মোবাইল টাওয়ার লোকেশন ট্র্যাক করে উত্তরপ্রদেশের বেনারস থেকে সোমবার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। মুকেশকে ট্রানজিট রিমান্ডে নিয়ে মঙ্গলবার রাতে খড়িবাড়ি থানায় আনে পুলিশ। খড়িবাড়ি থানার ওসি অনুপ বৈদ্য বলেন, 'তদন্তের স্বার্থে বুধবার বিচারক পুলিশি আবেদনের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন। মুকেশকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বাকি অভিযুক্তদের খোঁজ করে খুনের কিনারা করা হবে।'

মোষ পাচারে গ্রেপ্তার

নকশালবাড়ি, ১৯ নভেম্বর : মোষ পাচার করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হয়েছেন এক সিপিএম নেতার ছেলে। সঙ্গে আরও দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে নকশালবাড়ির সাতভাইয়া এলাকায় একটি পিকআপ ভ্যানে তল্লাশি চালিয়ে চারটি মোষ উদ্ধার করেন এসএসবি পানিট্যাঙ্কির ৪১ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা। বুধবার তাঁরা চারটি মোষ সহ ধৃত তিনজনকে নকশালবাড়ি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেন। ধৃতদের নাম মহম্মদ আজাদ, মহম্মদ জাবির এবং মহম্মদ সাবির। এঁদের মধ্যে আজাদ হলেন সিপিএমের নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সহ সভাপতি মহম্মদ ইসলামের ছেলে। ওই ভ্যানটিও আটক করা হয়েছে। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নকশালবাড়ি থানায় ভিড় জমান সিপিএমের নেতারা।

পুলিশের সঙ্গে এসএসসি'র নতুন চাকরিপ্রার্থীদের বচসা। বুধবার শিলিগুড়িতে। ছবি : সূত্রধর

বিক্ষোভ এসএসসি'র নতুন প্রার্থীদের

উত্তরকন্যা অভিযানে ধুন্ধুমার

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : স্টেট লেভেল সিলেকশন টেস্টের (এসএলএসটি) ইন্টারভিউয়ের যোগ্যতা অর্জনের নম্বর নিয়ে এসএসসি'র সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে উত্তরকন্যা অভিযান করলেন নতুন প্রার্থীরা। ৭০ নম্বরের মধ্যে ৭০ পেয়েও কীভাবে নতুন পরীক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতার দোহাই দিয়ে ইন্টারভিউয়ে ডাকা হল না, তা নিয়ে বুধবার উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার চাকরিপ্রার্থীরা বিক্ষোভ মিছিলে শামিল হন। নতুন পরীক্ষার্থীদের জন্য অন্তত এক লক্ষ শূন্যপদ তৈরির দাবি জানানো হয়। তবে এদিন হাতেগোনা কয়েকজন চাকরিপ্রার্থীদের রুখতে তিনবাত্তি মোড় এলাকায় পুলিশ অভেদ্য দুর্গ তৈরি করে। পাশাপাশি রাস্তা বন্ধ থাকায় মানুষকে সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়।

এসএসসি'র শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষায় প্রথমবার বসা চাকরিপ্রার্থীরা জলপাই মোড় থেকে মিছিল করে উত্তরকন্যার দিকে এগিয়ে যান। তবে মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি পুলিশ অপ্রীতিকর ঘটনা রুখতে মোতায়েন করা হয়েছিল। তিনবাত্তি মোড়ের কাছে মিছিলটি আটকে দেওয়া হয়। সেখানে চাকরিপ্রার্থীরা বসে পড়েন। পরে চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে থেকে চারজন প্রতিনিধি উত্তরকন্যায় গিয়ে স্মারকলিপি জমা করে দেন। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের গবেষক সাহাবুব আলম একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষায় বসেছিলেন। লিখিত পরীক্ষায় তিনি ৬০ এর মধ্যে ৫৯ নম্বর পেয়েছেন। কিন্তু এসএসসি'র নিয়মের গেরোয় তাঁকে ইন্টারভিউয়ে ডাকা হয়নি।

কী অভিযোগ

- নতুন পরীক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতার দোহাই দিয়ে ইন্টারভিউ প্রক্রিয়ায় ডাকা হয়নি বলে অভিযোগ
- এসএসসি'র এই বঞ্চনার বিরুদ্ধে এদিন উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার চাকরিপ্রার্থীরা বিক্ষোভ মিছিলে শামিল হন
- হাতেগোনা চাকরিপ্রার্থীদের রুখতে তিনবাত্তি মোড়ে পুলিশ অভেদ্য দুর্গ তৈরি করে ফেলে
- পরে চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে থেকে চারজন প্রতিনিধি উত্তরকন্যায় গিয়ে স্মারকলিপি জমা দেন

তাঁর কথায়, 'ইতিহাসের শিক্ষক নিয়োগের ইন্টারভিউতে ডাক পাওয়ার ক্ষেত্রে যোগ্যতা অর্জনের জন্য ৭১ নম্বর নির্ধারিত করা হয়েছে। কিন্তু লিখিত পরীক্ষা ৬০ নম্বরের আর অ্যাকাডেমিকের সাফল্যে ১০ নম্বর যোগ করলে ৭০ হয়। ৭০ নম্বরের পরীক্ষা দিয়ে কী করে ৭১ নম্বর নিয়ে আসব। ইংরেজির ক্ষেত্রে ৭৫ যোগ্যতা অর্জনের নম্বর রাখা হয়েছে। এই বঞ্চনা মেনে নেওয়া যায় না।'

কোচবিহারের হলদিবাড়ির বাসিন্দা কার্তিক মোহন্ত এবছর নবম-দশমের শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা দেন। কার্তিকের কথায়, 'যাঁরা শিক্ষকতা করছেন, তাঁদের লিখিত পরীক্ষা ও অ্যাকাডেমিকের নম্বর ছাড়া কেবল অভিজ্ঞতার জন্য ইন্টারভিউ হওয়ার আগেই ১০ নম্বর বেশি দিয়ে দেওয়া হয়েছে। অভিজ্ঞতার সেই নম্বরের জন্যই আমরা অনেক পিছিয়ে পড়েছি। তাই শূন্যপদ বৃদ্ধির দাবি জানিয়েছি। যাতে আমরা চাকরির সুযোগ পাই।' উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জের বাসিন্দা রিয়া দাস এদিন মিছিলে অংশ নেন। রিয়ার কথায়, 'যাঁদের নথি যাচাইয়ের জন্য ডাকা হয়েছে, তাঁদের ওএমআর শিট প্রকাশ করতে হবে। কেন-না, কিছু অযোগ্য প্রার্থী ডাক পেয়েছেন। অনেকের মার্কস বাড়ানো হয়েছে বলে আমাদের সন্দেহ।' এদিন, অবশ্য স্মারকলিপি জমা করে আসার পর বিক্ষোভকারীরা রাস্তা থেকে সরে যান। এরপর পুলিশ রাস্তা থেকে ব্যারিকেড সরিয়ে দিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। তবে নতুন চাকরিপ্রার্থীরা জানিয়েছেন, তাঁদের দাবি পূরণ করা না হলে জেলায় জেলায় আন্দোলনের পথে হাঁটবেন তাঁরা।

ডাঙ্গরআই, রাজমাতা মন্দিরে ফিরবেন মদনমোহন

মেলার পালা সাঙ্গ আজ

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৯ নভেম্বর : উৎসব শেষ, কিন্তু মেলা নয়। বুধবার শেষ হল কোচবিহারের রাস উৎসব। যদিও রাসমেলা চলবে আরও একদিন। ৫ নভেম্বর রাস উৎসব শুরু হয়েছিল। আর মেলা শুরু হয়েছিল তার পরদিন। ১৫ দিন ধরে মেলা চলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। তাই বুধবার রাস উৎসব শেষ হলেও মেলা শেষ হবে বৃহস্পতিবার।

রাস উৎসব শেষ হয়ে যাওয়ায় বৃহস্পতিবারই ডাঙ্গরআই ও রাজমাতা মন্দিরের দুই মদনমোহন পালকিতে চেপে নিজেদের বাড়িতে ফিরে যাবেন। এরপরই সেদিন রাত আটটায় নিজের ঘরে ঢুকবেন বড় মদনমোহন। বৃহস্পতিবার দিনভর বারান্দাতেই থাকবেন তিনি। সেদিন যাঁরা মেলায় ঘুরবেন তাঁরা মদনমোহনের দর্শন পাবেন সামনে থেকেই। অন্যান্য দিনের মতো বুধবারও সকাল থেকে মদনমোহনবাড়িতে ঢোকার জন্য লম্বা লাইন চোখে পড়েছে। রাস উৎসবের শেষদিকে রাসচক্র ঘুরিয়ে নিয়েছেন অনেকেই। এদিনই মদনমোহনবাড়ির সাংস্কৃতিক মঞ্চের অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে।

ব্যবসায়ীদের তরফ থেকে মেলার মেয়াদ বাড়ানোর দাবি উঠেছে ঠিকই, তবে পুলিশ-প্রশাসনের তরফে আগেই ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছিল যে, মেলা ১৫ দিনই চলবে।

বাঁধভাঙা ভিড়।। বুধবার কোচবিহার রাসমেলায়। ছবি : জয়দেব দাস

শেষবেলায়

- বুধবার সকাল থেকে মদনমোহনবাড়িতে ঢোকার জন্য লম্বা লাইন চোখে পড়েছে
- এদিনই মদনমোহনবাড়ির সাংস্কৃতিক মঞ্চের অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে
- সস্তায় জিনিসপত্র কিনতে ভিড় জমিয়েছেন ক্রেতারা
- বিক্রেতারাও লাভের মার্জিন কমিয়েছেন খানিকটা

তার বেশি নয়। কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষও মেলার মঞ্চ থেকে সেই ঘোষণা করে দিয়েছেন। ফলে মেলার মেয়াদ বাড়ার আর কোনও সম্ভাবনা নেই।

মেলা একেবারে শেষের দিকে এসে পৌঁছানোয় বুধবার ব্যাপক ভিড় দেখা যায় মদনমোহনবাড়ি ও মেলা চত্বরে। সকাল থেকেই কেনাকাটা করতে দোকানগুলিতে ভিড় উপচে পড়ে। রাসমেলার ক্ষেত্রে 'ভাঙামেলা' বলে একটি প্রথা প্রচলিত রয়েছে। আগে মেলা শেষ হয়ে যাওয়ার পর দুই-তিনদিন ব্যবসায়ীরা দোকানপাট গুছিয়ে নেওয়ার জন্য সময় নিতেন। আর সেই সময়কালে দোকানে থাকা পণ্য কমদামে বিক্রি করে দিতেন। সেই অভ্যাসটিকেই ভাঙামেলা বলা হত। কিন্তু গত দু'বছর ধরে মেলা শেষ হয়ে যাওয়ার পর দ্রুত ব্যবসা বন্ধ করার জন্য পুলিশের তরফে অতিসক্রিয়তা দেখানো হচ্ছে। অভিযোগ ব্যবসায়ীদের। ফলে ভাঙামেলার প্রথা কার্যত বন্ধই। তাই এখন ভাঙামেলায় কম দামে পণ্য কেনার বদলে, মেলার শেষের দিকে এসে সেই কম দামে কেনাকাটা সেরে নিচ্ছেন ক্রেতারা। বিক্রেতারাও শেষমুহূর্তে বেশি বিক্রির আশায় দাম কিছুটা কমিয়েছেন।

পাপোশ ও মাদুর বিক্রেতা অজেয় শাহের কথায়, 'বহু বছর ধরে রাসমেলায় আসছি। তবে শেষ দুইবছর মেলা শেষ করার সময় নিয়ে কড়াকড়ি বেশি দেখছি। এখন মেলা একেবারে শেষের দিকে। তাই ভাঙামেলার জন্য অপেক্ষা না করে আর লাভের চিন্তা না করে তুলনামূলক কম দামেই মাদুর বিক্রি করে দিচ্ছি।' একই সুরে জ্যাকেট বিক্রেতা সামসুল রহমানেরও। তাঁর দাবি, 'বহু ক্রেতা রয়েছেন যাঁরা কম দামের আশায় শেষের দিকে কেনাকাটা করেন। আমরাও শেষের দিকে দাম কিছুটা কমিয়ে দিই।' এদিন সন্ধ্যায় ঘুঘুমারির বাসিন্দা সঞ্জয় বর্মন মেলায় এসেছিলেন। একটি কম্বল কিনলেন। বললেন, 'মেলা শেষমুহূর্তে চলে এসেছে। তাই দরদাম করায় কিছুটা কমেই পেলাম।'

খোঁজ মিলল শ্বশুরবাড়িতে

শিলিগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে উধাও হওয়া তরুণের খোঁজ মিলল তাঁরই শ্বশুরবাড়ি থেকে। মঙ্গলবার রাতে পাথরঘাটায় তরুণের শ্বশুরবাড়িতে মাটিগাড়া থানার পুলিশ পৌঁছোতেই নিখোঁজ স্বপন সিংহ বেরিয়ে আসেন। এরপর তিনি উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং পুলিশ প্রশাসনের কাছে সটান ক্ষমা চেয়ে বলেন, 'হাসপাতালে থাকতে আমার ভালো লাগছিল না। তাই কাউকে না বলে বেরিয়ে আসি।' গত সোমবার সন্ধ্যায় মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল চত্বর থেকে উধাও হয়ে যান স্বপন। পুলিশ তদন্তে নেমে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখতে পায়, স্ত্রীর সঙ্গে বেরিয়ে যাচ্ছেন তরুণ। যদিও স্বপনের স্ত্রী বিষয়টি অস্বীকার করেন। এরপর মঙ্গলবার রাতে তরুণের শ্বশুরবাড়িতে হানা দিতেই বেরিয়ে আসেন স্বপন।

পদযাত্রা

বাগডোগরা, ১৯ নভেম্বর : সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে একতা যাত্রা অনুষ্ঠিত হল বাগডোগরায়। বিজেপির আপার বাগডোগরা, লোয়ার বাগডোগরা, আঠারোখাই এবং পাথরঘাটা এই চারটি মণ্ডলের তরফে বাগডোগরা পানিঘাটা মোড় থেকে এই একতা যাত্রায় বিভিন্ন এলাকার বিজেপি কর্মীরা অংশ নেন। এদিন দেশজুড়ে চলেছে এই কর্মসূচি। বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল সহ একাধিক নেতৃত্ব এই পদযাত্রায় পা মেলান।

ডাম্পার আটক

শিলিগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : গোপন সূত্র মারফত অভিযান চালিয়ে অবৈধভাবে বালি-পাথর পাচারের সময় ছ'টি ডাম্পার বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি চালকদের গ্রেপ্তার করল গোয়েন্দা বিভাগ। বুধবার রাতে কমিশনারেট সংলগ্ন এশিয়ান হাইওয়ে ২-এ এই অভিযান চালানো হয়। সেখানে অবৈধভাবে বালি-পাথর নিয়ে ডাম্পারগুলো শহরে ঢুকছিল। তখনই ডাম্পারগুলি বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি চালকদের গ্রেপ্তার করা হয়।

ইস্টার্ন বাইপাসে দোকানে চুরি

শিলিগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : ভোররাতে ফের চুরির ঘটনা ইস্টার্ন বাইপাসের ফকদইবাড়ি এলাকায়। একেবারে প্রধান রাস্তার পাশে থাকা হার্ডওয়্যারের দোকানে চুরির ঘটনায় রীতিমতো অবাক ব্যবসায়ীরা। দোকানের ওপরের টিনের চাল সরিয়ে প্লাইউডের সিলিং কেটে দোকানের ভেতরে প্রবেশ করে চোর। এরপর দোকান থেকে নানা সরঞ্জাম এবং নগদ টাকা, বাকির খাতা চুরি করে চম্পট দেয়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ। চুরির ঘটনার অভিযোগ দায়ের করেছেন ব্যবসায়ী শংকর সেন।

তাঁর দোকানে সিসিটিভি ক্যামেরা থাকলেও চুরির সময়ের ফুটেজ উধাও। যদিও পাশের একটি দোকানের সিসিটিভি ফুটেজ পাওয়া গিয়েছে। শংকর সেন বলেন, মঙ্গলবার রাত সাড়ে নয়টায় দোকান বন্ধ করি। দোকানে

সিসিটিভি ক্যামেরাও রয়েছে। ফোনে সিসিটিভি'র অ্যাক্সেস থাকায় বাড়িতে বসে মোবাইলের মধ্যে দিয়েই দোকানের ওপর নজর রাখতে পারি। রাত সাড়ে ১০টাতেও মোবাইলে দেখি দোকানে সবকিছু স্বাভাবিকই আছে। এরপর রাত পেরোলে বুধবার সকাল ৭টায় দোকান খুলে দেখি সিলিংয়ের অনেকটা অংশ নীচে পড়ে রয়েছে। দোকানের বহু সামগ্রী নেই, ক্যাশবাক্স থেকে টাকা উধাও। কাটিং মেশিন, ওয়েল্ডিং মেশিন, ড্রিল মেশিন সহ প্রায় ১৫-২০টি মেশিন, প্রায় ৬০-৭০ পিস কল, ক্যাশবাক্স ভেঙে সমস্ত টাকা নিয়ে পালিয়েছে।

ফের একবার নিরাপত্তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। ব্যবসায়ীদের একাংশ বলছেন, রাতে আদৌ পুলিশের টহলদারি হয় কি না বুঝতে পারছি না। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্তে নেমেছে আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ।

ধৃত ৪ দুষ্কৃতী

শিলিগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : গোপন সূত্র মারফত খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে টিকিয়াপাড়ার হঠাৎ কলোনি এলাকা থেকে অপরাধমূলক কাজের উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়ার অভিযোগে চার দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। মঙ্গলবার গভীর রাতে অভিযান চালানো হয়। ধৃতরা হলেন সোনাবাবু সাহানি, মহম্মদ ছোটু, রাহুল শা ও বিট্টু দেবনাথ। বুধবার তাঁদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

WEST BENGAL BOARD OF PRIMARY EDUCATION
"Acharya Prafulla Chandra Bhawan", DK-7/1, Sector-II, Bidhannagar, Kolkata-700091
E-Mail: secretary.wbbpe@gmail.com, Website: https://wbbpe.wb.gov.in

Recruitment Notification

(Pertaining to Recruitment of Assistant Teachers in Primary Schools)

The **West Bengal Board of Primary Education** invites **online applications** from the eligible candidates for **recruitment to 13,421 vacant posts of Assistant Teachers in Govt. Aided Primary/ Govt. Sponsored Primary/Junior Basic Schools** in all districts of the State in accordance with the provisions of "West Bengal Primary School Teachers Recruitment Rules, 2016 (amended upto date)" **on and from November 19, 2025 until 11:59 pm on December 9, 2025.** Please visit the website of the Board (https://wbbpe.wb.gov.in) to get information in detail.

Sd/-
Secretary
West Bengal Board of Primary Education

Date : 19.11.2025

দোকানের মালিকানা দাবি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : কয়েক মাস পরেই বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে নতুন করে দোকানে ব্যক্তিমালিকানার দাবিকে সামনে রেখে আন্দোলনে নামল বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতি। ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বাপি সাহার হুঁশিয়ারি, 'ভোট যত এগিয়ে আসবে আন্দোলনের তীব্রতাও বাড়বে।'

আন্দোলনের প্রথম পর্যায় হিসেবে মুখ্যমন্ত্রীকে সাড়ে চার হাজার দোকানের ব্যক্তিমালিকানার দাবি সংবলিত চিঠি পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ব্যবসায়ী সমিতি। সেইমতো বুধবার থেকে চিঠি প্রতি একজন করে ব্যবসায়ীর স্বাক্ষর নেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। বাপির বক্তব্য, 'বৃহস্পতিবারের মধ্যে আমরা সমস্ত ব্যবসায়ীর কাছ থেকে স্বাক্ষর নেওয়ার প্রক্রিয়া শেষ করব। এরপরেই আমরা সমস্ত চিঠি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠাব।'

এদিকে, ভোটের আগে আন্দোলন শুরু করার পেছনে ঘুরপথে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বকেই দায়ী করছেন ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক। সম্পাদকের বক্তব্য,

বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির স্বাক্ষর সংগ্রহ। বুধবার।

'মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমাদের দাবির কথা পৌঁছায়নি। আমাদের বিশ্বাস, মুখ্যমন্ত্রীর কানে বিধান মার্কেটের দাবির কথা পৌঁছালে নিশ্চয়ই সেটার বাস্তবায়ন হবে।' বক্তব্যের পেছনে ঘুরিয়ে তিনি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেবকেই বিঁধলেন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। গৌতমের স্বল্প বক্তব্য, 'ওঁরা আমার সঙ্গে এসে কোনও কথা বলেননি। ওঁদের আন্দোলনকে শুভেচ্ছা।'

বিধান মার্কেটের দোকানে ব্যক্তিমালিকানার দাবিকে কেন্দ্র করে গত কয়েক বছরে একাধিকবার উত্তাল হয়েছে মার্কেট চত্বর। আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সময়ই ব্যবসায়ী সমিতির সঙ্গে বিরোধ বেধেছে মেয়রের। এমনকি বিধান মার্কেটের বর্তমান ক্ষমতাসীন বাপি গোষ্ঠীকে সরানোর জন্য গত কয়েক মাস আগে বিধান মার্কেটের নির্বাচনে সুব্রত গোষ্ঠীর নামার পিছনে গৌতমেরই অঙ্গুলিহেলন ছিল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। যদিও শেষমেশ বাপি গোষ্ঠীরই মুখে হাসি ফুটেছে। এই পরিস্থিতিতে বিধানসভা ভোটের আগে শুরু হওয়া এই আন্দোলনকে ঘিরে ফের একবার

মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি

- আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে মুখ্যমন্ত্রীকে সাড়ে চার হাজার দোকানের ব্যক্তিমালিকানার দাবি সংবলিত চিঠি পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে
- বুধবার থেকে চিঠি প্রতি একজন করে ব্যবসায়ীর স্বাক্ষর নেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে
- ভোটের আগে আন্দোলন শুরু করার পেছনে ঘুরপথে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বকেই দায়ী করছে ব্যবসায়ী সমিতি

মেয়রের ওপর ব্যবসায়ী সমিতির আক্রমণের তেজও বাড়তে পারে বলেই মনে করছে বিভিন্ন মহল। বাপি বলেন, 'আমরা প্রথম থেকেই দোকানের ব্যক্তিমালিকানার দাবিতে আন্দোলন করে আসছি। কোনও কিছুতেই সুরাহা হয়নি। ফের আমরা আন্দোলন শুরু করলাম। বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে আমাদের আন্দোলন এগিয়ে চলবে।'

স্কুটারে রাখা ব্যাগে ৩০ লক্ষ বাজেয়াপ্ত

শিলিগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : আগেভাগেই খবর ছিল শিলিগুড়ি থানার পুলিশের কাছে। সেইমতো সন্দেহভাজনের স্কুটারে তল্লাশি চালাতেই চক্ষু চড়কগাছ। মিলল ৩০ লক্ষ টাকা। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ভেনাস মোড়ে। সেই স্কুটারের চালক মহম্মদ ওয়াসিমকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তিনি উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। কিন্তু গত মাস তিনেক ধরে ফুলবাড়িতে বাড়িভাড়া নিয়ে থাকছিলেন। এত বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা তিনি কোথা থেকে পেলেন? কোথায় নিয়ে যাচ্ছিলেন? ফুলবাড়িতে বাড়িভাড়া নিয়ে তিনি কোনও দুষ্কর্ম করছিলেন কি? এসব প্রশ্নের জবাব খুঁজছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার ওয়াসিমকে আদালতে তোলা হবে।

ভেনাস মোড়ে বাজেয়াপ্ত টাকা গোনা চলছে। বুধবার।

যে স্কুটারে টাকা মিলেছে, সেটির মালিক আবার ওয়াসিম নন। তিনি স্কুটারটি ভাড়ায় নিয়েছিলেন। ভাড়ায় নেওয়া স্কুটারে ওই বিপুল অঙ্কের টাকা নিয়ে ওয়াসিম কোথায় যাচ্ছিলেন? যেহেতু তাঁর বাড়ি উত্তরপ্রদেশে, তাই প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ মনে করছে, হয়তো সেই টাকা বাইরে থেকে এসেছে বা শিলিগুড়ির বাইরে কোথাও নিয়ে যাচ্ছিলেন। সেক্ষেত্রে তা হাওয়ালার টাকা হতে পারে। ধৃতকে আরও জিজ্ঞাসাবাদ করলেই সমস্ত তথ্য প্রকাশ্যে চলে আসবে বলে মনে করছেন শিলিগুড়ি থানার তদন্তকারী পুলিশকর্তারা।

তদন্তকারী এক পুলিশকর্তার কথায়, 'জিজ্ঞাসাবাদের সময় মহম্মদ ওয়াসিম এই টাকার কোনও হিসেব দেখাতে পারেননি। সেক্ষেত্রে এই টাকা আগ্নেয়াস্ত্র কিনতে বা কোনও নাশকতামূলক কাজের জন্যও নিয়ে আসা হতেই পারে। আবার কোনও লুটপাট হয়েছে, এটা সেই লুটের টাকাও হতে পারে।'

গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে বুধবার সন্ধ্যা থেকেই ভেনাস মোড় এলাকায় নাকা চেকিং শুরু করে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। সন্দেহজনক ওই ব্যক্তি স্কুটারে চেপে সেখানে আসতেই তাকে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পুলিশ। টাকার ব্যাগটি স্কুটারের সিটের সামনের অংশতেই নীচের দিকে রাখা ছিল।

পুলিশ সূত্রে খবর, ওই বিপুল অঙ্কের টাকা ২০০, ৫০০ ও ১০০ টাকার নোটের বান্ডিলে বিভক্ত ছিল। পুলিশ সূত্রে খবর, এই বিপুল পরিমাণ টাকা কোনও ব্যাংক থেকে তোলা হয়নি। সেক্ষেত্রে ওই ব্যক্তির কাছে স্লিপ থাকত। কিন্তু ওয়াসিম কোনও স্লিপ দেখাতে পারেননি।

প্রশ্নে এলিভেটেড হাইওয়ের ঠিকাদারি সংস্থার ভূমিকা

উড়ালপুল থেকে পড়ে জখম

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : এলিভেটেড হাইওয়ের নির্মীয়মাণ উড়ালপুল থেকে নীচে পড়ে জখম হলেন এক শ্রমিক। বুধবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে শালুগাড়ায়। উড়ালপুলের পিলারে ওই শ্রমিক কাজ করছিলেন বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার পরই দ্রুততার সঙ্গে জখম নির্মল মণ্ডলকে নিয়ে যাওয়া হয় নৌকাঘাট সংলগ্ন একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে। সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছে। তবে এই ঘটনার পর ঠিকাদারি সংস্থার ভূমিকা নিয়ে বিস্তর প্রশ্ন উঠেছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, ওই শ্রমিকের কোমরে দড়ির বেল্ট ছিল না। যার ফলে কাজ করার সময় শারীরিক নিয়ন্ত্রণ রাখতে না পেরে নীচে পড়ে যান তিনি। দড়ির বেল্ট যে ছিল না, তা স্বীকার করে নিয়েছেন ঠিকাদারি সংস্থার প্রোজেক্ট হেড জেপি ঝা। তবে তিনি বলছেন, 'ঘটনাটি ঘটেছে শ্রমিকদের লাঞ্চ টাইমে। লাঞ্চের সময় পিলার থেকে নামতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে গিয়েছেন নির্মল। তবে এদিনের ঘটনা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখছি। প্রতিটি বিভাগকে নোটিশ করা হচ্ছে। ঝুঁকি নিয়ে কেউ যাতে উড়ালপুলে কোনও কাজ না করেন, সেই সংক্রান্ত নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।'

চলতি মাসের প্রথম দিন নির্মীয়মাণ উড়ালপুলটি থেকে পড়ে গুরুতর আহত হয়েছিলেন এক শ্রমিক। উনিশদিনের মাথায় ফের একই ঘটনা ঘটায় নিরাপত্তা বিধি

বুধবার এখানেই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। জানা গিয়েছে, উড়ালপুলের পিলারের ওপরে লোহার রড বাইন্ডিংয়ের কাজ চলছিল। ওই কাজের মাঝে বিপত্তি ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শী রাজেন দাস বলেন, 'হঠাৎ লোহার বোর্ড পড়ার আওয়াজ কানে আসে। এক শ্রমিককে পড়ে থাকতে দেখি। সামান্য সময়ের মধ্যে ঠিকাদারি সংস্থার কয়েকজন মোটরবাইকে ওই শ্রমিককে তুলে চলে যান। ওই শ্রমিকের কোমরে কোনও ধরনের দড়ির বেল্ট ছিল না। এভাবে শ্রমিকদের জীবন নিয়ে খেলার কোনও অর্থ হয় না।' এই ঘটনার পরেও নিরাপত্তা বিধি উপেক্ষা করে কয়েকজন শ্রমিককে কাজ করতে দেখা গিয়েছে। যা নিয়ে ভোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা। স্থানীয় ব্যবসায়ী বাপি বর্মন বলেন, 'কিছুদিন আগেই একজন শ্রমিক পড়ে গুরুতর জখম হলেন। এরপরেও ঠিকাদারি সংস্থার কোনও ধরনের নজরদারি ছিল না। আজকের ঘটনা হওয়ার পরেও শ্রমিকরা নিরাপত্তা বিধি না মেনে কাজ করছেন।' প্রোজেক্ট হেডের অবশ্য বক্তব্য, 'এরপর থেকে সামান্য নিরাপত্তা বিধির খামতি থাকলেও কোনও শ্রমিককে কাজ করতে দেওয়া হবে না।' ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে দার্জিলিংয়ের সাংসদ বিজেপির রাজু বিস্ট বলছেন, 'তিন মাস আগে নিরাপত্তা বিধি মেনে চলার কথা বলেছিলাম ঠিকাদারি সংস্থাকে। এরপরেও

যা ঘটেছে

- উড়ালপুলের পিলারের ওপরে লোহার রড বাইন্ডিংয়ের কাজ চলছিল
- ওই শ্রমিকের কোমরে দড়ির বেল্ট ছিল না
- যার ফলে কাজ করার সময় শারীরিক নিয়ন্ত্রণ রাখতে না পেরে নীচে পড়ে যান তিনি
- চলতি মাসের প্রথম দিন নির্মীয়মাণ উড়ালপুলটি থেকে পড়ে গুরুতর আহত হয়েছিলেন এক শ্রমিক
- উনিশ দিনের মাথায় ফের একই ঘটনা ঘটল

পরপর দুটো ঘটনা ঘটে গেল। আমি এখন দিল্লিতে রয়েছি। ফিরেই ওই সংস্থার বিরুদ্ধে লিখিতভাবে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করব।'

পাকা ধান হাতির দখলে, ক্ষতিপূরণ পেতে কালঘাম

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ১৯ নভেম্বর : লোভ পাকা ধানের। ধানিজমিতে বুনো হাতির হানা নকশালবাড়ি ব্লকের গ্রামাঞ্চল ও বাগডোগরা সংলগ্ন ফাঁসিদেওয়া ব্লকের গ্রামের কৃষকদের অতিষ্ঠ করে তুলেছে। প্রতি রাতেই হাতির দল গ্রামে হানা দিয়ে তছনছ করছে পাকা ধান। কৃষকদের অভিযোগ, তাঁদের কষ্টের ফসল ঘরে তুলতে পারছেন না। ফসলের ক্ষতিপূরণের টাকা পেতে কার্যত কালঘাম ছুটছে।

বন বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে, কার্সিয়াং ডিভিশনে এখনও পর্যন্ত বাগডোগরার জঙ্গলে প্রায় ৭০টি, টুকরিয়া এবং ইউসিসি জঙ্গলে ১২টি এবং কলাবাড়ি জঙ্গলে প্রায় ৪০টি হাতি রয়েছে। প্রতি রাতেই ফসলের জমিতে এই হাতিদের হানাদারি জারি থাকছে। নকশালবাড়ি ব্লকের একাধিক গ্রাম সহ মিরিক ব্লকের বেশ কিছু এলাকা, ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকায় এই হাতির পাল হানা দিচ্ছে। মঙ্গলবার রাতেও ছবিনবস্তিতে পাঁচজনের প্রায় ৮ বিঘা জমির ধানের ক্ষতি করেছে ওই বুনোর দল।

সারা ভারত কৃষকসভার জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য বিষ্ণুপদ বসু বলেন, 'বন বিভাগ বিঘা প্রতি ক্ষতিপূরণ বাবদ ১৫০০ টাকা দেয়। এই টাকার জন্য ফর্ম আনতে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে যেতে হয়। ফাঁসিদেওয়া বিডিও অফিসে যেতে হয় প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে। বেশ কয়েকদিন ছুটোছুটির পর তবেই টাকা অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়। অনেকেই খাসজমিতে চাষ করেন তাঁরা ক্ষতিপূরণের টাকা পান না। এজন্য আমাদের দাবি, বন বিভাগের তরফে স্পটে এসে তদন্ত করে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করলে কৃষকদের হয়রানি কমে।'

এবিষয়ে কার্সিয়াং বন বিভাগের এডিএফও রাহুল দেব মুখোপাধ্যায় জানান, সরকারি নিয়ম অনুসারে ক্ষতিপূরণের টাকা দেওয়া হয়। সরকার ক্ষতিপূরণ দিতে চায় কিন্তু নিয়ম অনুসারে দিতে হবে। ১১টি কিউআরটি টিম হাতির জন্য সর্বক্ষণ কাজ করছে।

নেচার অ্যান্ড ওয়াইল্ডলাইফ অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অনুজিৎ বসুর বক্তব্য, 'আমরা বন বিভাগের সঙ্গে হাতির উপদ্রব রোধ করতে কাজ করছি। বন বিভাগকে গাড়ি দেওয়া হয়েছে। কার্সিয়াং ডিভিশনে ২৮৫ জন স্বেচ্ছাসেবক কাজ করছেন। কৃষকদের হেডলাইট, সার্চলাইট দেওয়া হয়েছে।'

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

প্রবহমান।। লাচুং যাওয়ার পথে ডিকচু ভিউপয়েন্ট থেকে ছবিটি তুলেছেন জয় কর্মকার।

অতিরিক্ত টাকা আদায়ের অভিযোগ

বিক্ষোভ-অবরোধে শামিল পড়ুয়ারা

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১৯ নভেম্বর : মাধ্যমিকের ফর্ম ফিলআপের জন্য অতিরিক্ত টাকা আদায়ের অভিযোগ তুলে আন্দোলনে নামল পড়ুয়ারা। বুধবার ইসলামপুরের ঘটনা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এদিন ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় ইসলামপুর হাইস্কুল চত্বরে। পড়ুয়ারা স্কুলের সামনে রাজ্য সড়ক অবরোধ করে। অভিযোগ, এই স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্রদের ফর্ম ফিলআপের জন্য ৫০০ টাকা করে দিতে হচ্ছে। অথচ শহরের অন্য বিদ্যালয়ে ফর্ম ফিলআপের জন্য ২০০ থেকে ২৫০ টাকা নেওয়া হচ্ছে। ইসলামপুর হাইস্কুলে কেন এত বেশি টাকা নেওয়া হচ্ছে তা নিয়ে ক্ষুব্ধ ছাত্ররা। তাদের দাবি, এই টাকা প্রধান শিক্ষক সলিমুদ্দিন আহমেদের নির্দেশে নেওয়া হচ্ছে। স্কুল পরিচালন কমিটির সভাপতি আনওয়ারুল ইসলামও ঘটনার দায় প্রধান শিক্ষকের ঘাড়ে চাপিয়েছেন। যদিও প্রধান শিক্ষক অতিরিক্ত টাকা আদায়ের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

অতিরিক্ত টাকা আদায়ের অভিযোগ ঘিরে এদিন স্কুল চত্বরে উত্তেজনা ছড়ায়। ছাত্রদের একাংশ প্রথমে ক্লাসরুমের টেবিল-চেয়ার ফেলে প্রতিবাদ জানায়। এরপর তারা বিদ্যালয়ের সামনে সড়ক অবরোধ করে। এর জেরে তীব্র যানজট হয়। গাড়ির লম্বা লাইন পড়ে যায়। স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তুলে স্লোগান দিতে থাকে পড়ুয়ারা। প্রায় এক ঘণ্টা অবরোধ চলে। পরে ইসলামপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিশের আশ্বাসে ছাত্ররা অবরোধ তুলে নেয়। স্কুল ছাত্র মহম্মদ ফইজ নজরের প্রতিক্রিয়া, 'স্কুল কর্তৃপক্ষ মর্জিমতো যা খুশি সিদ্ধান্ত আমাদের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে। কীভাবে এত টাকা দেব? অন্য স্কুলে ফর্ম ফিলআপের

বুধবার হাইস্কুল মোড়ে পড়ুয়াদের সড়ক অবরোধ। ইসলামপুরে।

জন্য অনেক কম টাকা নেওয়া হয়।' আরও এক ছাত্র নিহাল আখতারের মন্তব্য, 'প্রধান শিক্ষকের নির্দেশে অতিরিক্ত টাকা নেওয়া হচ্ছে।'

এদিন দুপুরে ছেলেকে সঙ্গে করে ফর্ম ফিলআপের টাকা দিতে পৌঁছেছিলেন অভিভাবক রবি মজুমদার। রবি বলেন, 'ছেলে জানিয়েছিল ৫০০ টাকা দিতে হবে। এত টাকা কেন দিতে হচ্ছে, তা নিয়ে আমারও প্রশ্ন আছে। তবে এদিন স্কুল কর্তৃপক্ষ ফর্ম ফিলআপের টাকা নেয়নি। পরে আসতে বলেছে।'

স্কুল পরিচালন কমিটির সভাপতি বলেছেন, 'ফর্ম ফিলআপের জন্য ৫০০ টাকা নেওয়ার ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। পরিচালন কমিটিকে অন্ধকারে রেখে প্রধান শিক্ষক এককভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।'

যদিও প্রধান শিক্ষক সলিমুদ্দিনের বক্তব্য, 'সভাপতি কেন এমনটা বলছেন জানি না। এই মর্মে মৌখিক আলোচনা হয়েছিল তাঁর সঙ্গে। তিনি সহমত প্রকাশ করেছিলেন। ডেভেলপমেন্ট ফি বাবদ ২৪০ ও ফর্ম ফিলআপ বাবদ ১৬০ টাকা মিলিয়ে ৪০০ টাকা। এদিকে, হিন্দি ও উর্দু বিষয়ে শিক্ষক সংকট। ফলে সংশ্লিষ্ট বিভাগে নিয়োজিত শিক্ষকদের সাম্মানিক দিতেও তো অর্থের প্রয়োজন। বৃহস্পতিবার মহকুমা শাসক আমায় ডেকেছেন। ওঁর কাছে বিস্তারিত জানাব।'

মজুরির দাবিতে বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : মজুরি ইস্যুতে বিক্ষোভ দেখালেন বাগডোগরার গঙ্গারাম চা বাগানের শ্রমিকরা। অভিযোগ, গত চার সপ্তাহের মজুরি পাননি তাঁরা। সে কারণেই এদিন তাঁরা বাগানে এসে জমায়েত করে বিক্ষোভ দেখান। মজুরি না পেলে জাতীয় সড়ক অচল করে দেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেন শ্রমিকরা। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে থাকায় জেলা পুলিশ এবং প্রশাসনের তরফে বাগান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। এরপরেই বাগান কর্তৃপক্ষ আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনায় বসে। দীর্ঘ আলোচনার পর সমস্যা মিটে গিয়েছে বলে খবর। বাগান কর্তৃপক্ষ চার সপ্তাহের বকেয়া মজুরি দিয়ে দিলে শ্রমিকরা সকলে ফিরে যান। যদিও এ বিষয়ে বাগান কর্তৃপক্ষের কোনও বক্তব্য মেলেনি।

জমিতে নাড়া পোড়ানো।

রায়গঞ্জের আবদুলঘাটায় ছবিটি তুলেছেন দিবাকর সাহা।

দায়িত্ব পেয়েই অভিযানে ওসি

খড়িবাড়ি, ১৯ নভেম্বর : খড়িবাড়ি থানার নতুন ওসি হয়েছেন অনুপ বৈদ্য। এর আগে তিনি সুখিয়াপোখরি থানার ওসি ছিলেন। অন্যদিকে, খড়িবাড়ি থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ বিশ্বাসকে নকশালবাড়ি থানায় নিযুক্ত করা হয়েছে।

দায়িত্ব পেয়ে প্রথম দিনেই অনুপ নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি এলাকা পরিদর্শনে যান। গৌরসিংজোত, হনুমান মন্দির এলাকা ও হাবিলদার বস্তিতে পুলিশের বিশেষ অভিযান চলে। সরাসরি মাদক কারবারিদের বাড়ি গিয়ে সচেতন করেন ওসি। তিনি বলেন, 'মাদক কারবারে এক ইঞ্চি ছাড় নয়। সমাজকে নষ্ট করার এই ব্যবসার বিরুদ্ধে পুলিশ সর্বোচ্চ পদক্ষেপ করবে।'

পথ দুর্ঘটনা

শিলিগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : মঙ্গলবার গভীর রাতে লেকটাউন এলাকায় একটি নম্বর প্লেটহীন গাড়ি, একটি বাইকে ধাক্কা মারে। গাড়িটিতে তৃণমূল কংগ্রেসের স্টিকার ও লোগো লাগানো ছিল। গাড়ির ধাক্কায় বাইকের পেছনের অংশ ভেঙে যায়। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বাইকের মালিক চোট পান। ঘটনার খবর পেয়ে এনজেপি থানার পুলিশ গাড়িটিকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। তবে বুধবার রাত পর্যন্ত ঘটনাটি নিয়ে থানায় কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি।

জেল হেপাজত

নকশালবাড়ি, ১৯ নভেম্বর : মাদক সংক্রান্ত পুরোনো মামলায় পানিট্যাঙ্কি এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হল এক ব্যক্তিকে। ধৃতের নাম ধ্রুবরাজ ছেত্রী। তিনি খড়িবাড়ি পানিট্যাঙ্কির বাসিন্দা। মঙ্গলবার নকশালবাড়ি থানার পুলিশ ধ্রুবরাজকে গ্রেপ্তার করে। বুধবার তাঁকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁর জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

জখম ৫

চোপড়া, ১৯ নভেম্বর : চারচাকা গাড়ির সঙ্গে ভুটভুটির সংঘর্ষে জখম হলেন ৫ শিক্ষক। তাঁরা টটু সিংহ স্মৃতি হাইস্কুলে শিক্ষকতা করেন। বুধবার তিনমাইল এলাকায় জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুর্ঘটনায় জখম পাঁচ শিক্ষককে প্রথমে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আনা হয়। পরে শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে পাঠানো হয়েছে।

পরীক্ষাকেন্দ্রের তালিকায় নেই শিলিগুড়ির নাম

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : দীর্ঘ টালবাহানার পর রাজ্যে সম্প্রতি শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা হয়েছে। এবার শুরু হয়েছে শিক্ষাকর্মী নিয়োগের আবেদন প্রক্রিয়া। চাকরিপ্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করছেন। কিন্তু সমস্যা বাধছে অন্য জায়গায়। অনলাইন ফর্মে শিলিগুড়িকে পরীক্ষাকেন্দ্র হিসাবে রাখা হয়নি। জেলা হিসাবে দার্জিলিংয়ের নাম ফর্মে থাকলেও পরীক্ষাকেন্দ্র বা স্থান বাছাইয়ে সেখানে কোনও বিকল্প নেই। এমন পরিস্থিতিতে ফর্ম ফিলআপ করতে গিয়ে শিলিগুড়ির অনেকে পরীক্ষাকেন্দ্র হিসাবে পার্শ্ববর্তী জেলাকে বিকল্প হিসাবে নির্বাচন করছেন। দার্জিলিং জেলার বাসিন্দা হয়ে কেন অন্য জেলাকে পরীক্ষাকেন্দ্র হিসাবে বাছতে হবে তা নিয়ে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে। বিষয়টি নিয়ে শিক্ষাকর্মী নিয়োগের পরীক্ষায় বসতে ইচ্ছুক শিলিগুড়ির আবেদনকারীরা এসএসসি-তে চিঠি দিয়েছেন।

এসএসসি-র নর্দার্ন রিজিওনের চেয়ারম্যান পিয়াল বসু রায় বলেছেন, 'বিষয়টি আমার জানা ছিল না। কেন ভেনুর বিকল্প নেই তা অবশ্যই খতিয়ে দেখব।'

৩ নভেম্বর থেকে অনলাইনে শিক্ষাকর্মী নিয়োগের ফর্ম ফিলআপ শুরু হয়েছে। আবেদনের শেষ দিন ৩ ডিসেম্বর। যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীদের পাশাপাশি নতুন প্রার্থীরাও ফর্ম ফিলআপ করেছেন। শিলিগুড়ির বাসিন্দা বিভাস ধর যোগ্য শিক্ষাকর্মী হলেও, তাঁকে সুপ্রিম

সমস্যায় শিক্ষাকর্মী পদের প্রার্থীরা

কোর্টের রায়ে চাকরি হারাতে হয়েছে। এমন পরিস্থিতি তিনি নতুন করে ফের পরীক্ষায় বসার প্রস্তুতি শুরু করেছেন। বিভাসের কথায়, 'শিলিগুড়ির বাসিন্দা হওয়ায় শিলিগুড়িকেই পরীক্ষাকেন্দ্র হিসাবে বাছতে চাই। কিন্তু ফর্মে দার্জিলিং জেলার ড্রপডাউন মেনুতে কোনও বিকল্প না থাকায় আমরা পছন্দমতো পরীক্ষাকেন্দ্র নির্বাচন করতে পারছি না। যেখানে অন্য জেলাগুলির সদর, ব্লকের তিন চারটি করে ভেনুর অপশন ড্রপডাউন মেনুতে উল্লেখ করা রয়েছে।' বিজয় সাহা নামে আরেক প্রার্থীর কথায়, 'ফর্ম ফিলআপ যেদিন থেকে শুরু হয়েছে, সেদিন থেকেই এই প্রযুক্তিগত ত্রুটি রয়েছে। জেলা শিক্ষা দপ্তরের কর্তাদের বিষয়টি জানানো হয়েছে। কিন্তু তারপরও এই ত্রুটি ঠিক করা হয়নি। আমরা কেন বাইরের জেলায় গিয়ে পরীক্ষা দেব। এসএসসি'র গাফিলতির জেরে এমনটা হয়েছে।'

যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো হওয়ায় অনেকেই শিলিগুড়িকে পরীক্ষার ভেনু হিসাবে বেছে নেন। নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষার সিট পড়েছিল শহরের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। কিন্তু শিক্ষাকর্মী নিয়োগের ফর্ম ফিলআপের ক্ষেত্রে জেলা হিসাবে দার্জিলিংয়ের নাম থাকলেও কেন পরীক্ষাকেন্দ্র নির্বাচনের বিকল্প নেই, তা নিয়ে জলঘোলা হচ্ছে। ইতিমধ্যে বিষয়টি নিয়ে বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চের তরফে শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শককে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। কালিম্পং জেলার ক্ষেত্রেও পরীক্ষাকেন্দ্র বাছাই করার ড্রপডাউন মেনুতে কোনও বিকল্প নেই বলে চাকরিপ্রার্থীরা জানিয়েছেন।

এসআইআর সহায়তাকেন্দ্র

চোপড়া, ১৯ নভেম্বর : মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঁচাকালী এলাকায় বুধবার বিজেপির সিএএ ও এসআইআর সহায়তাকেন্দ্র চালু করা হয়। স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, সাধারণ মানুষের মধ্যে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ও এসআইআর সংক্রান্ত আতঙ্ক দূর করার পাশাপাশি প্রত্যেককে সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যে সহায়তাকেন্দ্র চালু করা হল।

টোটো রেজিস্ট্রেশন

চোপড়া, ১৯ নভেম্বর : টোটো রেজিস্ট্রেশনের ব্যাপারে তৎপরতা শুরু করেছে প্রশাসন। বুধবার চোপড়া বিডিও অফিস চত্বরে শিবিরের মাধ্যমে টোটোচালকদের রেজিস্ট্রেশনের ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়। ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন চোপড়া ব্লকে শিবিরে ৫০টি রেজিস্ট্রেশন হয়েছে। এই প্রক্রিয়া চলবে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত।

ধৃত শিক্ষক

শিলিগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : বিয়ের মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি করে একাধিকবার যৌন মিলনের অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন এক বেসরকারি স্কুলের শিক্ষক। ধৃত দক্ষিণ দিনাজপুরের বাসিন্দা হলেও তিনি ফুলবাড়িতে থাকেন। পুলিশ সূত্রে খবর, মাটিগাড়া এলাকার এক তরুণীর সঙ্গে ওই শিক্ষকের প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়। অভিযোগ, বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে একাধিকবার সহবাস করেন ধৃত। যদিও সম্প্রতি নির্যাতিতা জানতে পারেন, চলতি মাসের ২৫ তারিখ ওই শিক্ষক অন্য এক তরুণীর সঙ্গে বিয়ে করতে চলেছেন। এরপর নির্যাতিতা মঙ্গলবার মাটিগাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্তে নেমে অভিযুক্ত শিক্ষককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতকে বুধবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে তাঁর ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

মামলার পর সুমনের ভবিষ্যৎ নিয়ে চর্চা

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ১৯ নভেম্বর : দলত্যাগ বিরোধী আইনে মুকুল রায়ের বিধায়ক পদ খারিজ নিয়ে মামলা করেছিলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মুকুলের পদ খারিজ করেছে হাইকোর্ট। এবার আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলালের বিধায়ক পদ খারিজের দাবিতে মামলা করলেন শুভেন্দু। বুধবার তিনি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন। সন্ধ্যার পর এই খবর আলিপুরদুয়ারে জানাজানি হতেই রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। বিধানসভা ভোটের আগে আদৌ এই মামলার রায় হবে কি না, সুমন পদ খোয়াবেন কি না, যদি পদ খোয়ান, তাহলে উন্নয়নের কাজে কোনও সমস্যা হবে কি না, ইত্যাদি প্রশ্ন নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে জেলার রাজনৈতিক মহলে।

প্রতিক্রিয়া জানার জন্য এদিন বিধায়ক সুমনকে একাধিকবার ফোন করা হয়। কিন্তু তিনি ফোন ধরেননি। এমনকি হোয়াটসঅ্যাপে পাঠানো বার্তারও কোনও উত্তর দেননি। আর আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তী বলেন, 'কে কী বিষয়ে কোথায় মামলা করেছে, তা আমার জানা নেই। বিষয়টি নিয়ে যা বলার শীর্ষ নেতৃত্বই বলবে।'

এদিকে সুমনের নামে মামলা হতেই সবচেয়ে খুশি জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। দলের আলিপুরদুয়ার জেলার সভাপতি মিঠু দাস বলেন, 'সুমন কাঞ্জিলাল মানুষের রায়ে জয়ী হয়ে বেইমানি করেছেন। তিনি অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে দল পালটেছিলেন। তাই তাঁর বিধায়ক পদ খারিজ হওয়াই উচিত।'

যদিও বিজেপির কথাকে গুরুত্ব দিতে নারাজ তৃণমূলের আলিপুরদুয়ার জেলা চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা। তাঁর কথায়, 'গোটা দেশেই অন্য দল থেকে অনেক সাংসদ, বিধায়ক বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। সেক্ষেত্রে কিছু হচ্ছে না। অথচ বিজেপি ছেড়ে আমাদের দলে যোগ দেওয়া বিধায়কদের বিরুদ্ধে বিজেপি মামলা করছে। বিজেপির নেতারা দ্বিচারিতা করছেন।'

গত ১৩ তারিখ দলত্যাগ বিরোধী আইনে মুকুল রায়ের বিধায়ক পদ খারিজ করে হাইকোর্ট। সেদিন টিভি দেখতে দেখতে মামলাকারী বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছিলেন, 'আব সুমন কাঞ্জিলালকি বারি।' সেদিনই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে সুমনের বিরুদ্ধেও মামলা হতে চলছে। সেই ঘটনার পর এক সপ্তাহ কাটতে না কাটতেই সেই মামলা দায়েরও হয়ে গেল।

সুমনের বিধায়ক পদ খারিজ হলে চলতে থাকা উন্নয়নমূলক কাজগুলির কী হবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। আলিপুরদুয়ার বিধানসভা কেন্দ্রের বাসিন্দারাও বিষয়টি নিয়ে রীতিমতো আলোচনা করছেন। শহরের ক্রীড়া সংগঠক বিদুৎ রায় বলেন, 'বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলালের উদ্যোগেই সুইমিং পুল, ওপেন জিম সহ নানা উন্নয়নমূলক কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু মামলায় যদি রায় তাঁর পক্ষে না যায়, তবে কাজগুলির কী হবে?' সুমন ২০২১ সালে বিজেপির টিকিটে জয়ী হয়ে আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক হন। পরে ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি দলত্যাগ করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে তৃণমূলে নাম লেখান। যদিও সেই সময় সুমন দাবি করেছিলেন, তিনি নাকি দলত্যাগ করেননি, অভিষেকের হাত থেকে উত্তরীয় নিয়েছিলেন মাত্র। বর্তমানে সুমন বিধানসভার পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান। যদি তাঁর দশাও মুকুল রায়ের মতো হয়, তাহলে আগামী বিধানসভা ভোটে এর ব্যাপক প্রভাব পড়বে বলে জেলার সব রাজনৈতিক দল মনে করছে।

গজলডোবার উন্নয়নে ফের পরিকল্পনা

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : প্রায় দেড় বছর পর গজলডোবা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (জিডিএ) কাজকর্ম নিয়ে তৎপরতা শুরু হল। ২০২৩ সালে গৃহীত পরিকল্পনার মধ্যে ল্যান্ডস্কেপিং, রাস্তা, ওয়াচটাওয়ার, প্রবেশদ্বার, কোনও প্রকল্পই রূপায়িত হয়নি। গত দেড় বছর ধরে জিডিএ'র তরফে কাজকর্ম এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, প্রকল্পের প্রস্তাব রাজ্য পুর উন্নয়ন দপ্তরে পাঠানো হচ্ছিল না।

কর্তৃপক্ষের দায়িত্বে থাকা মাল মহকুমার বদলি হওয়া মহকুমা শাসক শুভম কুন্ডলের তরফে জিডিএ নিয়ে উদ্যোগ চোখে পড়েনি বলে সংস্থার ভাইস চেয়ারম্যান বিধায়ক খগেশ্বর রায় কয়েকমাস ধরেই অভিযোগ তুলছিলেন। অবশেষে উৎকর্ষ খান্ডাল মাল মহকুমা শাসক হিসেবে দায়িত্ব নিয়েই জিডিএ'র বৈঠকের পর তৎপরতা শুরু করলেন।

গজলডোবার পর্যটন হাব 'ভোরের আলো'কে সাজিয়ে তুলতে অন্যান্য দপ্তরের সঙ্গে গজলডোবা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকেও দায়িত্ব দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ইতিমধ্যে জলাশয়ে জেটি তৈরি, পর্যটন কিয়স্ক নির্মাণ, লাইট অ্যান্ড সাউন্ড ব্যবস্থা চালু করা ছাড়াও মার্কেট কমপ্লেক্স নির্মাণের মতো কিছু কাজ করেছে জিডিএ। গত ১৭ নভেম্বর জেলা শাসক শামা পারভিন নিজের চেম্বারে জিডিএ'র বৈঠক ডাকেন। সেখানে জিডিএ'র অধীনে থাকা জমি, নতুন নতুন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

শেষবার ২০২৩ সালের জুলাইয়ে জিডিএ'র জন্য রাজ্য সরকার অর্থ বরাদ্দ করেছিল। তারপর থেকে নিয়মিত বৈঠক না হওয়ায় জিডিএ উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করে রাজ্যকে পাঠায়নি। ফলে অর্থও বরাদ্দ হয়নি। গজলডোবায় আজও জিডিএ'র নিজস্ব অফিস তৈরি হয়নি। মাল মহকুমা শাসকের অফিসের কর্মী দিয়ে কোনওরকমে কাজ চালানো হচ্ছে। দখল হয়ে যাওয়া জিডিএ'র জমি পুনরুদ্ধার করা হলেও তার কী স্ট্যাটাস তাও জানা যায়নি।

কীসে অগ্রাধিকার

- ১৭ নভেম্বরের বৈঠকে জিডিএ'র অধীনে থাকা জমি, নতুন নতুন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়েছে
- নতুন মাল মহকুমা শাসক কাজ বুঝে নিয়েছেন
- নতুন রাস্তা, সীমানা প্রাচীর, ওপেন স্টেজ তৈরির পরিকল্পনা করে শীঘ্রই প্রস্তাব রাজ্য পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরে পাঠানো হবে

পর্যটকদের হটস্পট গজলডোবা সেতু।

জিডিএ থেকে পার্কিং জোন ভোরের আলোতে করার জন্য জমিতে সাইনবোর্ড টাঙানো হলেও একটি ইট পর্যন্ত গাঁথা হয়নি। এমনকি শিকারপুরের দেবী চৌধুরানি ও ভবানী পাঠকের মন্দিরের তৃতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু হলেও অবশিষ্ট অর্থ বরাতপ্রাপ্ত এজেন্সি পায়নি বলে অভিযোগ রয়েছে।

খগেশ্বর বলেন, 'জিডিএ'র জমি সংক্রান্ত কিছু বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। নতুন মাল মহকুমা শাসক জিডিএ'র কাজ বুঝে নিয়েছেন। নতুন করে রাস্তা, সীমানা প্রাচীর, ওপেন স্টেজ তৈরির পরিকল্পনা করে শীঘ্রই জমা দেওয়া হবে। এখন কাজে গতি আসছে।' জিডিএ'র বৈঠকে পর্যটন দপ্তরের উত্তরবঙ্গের যুগ্ম অধিকর্তা জ্যোতি ঘোষ এসেছিলেন। ভোরের আলো নিয়ে তিনিও নানা প্রস্তাব দেন।

জিডিএ চেয়ারম্যান তথা জেলা শাসক শামা পারভিন জানালেন, শীঘ্রই জিডিএ'র তরফে ছয়টি উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রস্তাব রাজ্য পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরে পাঠানো হবে।

গ্রেপ্তার প্রতারক

মুম্বই থেকে আসা কুরিয়ারের মধ্যে মাদক রয়েছে বলে বৃদ্ধাকে প্রতারণা করার মামলা হয়েছিল এক বছর আগে। এই মামলায় তিনজন অভিযুক্তকে গুজরাট থেকে গ্রেপ্তার করল কলকাতা পুলিশ।

বাতিল ট্রেন

শিয়ালদা ডিভিশনে মেরামতির জন্য বৃহস্পতিবার বাতিল থাকছে একগুচ্ছ ট্রেন। বুধবারও একাধিক ট্রেন বাতিল ছিল। ভোগান্তিতে যাত্রীরা। একাধিক ট্রেনের রুট ছোট করাও হয়েছে।

অনাস্থা প্রস্তাব

বনগাঁ পুরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনলেন মোট ৯ জন কাউন্সিলার। বাকি ১৩ জন কাউন্সিলার প্রস্তাবে স্বাক্ষর করতে রাজি হননি। আগেই দল শোকজ করেছিল গোপালকে।

হাওড়ায় গুলি

সাতসকালে গুলি চলল হাওড়ার শিবপুরের অভিজাত আবাসনে। সেখানেরই অন্য ব্লকে থাকেন মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। ঘটনায় গুরুতর জখম ওই আবাসনের এক মহিলা। তাঁর স্বামীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

চোরাবালি আমি দূর দিগন্তে ডাকি- কোথায় ঘোড়সওয়ার... *বুধবার কলকাতায়। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়*

চারজনের বিধায়ক পদ খারিজে মামলা বিজেপির

দলত্যাগের গেরোয় সুমন

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : বিধানসভা ভোটের মুখে পরিষদীয় দলে ভাঙনের আশঙ্কা উড়িয়ে দিচ্ছে না বিজেপি। সূত্রের খবর, সেই কারণেই মুকুল রায়ের বিধায়ক পদ খারিজের রায়কে হাতিয়ার করে দলবদলু অবশিষ্টদের বিধায়ক পদ খারিজের দাবিতে আদালতে গেল বিজেপি।

সম্প্রতি দলত্যাগবিরোধী আইনে কৃষ্ণনগরের বিজেপি বিধায়ক মুকুল রায়ের বিধায়ক পদ খারিজ করেছে হাইকোর্ট। সেই সূত্রেই এবার আলিপুরদুয়ারের সুমন কাঞ্জিলাল, হলদিয়ার তাপসী মণ্ডল, বিষ্ণুপুরের তন্ময় ঘোষ এবং কোতুলপুরের হরকালী প্রতিহারের বিধায়ক পদ খারিজের দাবিতে আদালতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিল বিজেপি।

নির্ধারিত সময়ে বিধানসভার ভোট হলে ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি নির্বাচন ঘোষণা হয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে বর্তমান বিধানসভার মেয়াদ মেরেকেটে ২-৩ মাস। এই পরিস্থিতিতে দলত্যাগবিরোধী মামলায় বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেওয়া মুকুল রায়ের বিধায়ক পদ খারিজকে হাতিয়ার করে সক্রিয় হয়েছে বিজেপি। মুকুলের রায় হাতে পাওয়ার পরেই বিরোধী দলনেতা

শুভেন্দু অধিকারী হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন, রাজ্য বিধানসভার ইতিহাসে এই রায় ঐতিহাসিক। খুব শীঘ্রই বাকি দলবদলুদের বিরুদ্ধেও একইভাবে আমরা আদালতে যাব। সেই সূত্রেই এদিন সুমন, তাপসী, তন্ময় ও হরকালীর বিধায়ক পদ খারিজের দাবিতে আদালতে যাওয়ার চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিলেন শুভেন্দু। বিজেপির দাবি, দলবদলুদের বার্তা দিতেই এই সিদ্ধান্ত। যদিও দলেরই একটি সূত্র মনে করছে, বিধানসভা ভোটের মুখে বিজেপি বিধায়কদের ভাঙানোর খেলায় নামতে পারে তৃণমূল।

এমনিতেই দলের জেতা বিধায়কদের একটা বড় অংশকে '২৬-এর বিধানসভা ভোটে আবার প্রার্থী করতে নারাজ বিজেপি। বিধায়করাও সেই ইঙ্গিত পেয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই নিজেদের আসন ধরে রাখতে তাঁদের দলবদলের সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দিচ্ছেন না বিজেপি নেতৃত্ব। সেই কারণে ভোটের মুখে পরিষদীয় দলের ভাঙন ঠেকাতে আগাম বার্তা দিয়ে রাখতে চাইছেন শুভেন্দু।

একুশের বিধানসভা নির্বাচনে ৭৭ আসনে জেতার পর দলত্যাগ ও উপনির্বাচনে হারার সুবাদে বিজেপি এখন ৬৫। এর মধ্যে ১০টি আসন বিজেপিকে খোয়াতে হয়েছে দলীয় বিধায়কদের তৃণমূলে যোগ দেওয়ার কারণে।

যদিও দলবদল করলেও রায়গঞ্জের কৃষ্ণ কল্যাণী, রানাঘাটের মুকুটমণি অধিকারী পরে পদত্যাগ করে উপনির্বাচনে তৃণমূলের টিকিটে জয়ী হন। আর কালিয়াগঞ্জের সোমেন রায় তৃণমূলে গিয়ে আবার বিজেপিতে ফিরে আসেন। মারা যান ধূপগুড়ির বিধায়ক বিষ্ণুপদ রায়। দলত্যাগবিরোধী মামলায় মুকুল রায়ের বিধায়ক পদ খারিজ হওয়ার পরেই পড়ে থাকা চার দলবদলুর বিরুদ্ধে আদালতে যাচ্ছে বিজেপি।

নিশানায় যাঁরা

২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে আলিপুরদুয়ার থেকে বিজেপির টিকিটে জয়ী। পরে তৃণমূলে যোগদান।

সুমন কাঞ্জিলাল

২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে হলদিয়া থেকে নির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক। সম্প্রতি তৃণমূলে যোগদান।

তাপসী মণ্ডল

২০২১ সালে বিষ্ণুপুর থেকে বিজেপির টিকিটে জয়ী। সেই বছরই তৃণমূলে যোগদান।

তন্ময় ঘোষ

গত বিধানসভায় কোতুলপুর থেকে বিজেপি বিধায়ক হন। পরে তৃণমূলে যোগদান।

হরকালী প্রতিহার

দুর্নীতি মামলায় জামিন কল্যাণময়েরও

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের পর এবার জামিন মঞ্জুর হল মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়ের। তিন বছর পর জেলমুক্তি হতে চলেছে তাঁর। বুধবার সিবিআইয়ের মামলায় বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ তাঁর জামিন মঞ্জুর করেছেন। আদালতের নির্দেশ, এই সংক্রান্ত মামলায় পার্থ

চট্টোপাধ্যায়, সুবীরেশ ভট্টাচার্য, শান্তিপ্রসাদ সিনহা জামিন পেয়েছেন। হাতে থাকা তথ্যপ্রমাণ তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। এই পরিস্থিতিতে অযথা হেপাজতে রাখার প্রয়োজনীয়তা নেই বলে মনে করছে আদালত। তাঁকে তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে, এই শর্তে জামিনের আর্জি মঞ্জুর করা হয়েছে। আপাতত ইডি, সিবিআই উভয়ের মামলায় জামিন পেয়েছেন তিনি।

২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্যানেল বাতিলের নির্দেশ দিয়েছিল শীর্ষ আদালত। দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। ওই সময় মধ্যশিক্ষা পর্ষদের দায়িত্বে ছিলেন কল্যাণময়। এছাড়াও ২০১২ সালে অ্যাডহক কমিটির প্রশাসক ছিলেন তিনি। ২০১৬ সাল পর্যন্ত ওই পদে ছিলেন। ওই বছরই তাঁকে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি করা হয়। ২০২২ সালের ২২ জুন ওই পদে তাঁর মেয়াদ শেষ হয়। সেপ্টেম্বর মাসে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তাঁকে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, বেআইনিভাবে প্রার্থীদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দিয়েছিলেন তিনি। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতির পদও বেআইনিভাবে আঁকড়ে রেখেছিলেন তিনি। পর্ষদের সভাপতি থাকাকালীন ওই পদের মেয়াদ দু'বার বৃদ্ধি করা হয়েছিল। প্রথমে ওই পদের বয়সসীমা ৬০ থেকে বাড়িয়ে ৬৫ করেছিল স্কুল শিক্ষা দপ্তর। তারপর ৬৫ থেকে ৬৮ করা হয়। কল্যাণময় ৬৮ পেরিয়েও ১ বছর ৪ মাস সবেতন পর্ষদের দায়িত্ব সামলেছেন—এই বিষয়গুলি নিয়েও প্রশ্ন উঠেছিল।

জেলাওয়াড়ি প্রাথমিকের শূন্যপদ

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : বুধবার থেকে শুরু হয়ে গিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের জন্য অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়া। ১৩,৪২১টি শূন্যপদের মধ্যে কোন কোন জেলায় কত শূন্যপদ রয়েছে এবং কোন কোন বিষয়ে কত শিক্ষক নিয়োগ করা হবে, তার বিস্তারিত তালিকা এদিন প্রকাশ করেছে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। আবেদনকারীদের ফর্ম ফিল আপের সময় নিজেদের জেলার নাম উল্লেখ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন গ্রহণ করার পর ওই মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া শুরু করতে পারে পর্ষদ। একইসঙ্গে এদিন ২০১৭ ও ২০২২ সালের প্রাথমিক টেট পরীক্ষার ৪৭টি প্রশ্ন-ভুল সংক্রান্ত মামলার রিপোর্টও আদালতে জমা দিয়েছে বিশেষজ্ঞ কমিটি।

তবে রিপোর্ট নিয়ে এখনও সিদ্ধান্ত না হওয়ায় আবেদনকারীরা যাতে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারেন, তাই মামলার শুনানির জন্য আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার মামলাটির শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। পর্ষদ জানিয়েছে, বাঁকুড়া জেলায় ৯৭৮টি, আলিপুরদুয়ারে ২৩৭টি, কোচবিহারে ৫৩৫টি, দক্ষিণ দিনাজপুরে ৩৩৬টি, উত্তর দিনাজপুরে ২৩৭টি, জলপাইগুড়িতে ৪৫৮টি, শিলিগুড়িতে ১৩৯টি, মালদায় ৬৯৯টি ও মুর্শিদাবাদে ৫৩১টি শূন্যপদ রয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও হুগলিতে হাজারেরও বেশি শূন্যপদ রয়েছে। তবে পূর্ব মেদিনীপুরে লক্ষণীয়ভাবে শূন্যপদের সংখ্যা ১০০-র কম। পর্ষদ জানিয়েছে, এদিন দুপুর ৩টে থেকে ৯ ডিসেম্বর রাত ১১.৫৯ মিনিট পর্যন্ত সহকারী শিক্ষক পদে আবেদন গ্রহণ করা হবে। তবে চলতি বছরের নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে জট কাটছে না। সংশোধিত নিয়োগ বিধি নিয়ে ২০২২ সালের টেট উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থী মোহিত করাতির অভিযোগ, 'আমরা এখনও বুঝতে পারছি না, সেপ্টেম্বর মাসে পর্ষদ প্রকাশিত খসড়া নিয়োগ বিধি নাকি নভেম্বর মাসে প্রকাশিত সংশোধিত খসড়া নিয়োগ বিধির ওপর নির্ভর করে নিয়োগ সম্পন্ন হবে। এই বিষয়ে বিভ্রান্তি কাটাতে পর্ষদকে স্পষ্ট বার্তা দিতে হবে।'

পর্ষদ প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে দেখা গিয়েছে, নদিয়ায় শূন্যপদের সংখ্যা ৫৩১। ২০২১ সালে বাড়ি থেকে দূরে চাকরি পাওয়া নদিয়ার বাসিন্দা প্রাথমিক শিক্ষক সুখেন মণ্ডলের অভিযোগ, '২০২১ ও ২০২৪ সালে নিয়োগের সময় নদিয়ায় একটাও শূন্যপদ দেওয়া হয়নি কেন? নিজের জেলায় শূন্যপদের অভাব বলে আমাদের নিজের জেলা থেকে প্রায় ৬০০-১০০০ কিলোমিটার দূরে পোস্টিং কেন দেওয়া হল? উত্তর দিক পর্ষদ।'

কোথায় কত

- আলিপুরদুয়ার ২৩৭
- কোচবিহার ৫৩৫
- দক্ষিণ দিনাজপুর ৩৩৬
- উত্তর দিনাজপুর ২৩৭
- জলপাইগুড়ি ৪৫৮
- শিলিগুড়ি ১৩৯
- মালদা ৬৯৯
- মুর্শিদাবাদ ৫৩১

অধিবেশনে যোগ দেওয়া এখনও অনিশ্চিত পার্থর

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : বিধানসভার আসন্ন শীতকালীন অধিবেশনে বেহালা পশ্চিমের তৃণমূল বিধায়ক পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের যোগ দেওয়া এখনও অনিশ্চিত। সম্প্রতি তাঁর জামিন হয়েছে। আইনগতভাবে তাঁর বিধানসভার অধিবেশনে যোগ দেওয়ার কোনও অসুবিধা নেই। জেল থেকে জামিন পাওয়া সংক্রান্ত আইনি কাগজপত্র এখনও এসে পৌঁছোয়নি বিধানসভায়। তার ফলে বিধানসভার অধিবেশনে তাঁকে জায়গা করে দিতে বিধানসভার সচিবালয় এখনও কোনও প্রক্রিয়া শুরু করতে পারেনি।

৭ দিন কেটে গিয়েছে, জেল থেকে ছাড়া পেয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায় এখন বাড়িতে। ঘনিষ্ঠ মহলে দলীয় রাজনীতিতে ফেরার জন্য ইতিমধ্যেই সবরকম প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছেন তিনি। যদিও সর্বোচ্চ নেতৃত্বের দিক থেকে এখনও কোনও সবুজ সংকেত মেলেনি। দলীয় রাজনীতিতে ফেরা নিয়ে পার্থর কিছু বাধ্যবাধকতা থাকলেও বিধায়ক হিসেবে বিধানসভায় ফিরতে আইনগত দিক দিয়ে তাঁর কোনও বাধা নেই। কয়েক মাস আগেই খাদ্য দুর্নীতি কাণ্ডে গ্রেপ্তার হওয়া জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকও জামিনে ছাড়া পাওয়ার পর বিধানসভায় কাজে ফিরেছেন। কিন্তু পার্থর ক্ষেত্রে তাঁর জামিনে মুক্তি সংক্রান্ত আইনগত কাগজপত্র এখনও বিধানসভায় না এসে পৌঁছোনোর সমস্যাই বাদ সাধছে তাঁর বিধানসভায় ফেরায়। জ্যোতিপ্রিয়র ক্ষেত্রে জামিনে মুক্তির দু'দিনের মধ্যেই রাজ্য সরকারের কারা দপ্তর যাবতীয় কাগজপত্র পাঠিয়ে দিয়েছিল বিধানসভার সচিবালয়ে। কিন্তু পার্থর বেলায় ৭দিন কেটে গেলেও সেই কাগজ কেন পৌঁছোচ্ছে না, তা নিয়ে ধন্দে পড়েছে সচিবালয়। শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা। যদিও অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছেন, প্রবীণ বিধায়ক পার্থ চট্টোপাধ্যায় অধিবেশনে যোগ দিলে তাঁর জন্য উপযুক্ত আসনই বরাদ্দ করা হবে।

সম্ভবত ৫ ডিসেম্বর থেকে বসতে পারে বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন। এসআইআরের আবহে সেই অধিবেশনকে ঘিরে ইতিমধ্যেই চর্চা শুরু হয়েছে।

তলব এড়ালেন সুজিতের স্ত্রী

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডির তলব এড়ালেন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুর স্ত্রী। বুধবার তাঁকে তলব করেছিলেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। কিন্তু নানা কারণ দেখিয়ে তিনি হাজিরা দিতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন। সূত্রের খবর, চিঠি দিয়ে তিনি জানিয়েছেন, বাড়িতে পুজো ও অন্যান্য কাজ থাকার কারণে তিনি হাজিরা দিতে পারবেন না। তবে তাঁকে ফের তলব করা হতে পারে। ইতিমধ্যেই সুজিতের মেয়ে ও জামাই ইডি দপ্তরে হাজিরা দিয়েছেন। এদিন এই প্রসঙ্গে মুখও খুলেছেন মন্ত্রী। তাঁর দাবি, 'যদি না যায় তাহলে বলবে পালিয়ে যাচ্ছে। তারা গিয়েছে, নিজেদের কথা বলেছে। আমরা পালানোর লোক নই।'

স্কুলে ছাত্রীর শ্লীলতাহানি

বোলপুর, ১৯ নভেম্বর : চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের লাভপুর থানার আবাদ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। অভিযোগ, ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক নবনী কর্মকার ছাত্রী শ্লীলতাহানি করেন। পুলিশ অভিযোগ পেয়ে প্রধান শিক্ষককে গ্রেপ্তার করেছে।

সোমবার বিদ্যালয়ে গিয়েছিল আবাদ গ্রামেরই চতুর্থ শ্রেণির ওই ছাত্রী। টিফিনের সময় সমস্ত পড়ুয়াকে ছেড়ে দিলেও ছাড়া হয়নি তাকে। অভিযোগ, শ্রেণি কক্ষ ফাঁকা করে ছাত্রীকে শ্লীলতাহানি করেন প্রধান শিক্ষক। মঙ্গলবার বিদ্যালয়ে গিয়ে প্রধান শিক্ষক নবনী কর্মকারকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। খবর পেয়ে লাভপুর থানার পুলিশ তাকে আটক করে নিয়ে যায়।

পরের জায়গা, পরের জমিন, ঘর বানাইয়া আমরা রই... *কলকাতায়। বুধবার। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়*

বোসের বিরুদ্ধে পালটা অভিযোগ কল্যাণের

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ৮টি ধারায় মঙ্গলবারই হেয়ার স্ট্রিট থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। তার ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতে রাজ্যপালের বিরুদ্ধেই ভারতীয় ন্যায় সংহিতার পাঁচটি ধারায় তাঁর আইনজীবী অর্ক নাগ মারফত হেয়ার স্ট্রিট থানাতেই পালটা অভিযোগ দায়ের করলেন শ্রীরামপুরের সাংসদ।

যদিও অভিযোগপত্রে রাজ্যপালের নাম, ঠিকানা, বাবার নাম দেওয়া থাকলেও পদের উল্লেখ করা হয়নি। অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, রাজ্যপালের ভাষণের মাধ্যমে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৬১, ১৫১, ১৫২, ১৯২, ১৯৬ ও ৩৫৩ নম্বর ধারা লঙ্ঘন করা হয়েছে। ফলে রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাত যে আরও তীব্র হল, তা স্পষ্ট।

কল্যাণের পাশে দাঁড়িয়েছে তাঁর দলও। এদিনই কল্যাণের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, 'কল্যাণদার বিরুদ্ধে রাজ্যপাল অভিযোগ দায়ের করলে কল্যাণদারও সেই অধিকার রয়েছে। কল্যাণদা দীর্ঘদিনের আইনজীবী। তিনি আইন ভালোই বোঝেন। কল্যাণদা কী জিনিস, রাজ্যপাল জানেন না।'

অভিযোগ দায়েরের পর কল্যাণ বলেন, 'গত তিন বছর ধরে রাজ্যে বিভিন্ন অপকর্ম করে চলেছেন সিভি আনন্দ বোস। রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে মানুষকে লেলিয়ে দেওয়ার জন্য উনি অ্যাজেন্ডা নিয়েই এসেছেন। সুনির্দিষ্টভাবে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েছি। পুলিশের কাছে অনুরোধ করব অবিলম্বে ঘটনার তদন্ত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে।' যদিও এদিন রাত পর্যন্ত এই নিয়ে রাজভবনের তরফে কোনও বিবৃতি দেওয়া হয়নি।

ঘটনার সূত্রপাত কয়েকদিন আগে। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন রাজ্যপাল। তারই প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে শ্রীরামপুরের সাংসদ রাজ্যপালকে নিশানা করে বলেছিলেন, 'রাজ্যপাল বিজেপির দুষ্কৃতীদের রাজভবনে আশ্রয় দিচ্ছেন। তাঁদের হাতে বোমা-বন্দুক তুলে দিচ্ছেন।'

এরপরই সোমবার কলকাতা পুলিশের বম্ব স্কোয়াড ও ডগ স্কোয়াডকে দিয়ে রাজভবনে নিজেই তল্লাশি অভিযান করান রাজ্যপাল। সেদিনই তিনি জানিয়েছিলেন, তাঁর ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত করার জন্য তিনি কল্যাণের বিরুদ্ধে আইনত পদক্ষেপ করবেন।

মঙ্গলবারই হেয়ার স্ট্রিট থানায় কল্যাণের বিরুদ্ধে ৮টি ধারায় মামলা করেছিলেন রাজ্যপাল। পালটা মামলা করার হুঁশিয়ারি তখনই দিয়েছিলেন কল্যাণ। এরপর বুধবার দুপুরে কল্যাণের আইনজীবী হেয়ার স্ট্রিট থানায় গিয়ে সিভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। সিভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে তিনি শেষ দেখে ছাড়বেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন কল্যাণ।

দুই মৃত্যুতে আতঙ্কের তত্ত্ব

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : এসআইআর আতঙ্কে জোড়া মৃত্যুর অভিযোগ উঠল। উত্তর ২৪ পরগনার বাদুড়িয়া ও বেঙ্গালুরুতে পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুর নেপথ্যে এসআইআর আতঙ্কের তত্ত্ব খাড়া করেছে তাঁদের পরিবার।

বাদুড়িয়ার সফিকুল প্রথম স্ত্রী মারা যাওয়ার পর দ্বিতীয় বিয়ে করেন। দ্বিতীয় স্ত্রীর পরিচয়পত্রে যে বয়স দেওয়া হয়েছে, তার ব্যবধান প্রথম পক্ষের সন্তানদের থেকে কম। বেশ কিছু দিন ধরে এই ভুল সংশোধনের জন্য দৌড়াদৌড়িও করছিলেন। কিন্তু কাজ হয়নি। তাঁর ছেলের বক্তব্য, ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন সফিকুল। ৫-৬ দিন ধরে খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। সেই জন্যই আত্মহত্যা করেছেন।

অন্যদিকে, মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা শেরফুল শেখ কর্মসূত্রে বেঙ্গালুরুতে থাকতেন। পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করতেন তিনি। তাঁর পরিবারের দাবি, এসআইআর সংক্রান্ত নানা ধরনের ভিডিও দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। তাই থেকে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে।

আশঙ্কা শুভেন্দুর

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : পুলিশকে হাতিয়ার করে সরকার বাঁচানোর মরিয়া চেষ্টা করবে তৃণমূল। বুধবার বিজেপির রাজ্য দপ্তরে এমনই আশঙ্কার কথা শোনালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

শুভেন্দু বলেন, '৭ ডিসেম্বর রাজ্য পুলিশে বড়সড়ো রদবদল হতে চলেছে। পুলিশ এবং পরামর্শদাতা সংস্থার সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্প্রতি একটি বৈঠক হয়েছে। সেখানে এসআইআরে ১ কোটি ১৫ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ যেতে পারে বলে রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে।' শুভেন্দুর মতে, পুলিশ কর্তাদের ভোটের সময় যাতে কাজে লাগানো যায় সেই পরিকল্পনা করেই রাজ্য পুলিশে এই ব্যাপক রদবদল।

সীমান্তে ভিড়, বাংলাদেশে যেতে মরিয়া

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : লোটা-কম্বল নিয়ে শুয়ে রয়েছেন বহু মানুষ। কারও কোলে দুধের শিশু, কারও সঙ্গে অসুস্থ বাবা-মা। স্ত্রী-সন্তান পরিবার নিয়ে বসিরহাটের হাকিমপুর চেকপোস্টের হোল্ডিং সেন্টারে এভাবেই বিগত কিছুদিন ধরে অপেক্ষা করছেন দলে দলে লোক। কেউ ভারতে এসেছেন ১০ বছর আগে, কেউ আবার কাঁটাতার পেরিয়ে রাজ্যে ঘাঁটি গেড়েছেন ২-৫ বছর আগে। তাঁদের অনেকে একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন, দালাল চক্র মারফত বিএসএফ-এর চোখ ফাঁকি দিয়ে চোরাপথে প্রবেশ করেছিলেন এই দেশে। না আছে পরিচয়পত্র, না আছে বৈধ সিম কার্ড। তবুও বছর বছর ধরে এই রাজ্যে তাঁরা পরিচারক, দিনমজুর, ফেরিওয়ালা, ঝাড়ুদার হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন। এখন এসআইআর আবহে পুশব্যাকের আতঙ্কে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা নিয়ে বাধ্য হয়ে ফেরার চেষ্টা করছেন নিজের দেশে।

সোমবার থেকেই প্রতিনিয়ত প্রচুর মানুষ ভিড় জমাচ্ছেন সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে। ইতিমধ্যেই বিএসএফ-এর হাতে আটক হয়েছেন ৩০০ জনেরও বেশি। আর এই নিয়েই তুঙ্গে রাজনৈতিক তর্জা। বিজেপি, সিপিএম সহ বিরোধী দলগুলির মত, অনুপ্রবেশকারীদের ইচ্ছাকৃতভাবে পরিচয়পত্র দিয়ে ভোট ব্যাংক শক্ত করছে তৃণমূল। পালটা তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষের বক্তব্য, 'স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক আইন করে দেশের ভেতরে ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত এলাকা বিএসএফের অধীনে এনে দিয়েছে। তাহলে বিএসএফ-এর নজর পেরিয়ে অনুপ্রবেশ হয় কী করে? তাহলে কি সীমান্ত পারাপারের জন্যও ঘুষ দেওয়া হয়?' স্বরূপনগর থানার এক আধিকারিকের কথায়, 'বেশ কয়েকদিন ধরে হাকিমপুরে প্রচুর মানুষ ভিড় করছেন নিজেদের দেশে ফেরার জন্য।' ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম না থাকায় আইনি জটিলতায় জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় রোজ অনেক

অনুপ্রবেশকারী নিজের দেশে ফিরছেন বলে স্থানীয়দের দাবি। নিউটাউনে ৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে বাস করছেন বাংলাদেশের সাতক্ষীরার এক নাগরিক। তাঁর দাবি, 'আমরা এখানে থাকলে দু'বছর পরে জেলে ঢুকিয়ে দিতে পারে। এসআইআর ও এনআরসি হলে আমরা আর বাঁচব না। তাই বর্ডারে এসে গত তিনদিন ধরে সুযোগের অপেক্ষা করছি।' শুধু হাকিমপুর নয়, মধ্যমগ্রামের বিশ্বাসপাড়া, আটঘড়া, নিউটাউনের মতো একাধিক এলাকার ছবিটা একই। সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তীর প্রশ্ন, 'বিএসএফ বা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের দায়িত্ব কোথায় তাহলে? কীভাবে ঘটল অনুপ্রবেশ?'

বেশিরভাগ অনুপ্রবেশকারীই ঘাঁটি গেড়েছিলেন রাজারহাট, সল্টলেক, নিউটাউন সংলগ্ন এলাকায়। রোজই ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশি কলোনিগুলি। রাজনৈতিক মহলের উদ্বেগ, সল্টলেক এলাকা দিনের পর দিন ঘুঘুর বাসায় পরিণত হচ্ছে। কেউ বলছেন, আধার কার্ড, ভোটার কার্ড সহ বিভিন্ন নথি বিনা পয়সায় পেয়ে গিয়েছেন। কারও দাবি, অনুপ্রবেশকারী হওয়া সত্ত্বেও ভোটার কার্ড আছে তাঁর। পেতেন লক্ষ্মীর ভাণ্ডারও। বাংলাদেশি কীভাবে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো রাজ্য সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পান, সেই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিজেপি নেতা সজল ঘোষ। বিজেপি পরিষদীয় দলের মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষ বলেন, 'এই ঘটনা থেকেই প্রমাণিত অনুপ্রবেশ, এসআইআর শব্দে তৃণমূলের এত গাত্রদাহ কেন? এদের জন্যই বাংলার মানুষকে পরিযায়ী শ্রমিক হতে হচ্ছে।' কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য অধীর রঞ্জন চৌধুরীর দাবি, 'এরাই তৃণমূলের ভোট ব্যাংক। এর জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়েই দায়ী।'

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৮১ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

পিকে'র চ্যালেঞ্জ

রাজনীতি সবসময়ই সম্ভাবনার শিল্প। বিহারে সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা ভোটে ভোট কুশলী প্রশান্ত কিশোরের (পিকে) দল জন সুরাজ পার্টিকে ঘিরে কৌতূহল ছিল। নরেন্দ্র মোদি থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, পিকে'র পরামর্শে ক্ষমতায় আসীন হয়েছেন অনেকে। পরামর্শ দিয়ে অন্যকে সাফল্যের মুখ দেখালেও নিজের দলের বেলায় পুরোপুরি ব্যর্থ হলেন তিনি।

নিরঙ্কুশ এনডিএ'র দাপটে আরজেডি, কংগ্রেস, বামেদের সঙ্গে উড়ে গিয়েছে পিকে'র দলও। পরাজিত হলেও অবশ্য লড়াই ছাড়তে নারাজ প্রশান্ত কিশোর। ভোটে পর্যুদস্ত হওয়ার চারদিন বাদে সাংবাদিক বৈঠকে জন সুরাজ পার্টির প্রধান জানিয়ে দিয়েছেন, নতুন সরকার তাদের প্রতিশ্রুতিগুলি ঠিকমতো পালন করছে কি না, সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখা হবে তাঁর দলের কাজ।

ভোটপর্বে পিকে একাধিক জনসভা, পথসভা করেছেন, প্রচারমাধ্যমে প্রচুর সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। সবেতেই তাঁর দাবি ছিল, ১৫০-এর কম আসন পাওয়ার অর্থ হবে তাঁর কাছে পরাজয়। সেই পরাজয় তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু তিনি বিজেপি-জেডিইউ বনাম আরজেডি-কংগ্রেসের বাইনারি থেকে বিহারের রাজনীতিকে মুক্ত করার সম্ভাবনার আলোটি জ্বালানোর চেষ্টা করেছেন।

বিহারে এবার পিকে'র দল ভালো ফল করলে অবধারিতভাবে তৃতীয় শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করত। ভোটযুদ্ধে পরাজিত হলেও কিন্তু জন সুরাজের তৃতীয় শক্তি হিসেবে উঠে আসার সম্ভাবনার বীজটি নষ্ট হয়নি। ভোটের ফল অনুযায়ী, বিহারের যে ২৩৮টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল তারা, তার ২৩৬টিতেই জামানত জব্দ হয়েছে। ১২৯টি আসনে জন সুরাজের প্রার্থীরা তৃতীয় স্থানে ছিলেন, একটি মাত্র আসনে দ্বিতীয় হয়েছেন।

ভোট প্রচারে পিকে উচ্চগ্রামে যে সমস্ত দাবি করেছিলেন সেগুলির একটিও পালন করতে পারেনি জন সুরাজ পার্টি। ভোট কুশলী সেকথা মেনে জানিয়েছেন, তাঁরা মানুষকে বোঝাতে পারেননি। তাই মানুষ তাঁদের ওপর ভরসা রাখতে পারেননি। এর দায় সম্পূর্ণভাবে শুধুমাত্র তাঁর। এরপরই প্রশান্ত কিশোর জানিয়েছেন, ২০ নভেম্বর নীতীশ কুমারের দশমবার গান্ধি ময়দানে মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেওয়ার দিন তিনি পশ্চিম চম্পারণের গান্ধি আশ্রমে অনশনে বসবেন।

পিকে'র এমন আত্মবিশ্বাসী বার্তার নেপথ্যে তৃতীয় শক্তি হিসেবে উঠে আসার বাসনা প্রবল। আসন ও ভোট শতাংশের হিসেবে জেডিইউ এবার বিজেপির ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে। নীতীশ কুমারের গ্রহণযোগ্যতাও প্রশ্নাতীত। কিন্তু তাঁর পর সেই পদে কে? অনেকে বলাবলি করছেন, নীতীশের ছেলে নিশান্তকে সক্রিয় রাজনীতিতে আনার চেষ্টা চলছে।

যদিও সেই সম্ভাবনা যথেষ্ট ক্ষীণ। কারণ ছেলেকে সামনে আনলে নীতীশের এতদিনের পরিবারতন্ত্র-বিরোধী রাজনীতির ভিতটাই ধসে যাবে। নীতীশের অন্য কোনও বিকল্প মুখ আপাতত জেডিইউয়ে নেই। সম্রাট চৌধুরী, বিজয়কুমার সিনহা, নিত্যানন্দ রাইদের নিয়ে বিজেপি স্বপ্ন দেখছে ঠিকই। কিন্তু এই নেতাদের কেউ নীতীশের মতো জনপ্রিয় নন। বরং খানিকটা সম্ভাবনা রয়েছে এলজেপি (রামবিলাস) নেতা চিরাগ পাসোয়ানকে ঘিরে।

অপরদিকে, তেজস্বী যাদবকে আরজেডি নেতা হিসেবে মেনে নিলেও মহাজোটের সমস্ত শরিকের যে তাতে সায় নেই, সেটা পরিষ্কার। পুত্রকে নিয়ে লালুর সংসারেও অশান্তি চরমে। এই অবস্থায় নতুন বিকল্প হিসেবে প্রশান্ত কিশোর যদি নিজেদের প্রমাণ করতে পারেন, তাহলে আগামীদিনে বিহারের রাজনীতিতে তাঁর জাঁকিয়ে বসার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

জাতপাত, জঙ্গলরাজ, লাগামছাড়া দুর্নীতির পাশাপাশি টাকা ছড়িয়ে ভোট কেনার অভিযোগে অভ্যস্ত বিহারকে প্রশান্ত কিশোর নতুন সম্ভাবনার স্বপ্ন দেখাতে শুরু করেছেন। অনেকটা অরবিন্দ কেজরিওয়ালের ধাঁচে তিনি শিক্ষা ও স্বাস্থ্যকে প্রাধান্য দেওয়ার কথা বলছেন। তাতে আশা জাগলেও কয়েকটা প্রশ্ন থেকেই যায়। ভারতের রাজনীতিতে, তৃতীয়, চতুর্থ যে শক্তিই তৈরি হোক না কেন, শেষপর্যন্ত তাদের হয় কংগ্রেস নয়তো বিজেপির ছত্রছায়ায় থাকতে হয়। অকংগ্রেসি বা অবিজেপি জোট অতীতে সফল হয়নি।

ফলে প্রশান্ত কিশোরের চেষ্টা বিহারের মাটিতে দাগ কাটবে কি না, সেটা লাখ টাকার প্রশ্ন।

অমৃতধারা

পুণ্যকাজ হচ্ছে সেইটা যা আমাদের উন্নতি ঘটায়, আর পাপ হচ্ছে–যা আমাদের অবনতি ঘটায়। মানুষের মধ্যে তিনরকম সত্তা থাকে- পাশবিক, মানবিক এবং দৈবী। যা তোমার মধ্যে দৈবীভাব বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে তা-ই হচ্ছে পুণ্য। আর যা তোমার মধ্যে পশুভাব বাড়িয়ে তোলে- তা পাপ। তোমাকে ধ্বংস করতেই হবে পশুসত্তাকে, হয়ে উঠতে হবে প্রকৃত 'মানুষ' প্রেমময় এবং দয়াশীল। তারপর তা-ও অতিক্রম করে যেতে হবে। হয়ে উঠতে হবে শুদ্ধ আনন্দ- সচ্চিদানন্দ ; যেন এমন এক আগুন যা দহন করবে না কখনও, অপূর্ব ভালোবাসায় পূর্ণ - যে ভালোবাসায় মানুষের ভালোবাসার দুর্বলতা নেই, নেই কোনও দুঃখবোধ।

–স্বামী বিবেকানন্দ

আদিবাসী জননেতাদের দলবদলু কথা

গ্রাম থেকে শহরে দলবদলুর ছড়াছড়ি। তরাই-ডুয়ার্সের চা বাগানঘেরা আদিবাসী বলয়ও এর ব্যতিক্রম নয়।

কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য

দলবদল এখন ভোট-রাজনীতির বাজারে জলভাত। গ্রাম থেকে শহরে দলবদলুর ছড়াছড়ি। তরাই-ডুয়ার্সের চা বাগানঘেরা আদিবাসী বলয়েও এটা আর নতুন কিছু নয়। সম্ভবত আদিবাসীরাও এটা মেনেই নিয়েছেন। কিন্তু, কুমারগ্রামের বিধায়ক বিজেপির মনোজ ওরাওঁ ছাড়া তরাই-ডুয়ার্সের বাকি দলবদলু আদিবাসী জননেতা-নেত্রীরা কি ভালো আছেন? আরএসপি থেকে দল বদল করে বিজেপিতে এলেও মনোজবাবু এখনও বিধায়কের পদে আছেন। সম্ভবত, ভালোয়-মন্দে মিশিয়ে অন্যদের তুলনায় কিঞ্চিৎ বেটার! পশ্চিমে মেচি আর পুবে সংকোশ, এই দুই আন্তর্জাতিক নদীর মধ্যবর্তী চা বাগান, বনজঙ্গল ঘেরা জনজাতি বলয়ে যে ভোট-রাজনীতির বাজার আর সেই বাজারের যা হালহকিকত তা থেকে কিন্তু এই দলবদলুদের নানা গল্প ভেসে আসছে। দেখা যাচ্ছে অনেক সিকন্দরই কিন্তু 'ঘোস্টিং'-এ আছেন!

অতীতে আলিপুরদুয়ারের সাংসদ পীযূষ তিরকি, জোয়াকিম বাক্সলা-- এরকম কেউ কেউ দলবদল করলেও, তরাই-ডুয়ার্সের চা বলয়ের রাজনীতিতে কুমারগ্রামের একসময়ের আরএসপি নেতা, প্রাক্তন মন্ত্রী, দশরথ তিরকিই প্রথম আধুনিক হেভিওয়েট, যিনি সাম্প্রতিককালে দলবদলের এই নতুন খেলার সূচনা করেন। একেবারে গোড়াতে, ১৯৯৮-এ, দশরথবাবু আরএসপি'র টিকিটে পঞ্চায়েত ভোটে লড়ে কুমারগ্রামে পঞ্চায়েত রাজনীতি দিয়ে তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু করেছিলেন। তারপর ২০০১, ২০০৬ এবং ২০১১-র বিধানসভা নির্বাচনে, আরএসপি'র টিকিটে লড়ে পরপর তিনবার তিনি কুমারগ্রামের বিধায়ক হন। এরকম ভোটে জেতার হ্যাটট্রিকের কৃতিত্ব কম লোকের হয়! দশরথবাবুর হয়েছিল। তিনি বাম আমলে রাজ্যের মন্ত্রীও হন। কিন্তু তৃতীয়বারের মেয়াদ শেষ হতে না হতেই রাজ্যজুড়ে রাজনৈতিক পালাবদলের রেশ ধরে ২০১৪ সালে একদা লালহিন্দ স্লোগানমুখর দশরথ, হঠাৎ দলবদলু হয়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন এবং টিএমসি'র টিকিটে লোকসভা ভোটে লড়ে আলিপুরদুয়ারের সাংসদ হন। কিন্তু পরেরবার অর্থাৎ ২০১৯-এর লোকসভার ভোটে তিনি, ডুয়ার্সের আরেক দলবদলু আদিবাসী নেতা, বিজেপির জন বারলার কাছে বিপুল ভোটে হেরে যান এবং কয়েকমাসের মধ্যেই (২০২০) আবার 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ' বলা বাদ দিয়ে দল পালটে, 'জয় শ্রীরাম' বলতে বলতে বিজেপিতে যোগ দেন। আলিপুরদুয়ারের বিজেপিরই নীচুতলার কর্মীরা দশরথ তিরকির কুশপুতুল পুড়িয়েছিল। এই খবরটা সংবাদপত্রে বেরিয়েছিল। দশরথবাবু এখনও বিজেপিতে আছেন ঠিকই, কিন্তু বাজারের খবর হল, তার অবস্থা না ঘরকা না ঘাটকা!

ডুয়ার্সের দ্বিতীয় হেভিওয়েট দলবদলু আাদিবাসী তারকা নেতা হচ্ছেন নাগরাকাটা-বানারহাট এলাকার লক্ষ্মীপাড়া চা বাগানের এককালের ট্র্যাক্টরচালকের সহযোগী, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জন বারলা। বাজারের খবর, অতি সম্প্রতি তৃণমূলে এসে তিনিও ভালো নেই। জন বারলা ২০০৯-এ, বাম জমানায় আদিবাসী বিকাশ পরিষদের অন্যতম নেতা হিসেবে শুধু তরাই-ডুয়ার্সই নয়, রাজ্য রাজনীতির বাজারে প্রায় বিরাট কোহলির মতোই নাম করেছিলেন। তারপর বলা হয়, পাহাড়ের নেতা বিমল গুরুংয়ের সুচতুর চালে পড়ে আদিবাসী বিকাশ পরিষদটারও বারোটা বাজান। সকলেই জানেন এরপর ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনে তিনি বিজেপির প্রার্থী হয়ে আলিপুরদুয়ারের সাংসদ এমনকি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও হন। কিন্তু হলে কী হবে দশরথের মতোই তাঁরও দলে গুরুত্ব দেখা যায়নি, এলাকায় জনপ্রতিনিধি হিসেবেও তিনি সফল হননি। গত ভোটে বিজেপি তাঁকে প্রার্থী না করে মাদারিহাটের তৎকালীন বিধায়ক মনোজ টিগ্গাকে আলিপুরদুয়ারের সাংসদ বানিয়ে জনকে প্রায় মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছিল। এবার কিছুদিন আগে তাঁর তৃণমূল দলে প্রবেশ ঘটে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। তৃণমূল এখনও তাঁকে দলের কোনও পদ দেয়নি, বরং ঝুলিয়ে রেখেছে। একজন প্রাক্তন সাংসদ ও মন্ত্রীর এই দশাকে না ঘরকা না ঘাটকা না বলে আর কী-ই বা বলা যায়! বাজারের খবর, সাম্প্রতিক দুর্যোগকালে ডুয়ার্সে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সফরকালে তিনি তাঁর নতুন নেত্রীর সঙ্গে দেখাও করেছেন। কিন্তু নেত্রী এখনও তাঁর জন্য কোনও উপহার পাঠাননি।

ডুয়ার্সের দলবদলু আদিবাসী জননেতাদের কথা উঠলে তৃতীয় যে মানুষটির কথা বাজারে ভেসে আসে তাঁর নাম শুক্রা মুন্ডা। গাঠিয়া চা বাগানের একদা পিএফ ক্লার্ক, নাগরাকাটার একদা বিধায়ক, শুক্রাবাবুও এখন এই না ঘরকা না ঘাটকা হয়ে আছেন। তিনিও প্রথমে জন বারলার সঙ্গে আদিবাসী বিকাশ পরিষদের অন্যতম নেতা ছিলেন। রাজনীতির বাজারে বড় ডিল করতে গিয়ে তিনিও তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়ে এমএলএ হয়েছিলেন। কিন্তু রাজনীতির বাজারে ঠিকঠাক খেলতে না পেরে জন বারলার পথ ধরে অতঃপর সেই বিজেপিতেই যোগ দেন। কিন্তু বিজেপিও তাঁকে নাগরাকাটার ক্যাপ্টেন করেনি। ফলে শুক্রা মুন্ডারও রাজনৈতিক জীবনেও তেমন সাফল্য আসেনি, বরং দলবদলুর খেলা খেলতে গিয়ে তিনিও এখন ওই না ঘরকা না ঘাটকাই হয়ে আছেন।

> তরাই-ডুয়ার্সে স্বাধীনতার পর থেকে আদিবাসী নেতা তো কম ছিলেন না! তাঁরা তো দল পালটাননি! একই নীতি নিয়ে রাজনীতি করেছেন। এই মাটি থেকেই রাজনীতি করেছেন, জঙ্গল সাঁওতাল। বাগডোগরার কাছে কমলপুর চা বাগান থেকে উঠে এসে ভারতের কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষের কিংবদন্তি নেতা হয়েছেন। নকশালবাড়ির কংগ্রেস নেতা ঈশ্বর তিরকির কথাও বলা যায়। চালসার লালশুক্রা ওরাওঁ ইতিহাসের আরেক কিংবদন্তি আদিবাসী নেতা। ডুয়ার্সে তিনিই একমাত্র আদিবাসী ব্যক্তিত্ব, যাঁর মূর্তি আছে। সোনালি চা বাগানের সাইমন ওরাওঁ চা সমবায় আন্দোলনের মূর্ত প্রতীক হয়ে আদিবাসীদের মনে তাঁর স্থান করে নিয়েছেন।

শিলিগুড়ি-তরাইয়ের ভোট-রাজনীতি মেচি সীমান্তের খড়িবাড়ি থেকে ফাঁসিদেওয়া, নকশালবাড়ি ও মাটিগাড়াকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। এই বাজারেও আদিবাসী নেতা-নেত্রীদের কেউ কেউ দলবদলুর খেলা খেলেছেন, খেলছেনও। ছোটখাটোদের কথা না বলে অন্তত দুজন হেভিওয়েটের কথা বলি। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ এলাকার এককালের সিপিএমের কৃষক ফ্রন্টের নেতা, প্রাক্তন বিধায়ক, ছোটন কিসকু দীর্ঘদিনের কাস্তে-হাতুড়ি-তারা মার্কা লালঝান্ডা ছেড়ে কেন যে তৃণমূলে পালটি খেয়েছিলেন, তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা শিলিগুড়ি মহকুমার গ্রামাঞ্চলে নেই। ছোটনবাবু একসময় শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সহকারী সভাধিপতিও ছিলেন। ছোটনবাবুও কি ভালো আছেন? তৃণমূল দলও কি তাঁকে নিয়ে রাজনৈতিক কর্মসূচি করে? নাকি, ফাঁসিদেওয়া বিধানসভা কেন্দ্রের টিকিট না পাওয়ায় তিনি হতাশ?

মাটিগাড়া ব্লকের আদিবাসী নেত্রী, জ্যোতি তিরকি চেহারায়, চরিত্রে, ব্যবহারে একজন দাপুটে সিপিএম নেত্রী ছিলেন। সিপিএমের জমানায় তিনি মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ছিলেন। ভোটবাজারের প্রবণতা দেখে, রাজনীতির সংসারের চাহিদায় তিনিও দল বদলে তৃণমূল কংগ্রেসে ভর্তি হয়েছিলেন। তৃণমূল তাঁকে আরও বড় পদ, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতিও করেছিল। কিন্তু তারপর জ্যোতিদেবীকেও কিন্তু তৃণমূলেরও কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচিতে খুব একটা দেখা যায় না। তিনিও কি রাজনৈতিকভাবে ভালো আছেন? এলাকার রাজনৈতিক সাংবাদিকদের মতে তিনিও ওই না ঘরকা না ঘাটকাই হয়ে আছেন।

বর্তমানের রাজ্যের মন্ত্রী, মালবাজারের বুলু চিকবড়াইকের অবস্থা খুব যে ভালো নয়, সেটাও কিন্তু রাঙ্গামাটি বাগান, মাল বা নেওড়া নদীর পাড়ে কান পাতলেই শোনা যায়। তাঁরও অনেক গল্প আছে। তাঁকে ঘিরে অন্যতম প্রশ্ন হল, দল ক্ষমতায় না থাকলে মালবাজারে তাঁর জনপ্রিয়তা কতটা? তিনিও তো দলবদলু আদিবাসী নেতা। বুলুবাবুও সিপিএম থেকে তৃণমূল কংগ্রেসে এসেছিলেন।

কিন্তু এই তরাই-ডুয়ার্সে স্বাধীনতার পর থেকে আদিবাসী সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে আদিবাসী নেতা তো কম ছিলেন না! তাঁরা তো দল পালটাননি! একই নীতি নিয়ে রাজনীতি করেছেন। এই মাটি থেকেই রাজনীতি করেছেন, জঙ্গল সাঁওতাল। বাগডোগরার কাছে কমলপুর চা বাগান থেকে উঠে এসে ভারতের কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষের কিংবদন্তি নেতা হয়েছেন। নকশালবাড়ির কংগ্রেস নেতা ঈশ্বর তিরকির কথাও বলা যায়। চালসার লালশুক্রা ওরাওঁ তো ইতিহাসের আরেক কিংবদন্তি আদিবাসী নেতা। ডুয়ার্সে তিনিই একমাত্র আদিবাসী ব্যক্তিত্ব, যাঁর মূর্তি আছে। সোনালি চা বাগানের সাইমন ওরাওঁ এদেশের চা সমবায় আন্দোলনের মূর্ত প্রতীক হয়ে তরাই-ডুয়ার্সের আদিবাসীদের মনের মণিকোঠায় তাঁর স্থান করে নিয়েছেন। মানুষ শ্রদ্ধার সঙ্গে এঁদের স্মরণ করেন। সারাজীবন রাজনৈতিক লক্ষ্যে অটুট থেকে প্রায় জীবন কাটিয়ে দিলেন, হাতিঘিসার নকশালবাদী জননেত্রী শান্তি মুন্ডা। ডুয়ার্সের আরএসপি নেতা, মনোহর তিরকি, কুমারী কুজুর, জন আর্থার বাক্সলা, কংগ্রেস নেতা ক্ষুদিরাম পাহান, তুরিকুল মুন্ডা, ড্যানিশ লাকড়া, সিপিএমের বীরসেন কুজুর, জগন্নাথ ওরাওঁ, লাল-সোমরা-ঝামেলা ওরাওঁ, সুখমোইৎ ওরাওঁ-এর মতো অনেক আদিবাসী নেতা-নেত্রীও তরাই-ডুয়ার্সে রাজনীতি করেছেন। বীরপাড়া-এথেলবাড়ি এলাকার ইটভাটা আন্দোলনের নেতা ফেবিয়ানুস তিরকির কথাও আমাদের স্মরণে রাখা উচিত। আজকের দলবদলুরা কি সেইসব আদিবাসী রাজনীতি ও জননেতাদের প্রকৃত উত্তরাধিকার, প্রকৃত লেগ্যাসি বহন করছেন? জেন জেড প্রজন্ম জবাব চাইতে পারে!

(লেখক সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের গবেষক ও সাহিত্যকর্মী।)

আজ

১৯২১

অভিনেতা কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম আজকের দিনে।

১৯৬২

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন পরিচালক রাজকুমার হিরানি।

আলোচিত

পিচ খারাপ-ভালো হয়েই থাকে। আমি পিচকে দোষ দিতে রাজি নই। ম্যাচের পর পিচ নিয়ে মন্তব্য করা কঠিন। আসল কথা, ভারত যেভাবে খেলবে ভেবেছিল, সেটা পারেনি। আরেকটু ভালো খেলতে পারত। শট নির্বাচন আরও ভালো হতে পারত। এরকম পিচে তাড়াহুড়ো না করে সময় নিয়ে খেলা উচিত ছিল।

-ঝুলন গোস্বামী

ভাইরাল/১

কুয়েতে প্রচণ্ড গরমে একটি তৃষ্ণার্ত বিড়ালছানা অসুস্থ হয়ে পড়ে। খাবার ডেলিভারির সময় একজন দেখতে পেয়ে বাইক থামিয়ে বাচ্চাটিকে কোলে নেন। বোতল থেকে জল নিয়ে হাতে করে খাওয়ান। প্রাণ ফিরে পায় ছানাটি।

ভাইরাল/২

অটোর ভিতরে ঠেসেঠুসে ছোট্ট ছোট্ট স্কুল পড়ুয়া। বাইরে ঝুলছে স্কুল ব্যাগ, জলের বোতল। তেলেঙ্গানার একটি রাস্তায় ওই অটোরিকশাকে আটকায় ট্রাফিক পুলিশ। একে একে ২৩ জন পড়ুয়া বেরোয় ভিতর থেকে। দেখে চক্ষু চড়কগাছ পুলিশের। অটোটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

জনমন
জনমত

গুয়াহাটির ম্যাচে আশায় আছি

'করলে অতি উচ্চ আশা, ঘটতে পারে দুর্দশা'- হ্যাঁ, ঠিক এমন ভয়ানক দুর্দশাই ঘটে গেল সদ্য সমাপ্ত কলকাতা টেস্ট ম্যাচে। যে টেস্টে শুভমান গিলের নেতৃত্বে ভারতীয় দল শুরু থেকে চালকের আসনে থাকলেও দ্বিতীয় ইনিংসে চূড়ান্ত ব্যাটিং ব্যর্থতা দেখিয়ে ৩০ রানে ম্যাচটা হেরে গেল। তবে স্যালুট ও অভিনন্দন জানাই দক্ষিণ আফ্রিকা দলের অপরাজিত অধিনায়ক ছোটখাটো চেহারার টেম্বা বাভুমাকে।

ভারতীয় পেসার জসপ্রীত বুমরাহ এই বাভুমাকেই টেস্টের প্রথম ইনিংসে বামন বা বেঁটে বলে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছিলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট হাতে ধৈর্যশীল অপরাজিত ৫৫ রান করে বাভুমা সেই তুচ্ছতাচ্ছিল্যের মুখের ওপর জবাব দিলেন। দুর্ভাগ্যবশত দীর্ঘ ৬ বছর পরে ইডেন গার্ডেন্সে ভারতীয় দলের একটা দুর্দান্ত টেস্ট জয় উপভোগ করা থেকে কলকাতার হাজার-হাজার ক্রীড়াপ্রেমী দর্শকরা বঞ্চিত থেকে গেলেন।

সিরিজের দ্বিতীয় তথা নির্ণায়ক টেস্ট ম্যাচ হবে গুয়াহাটিতে। আশা রাখছি, ভারতীয় দল গুয়াহাটি টেস্ট ম্যাচটা জিতে চলতি ফ্রিডম ট্রফি টেস্ট সিরিজটা ১-১ ফলাফলে শেষ করতে পারবে। আর টেস্ট সিরিজটা হেরে গেলে তো ভারত বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের দৌড়েও পিছিয়ে পড়বে এবং যথেষ্ট চাপে পড়ে যাবে।

সঞ্জীবকুমার সাহা, উত্তরপাড়া, মাথাভাঙ্গা।

শিবমন্দির বাজারে অধরা উড়ালপুল

শিবমন্দির বাজার সংলগ্ন ২১৮ নম্বর রেলগেট, যেখান দিয়ে সারা দিনরাত্রি মিলিয়ে আনুমানিক ২০টি ট্রেন চলাচল করে। এরফলে এই রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করা হাজার হাজার মানুষের চরম ভোগান্তি হয়।

বারবার অনুরোধ করে না হয়েছে উড়ালপুল, না হয়েছে আন্ডারপাস। স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ ও জনপ্রতিনিধিদের সেই অর্থে বিষয়টি নিয়ে কোনওরকম চিন্তাভাবনা আছে বলে মনে হয় না। প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর ট্রেন চলে। ফলে প্রতিবার দশ মিনিট সবরকমের চলাফেরা স্তব্ধ হয়ে পড়ে। রেল এই বিষয়ে ভীষণ উদাসীন। বিষয়টি সাংসদের নজরে আনার পরও কোনও ব্যবস্থা হয়নি আজ পর্যন্ত। এছাড়া প্রায় ৫০ হাজার লোকের বসবাস হলেও শিবমন্দির এলাকার মানুষের জন্য নেই ন্যূনতম পরিষেবা। নিকাশি ব্যবস্থাও শোচনীয়। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সজলকুমার গুহ, শিবমন্দির।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

সবুজের মাঝে বিষকাঁটা লুকিয়ে

মালদা শহর দিনে দিনে সবুজ হচ্ছে। তবে সুস্থ পরিবেশের স্বার্থে আমাদের আরও সচেতনতা প্রয়োজন।

অরবিন্দ ঘোষ

একথা সত্যি, দৈনন্দিন জীবনে প্লাস্টিক আজকের বিশ্বকে বদলে দিয়েছে। বাড়ি থেকে অফিস, প্লাস্টিকের ব্যবহার কোথায় নেই? দরিদ্র থেকে ধনী, ড্রাইভার থেকে ডাক্তার— কেই বা প্লাস্টিক ব্যবহার করেন না? স্কুলের মাঠ থেকে খেলার মাঠ, পুকুরপাড় হতে নদীমোহনা ও সমুদ্রতল— কোথায় নেই প্লাস্টিক বর্জ্য? এক কথায়, 'জমছে প্লাস্টিক, বাড়ছে বিপন্নতা' সত্যিই এক জৈব-যন্ত্রণা।

বর্তমানে পুর পরিবেশের মূল সমস্যা মূলত যানজট ও বর্জ্য স্তূপ। অপেক্ষাকৃত কম হলেও এ সমস্যা মালদা পুর অঞ্চলেও বিদ্যমান। খুব সম্প্রতি শহরে চালু হয়েছে পুর-জঞ্জাল পরিষ্কারের বিশেষ পরিষেবা। সাইরেন বাজানো গাড়িগুলো সকাল থেকেই ঘুরে বেড়াচ্ছে পাড়ায় পাড়ায়। শুরু হয়েছে জঞ্জাল কর সংগ্রহ, সেইসঙ্গে কর্মীরাও বাড়ি বাড়ি জঞ্জাল সংগ্রহ করছেন। পুর চেয়ারম্যানের পাশাপাশি কাউন্সিলারদের পরিষেবা প্রশংসনীয়। অস্বীকার করা যায় না, মালদা শহর দিনে দিনে সবুজ হচ্ছে। পুরপথ, মহানন্দা ঘাট ও খেলার মাঠগুলো আবর্জনামুক্ত। যানজট হয় না বললেই চলে, মানুষ ফুটপাথ ব্যবহার করছেন... কিন্তু পুরবাসীর অসচেতনতা ও অবজ্ঞার কাঁটা বিঁধছে শহরের বুকে। ১৩.২৫ বর্গকিমি পুর অঞ্চলের ২৯টি ওয়ার্ডে প্রায় ৪৬,০০০ বসতি, বসবাস করছেন প্রায় ২ লক্ষ মানুষ। এত মানুষের প্রতিদিনের বর্জ্য নেহাত কম নয়। তবে মূল সমস্যা হল 'প্লাস্টিক বর্জ্য', যা রুগ্ন করছে পুর জনজীবনকে।

পাশাপাশি।। সুপরিবেশের পাশাপাশি অপরিচ্ছন্নতা। মালদা শহরে।

জেলা বিজ্ঞান মঞ্চ ও ভূগোল মঞ্চ বিদ্যালয় স্তরে কিছু শিক্ষা শিবির করলেও বৃহত্তর জনসচেতনতামূলক শিবির দরকার। পোস্টার, গম্ভীরা গান ও পথনাটিকার মাধ্যমে এই সচেতনতা সৃষ্টি করা যেতে পারে। শহরে রয়েছে ৭টি পুরবাজার, ১টি মেডিকেল কলেজ, ৪টি মাঝারি হাসপাতাল, ৪টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ১৯টি নার্সিংহোম। এখান থেকে প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে পলিব্যাগ, পলিথিনের পাত্র ও পলিপ্যাকেট পরিত্যক্ত হচ্ছে।

উল্লেখ্য, শহরে প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (PWM) চালু রয়েছে। হাসপাতাল ও নার্সিংহোম থেকে প্রতিনিয়ত সংগৃহীত হয় বায়োডিগ্রেডেবল প্লাস্টিক। যার কিছুটা বিনাশ এবং কিছুটা পুনঃচক্রায়নের মাধ্যমে দূষণমুক্ততার প্রয়াস চলছে। শহরে প্রায় ৮০টি প্রাইমারি, ৩০টি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুল, ১টি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৩টি কলেজ রয়েছে। বিশেষত, স্কুল ক্যাম্পাসগুলিতে ছড়িয়ে থাকে প্যাকেট, পলিব্যাগ ও প্লাস্টিকের বোতল। এগুলি ঠিকমতো ব্যবস্থাপনা করা সব সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। এই বিষয়ে সহযোগিতা ও বাধ্যতামূলক করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে পুর আধিকারিক তথা জেলা শিক্ষা দপ্তরকে। শহরে যানজট রোধ এবং সুষ্ঠু যানচালনার পরিপ্রেক্ষিতে জরিমানা চালু করায় যেমন সজাগ হয়েছেন আরোহীরা, ঠিক একই পদ্ধতি যদি প্লাস্টিক ব্যাগ ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের ওপর আরোপ করা হয়, তাহলে আরও জনসচেতনতা গড়ে উঠবে।

প্লাস্টিকের সম্পূর্ণ বিয়োজন সময়সাপেক্ষ, আবার বেশিরভাগ প্লাস্টিকের পুনঃব্যবহার অসম্ভব। প্রযুক্তির কল্যাণে বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টা হয়তো একদিন সার্থক হবে। যত্রতত্র পড়ে থাকবে না প্লাস্টিকের টুকরো, বাড়বে না বিষবর্জ্য, বিপন্ন হবে না জীববৈচিত্র্য। এটা শুধু আমাদের আশা নয় তো? এমনও তো হতে পারে যে, অপাচ্য প্লাস্টিক কোনওদিনই বিনাশ হল না! পরিবর্তে আমরাই হয়তো বিলীন হয়ে গেলাম! হারিয়ে গেল সুস্থ পরিবেশ আর বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্যতা। যদি তাই হয়, তাহলে আমরা আর এক নতুন পরিবেশের জন্য অপেক্ষা করব। তখন নতুন স্লোগান হবে— 'প্লাস্টিক নয়, পরিবেশ চাই'।

(লেখক শিক্ষক ও মালদার বাসিন্দা)

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৯৭

পাশাপাশি : ১। বরফ, তুষার, হিম ৩। যে ধান এখনও পাকেনি ৪। সিদ্ধিগাছের জটা ৫। জ্ঞানগম্যি, বিচারবিবেচনা ৭। গাছের সরু ডাল ১০। পরাভূত, বশীভূত ১২। সূর্যাস্তের আগে ১৪। ভিড়, পাল, দল ১৫। সর্বদা, নিত্য, প্রতিদিন ১৬। দৈহিক, শ্রমসাধ্য।

উপর-নীচ : ১। জাদু তন্ত্রমন্ত্র ২। জমিদারের খাজনা আদায়কারী কর্মচারী ৩। ডাকাতের মতো সাহস যার, ভয়ডরহীন ৬। আলজিভ ৮। কতকগুলো পরগনার সমষ্টি, খোসা, খণ্ড ৯। পুরাণে উল্লিখিত যমুনা নদীর গর্ভে কালিয় নাগের আবাস ১১। পাণ্ডিত্য বা অলৌকিক শক্তির ভান করেন যিনি, ধাপ্পাবাজ, ভণ্ড, শঠ ১৩। কুবেরের রাজধানী, কুবেরের পুরী।

সমাধান ■ ৪২৯৬

পাশাপাশি : ২। ধামাধরা ৫। তামাম ৬। মানিকজোড় ৮। ডাকু ৯। রক ১১। আদরযত্ন ১৩। মধুর ১৪। জনশ্রুতি।

উপর-নীচ : ১। কৃতাঞ্জলি ২। ধাম ৩। ধমনি ৪। আদাড় ৬। মাকু ৭। কথক ৮। ডাগর ৯। রত্ন ১০। কলরব ১১। আখের ১২। যদ্দিন ১৩। মতি।

বিন্দুবিসর্গ

রাহুলকে পত্রবোমা বিশিষ্ট নাগরিকদের

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর : বিহার বিধানসভা ভোটে পরাজিত হয়েই ভোট চুরির অভিযোগে আরও সুর চড়িয়েছে কংগ্রেস। কিন্তু সেই অভিযোগে আমল দিতে নারাজ নির্বাচন কমিশন। উলটে এই ইস্যুতে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির তীব্র বিরোধিতা করে প্রাক্তন আমলা, বিচারপতি সহ দেশের ২৭২ জন বিশিষ্ট নাগরিক একটি খোলা চিঠি লিখেছেন। সেই পত্রবোমায় সাফ বলা হয়েছে, রাহুল গান্ধি ও কংগ্রেস নির্বাচন কমিশন ও অন্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর থেকে জনসাধারণের আস্থা টলানোর চেষ্টা করছে।

জাতীয় সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষগুলির বিরুদ্ধে আঘাত শীর্ষক ওই চিঠিতে বলা হয়েছে, হারের হতাশা থেকে বারবার নির্বাচন কমিশনকে আক্রমণ করে দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছেন রাহুল গান্ধি। কখনও ইভিএমকে দোষারোপ, কখনও নির্বাচন কমিশনারদের তুলোধোনা করা, আবার কখনও ভোটপ্রক্রিয়া নিয়েই প্রশ্ন তোলা হয়। ২৭২ জনের সই থাকা ওই চিঠিতে ১৬ জন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, ১২৩ জন প্রাক্তন আমলা এবং ১৩৩ জন অবসরপ্রাপ্ত সেনা আধিকারিক রয়েছেন। তাঁরা সাফ বলেছেন, 'যেভাবে ভারতের গণতন্ত্রের ওপর আক্রমণ নেমে আসছে তাতে আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। এই আক্রমণ শক্তি প্রয়োগ করে নয়, হচ্ছে ধারাবাহিকভাবে একটি স্বশাসিত সাংবিধানিক সংস্থার ওপর বিষোদগার করে। কিছু রাজনৈতিক নেতা নীতিগত কোনও বিকল্প তুলে ধরতে না পেরে উসকানিমূলক ও ভিত্তিহীন কথাবার্তা বলে চলেছেন।' বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, রাহুল গান্ধি লাগাতার ভোট চুরির অভিযোগ তুললেও কেন তিনি এখনও পর্যন্ত মামলা দায়ের করছেন না বা নিজের দাবির সমর্থনে হলফনামা জমা দিচ্ছেন না, সেইকথাও বলেছেন ওই নাগরিকরা।

নয়াদিল্লির ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে প্রধান বিচারপতিদের ২৬ তম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা।

নেপথ্যে পাকিস্তান!

ইসলামাবাদ, ১৯ নভেম্বর : লালকেল্লার সামনে আত্মঘাতী গাড়ি বিস্ফোরণের নেপথ্যে রয়েছে পাকিস্তান। এমনটাই দাবি করেছেন পাক অধিকৃত কাশ্মীরের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চৌধরী আনওয়ারুল হক।

ভাইরাল হওয়া এক ভিডিওতে হক বলেছেন, 'আমি আগেই বলেছিলাম তোমরা যদি বালোচিস্তানে রক্তপাত করতে থাকো, তাহলে আমরা লালকেল্লা থেকে কাশ্মীরের জঙ্গল পর্যন্ত ভারতকে আঘাত করব। আল্লাহর রহমতে আমরা তা করেছি। তারা এখনও মৃতদেহ গণনা শেষ করতে পারছে না।' পাক অধিকৃত কাশ্মীরের এহেন শীর্ষ নেতার মন্তব্যকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল। ১০ নভেম্বর গাড়ি বিস্ফোরণে ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে।

খেলাধুলো বন্ধের নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর : দিল্লির ভয়াবহ বায়ুদূষণ পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে চরম ক্ষোভ প্রকাশ করে স্কুলগুলিতে খোলা মাঠে খেলাধুলো আপাতত বন্ধ রাখার নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। আদালত বলেছে, নভেম্বরের শেষ ও ডিসেম্বরের শুরুতে যখন দূষণ চরমে পৌঁছোয়, তখন এই ধরনের কার্যকলাপের অনুমতি দেওয়া মানে 'ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের গ্যাস চেম্বারে ভরে দেওয়ার সমান'।

প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই এবং বিচারপতি কে বিনোদচন্দ্রনের ডিভিশন বেঞ্চ বায়ুর গুণমান ব্যবস্থাপনা কমিশন (সিএকিউএম)-কে অবিলম্বে নির্দেশিকা জারি করার নির্দেশ দিয়েছে। এই নির্দেশিকার মূল লক্ষ্য হল স্কুলের ক্রীড়া কার্যক্রমগুলিকে দূষণমুক্ত মাসগুলিতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া।

আদালত-বান্ধব আইনজীবী (অ্যামিকাস কিউরি) অপর্ণা সিং আদালতকে জানান, দিল্লি সরকার এই সর্বোচ্চ দূষণের সময়েই অনূর্ধ্ব-১৪ এবং অনূর্ধ্ব-১৬ ছাত্রছাত্রীদের জন্য আন্তরআঞ্চলিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সূচি তৈরি করেছে। তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, শিশুরা সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ এবং এই সময়ে বাইরে খেলাধুলো চললে তাদের মারাত্মক স্বাস্থ্য সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। অপর্ণা বলেন, 'সরকার এসেছে-গিয়েছে, কিন্তু মাটির স্তরে কিছুই বদলায়নি।' তিনি উল্লেখ করেন, দীর্ঘমেয়াদি নীতিগুলি শুধুমাত্র 'কাগজেই ভালো' দেখাচ্ছে, কারণ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডগুলিতে কর্মী নেই এবং নজরদারি ব্যবস্থা অচল।

দোভালের সঙ্গে বৈঠক ঢাকার এনএসএ-র

হাসিনাকে নিয়ে টানাপোড়েন জারি

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ১৯ নভেম্বর : ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভারত থেকে ফিরিয়ে আনতে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার ইন্টারপোলের দরজায় কড়া নাড়ছে। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত মুজিব-কন্যাকে বাংলাদেশের হাতে তুলে দেওয়ার দাবিতে ইতিমধ্যে নয়াদিল্লিকে চিঠি দিয়েছে ঢাকা। এই নিয়ে টানাপোড়েনের মধ্যেই বুধবার জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের সঙ্গে বৈঠকে বসল বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমানের নেতৃত্বাধীন এক প্রতিনিধিদল। কলম্বো সিকিউরিটি কনক্লেভের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টাদের সম্মেলনে যোগ দিতে ভারতে এসেছেন খলিলুর রহমান। বৈঠকে কনক্লেভের বিষয়ের পাশাপাশি দ্বিপাক্ষিক বিষয় নিয়েও আলোচনা হয় দুজনের মধ্যে। সূত্রের দাবি আলোচনায় উঠে আসার সম্ভাবনা শেখ হাসিনার বিষয়টিও। অজিত দোভালকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণও জানিয়েছে খলিলুর। গত বছর হাসিনার পতনের পর থেকে এটিই ভারত-বাংলাদেশ এনএসএ-র মধ্যে প্রথম বৈঠক।

খলিলুরের ১৯ নভেম্বর ভারতের উদ্দেশে রওনা দেওয়ার কথা থাকলেও পরিকল্পনা বদলে ১৮ নভেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় দিল্লিতেও এসে পৌঁছোন। ২০ নভেম্বর হায়দরাবাদ হাউসে অনুষ্ঠিত হবে কলম্বো সিকিউরিটি কনক্লেভ (সিএসসি)-র সপ্তম এনএসএ-স্তরের বৈঠক। বুধবার সকাল থেকে মধ্যাহ্নভোজ পর্যন্ত আলোচনার পরই খলিলুর রহমানের সেইদিনই ঢাকায় ফিরে যাওয়ার কথা। দায়িত্ব গ্রহণের পর এটি খলিলুর রহমানের প্রথম ভারত সফর। রোহিঙ্গা ইস্যুতে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও হিউম্যান করিডর প্রস্তাবনার অন্যতম রূপকার হিসেবে তিনি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে পরিচিত।

ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভারত থেকে ফিরিয়ে আনতে এবার ইন্টারপোলের দ্বারস্থ হলেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। বাংলাদেশের একাধিক সংবাদমাধ্যমে এমনটাই দাবি করা হয়েছে। ভারত যেহেতু নয়াদিল্লি-ঢাকা প্রত্যর্পণ চুক্তির ফাঁক দেখিয়ে হাসিনাকে ফিরিয়ে দিতে খুব একটা আগ্রহ দেখাচ্ছে না, তাই পালটা চাপের রাস্তায় হাঁটতে চাইছে ইউনূস সরকার। মঙ্গলবার প্রসিকিউটর গাজি এমএইচ তামিম বলেছিলেন, 'হাসিনা ও আসাদুজ্জামান দুজনেই পলাতক। দুজনের বিরুদ্ধে রেড নোটিশ জারির ব্যাপারে আবেদন জানানোর পাশাপাশি গ্রেপ্তারি পরোয়ানাটিও পাঠানো হয়েছে ইন্টারপোলের কাছে। এবার বিদেশমন্ত্রকের মাধ্যমে ট্রাইবিউনালের সাজার নির্দেশের ভিত্তিতে নতুন করে একটি রেড নোটিশ জারির জন্য ইন্টারপোলের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।' সোমবার ট্রাইবিউনাল হাসিনা সহ দুজনকে ফাঁসির সাজা শোনায়।

অজিত দোভাল ও খলিলুর রহমান। -ফাইলচিত্র।

এদিকে মায়ের ফাঁসির সাজার বিরোধিতা করে হাসিনা-পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয় তীব্র আক্রমণ করেছেন ইউনূস সরকারকে। তাঁর কথায়, এটা কোনও ন্যায়বিচার নয়। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা। বাংলাদেশ কীভাবে পাকিস্তানের হাতের পুতুলে পরিণত হচ্ছে তার ব্যাখ্যা শুনিয়ে সজীব বলেন, 'একটি অনির্বাচিত সরকার বাংলাদেশে দেড় বছর ধরে ক্ষমতা ভোগ করছে। লস্কর-ই-তৈবা প্রকাশ্যে বাংলাদেশ থেকে কাজকর্ম পরিচালিত করছে। আইএসআইয়ের হাত রয়েছে। বাংলাদেশে পটপরিবর্তনের জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসন বিপুল অর্থ খরচ করেছিল।' মোদি সরকার তাঁর মায়ের প্রাণ বাঁচানোয় ভারতের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন হাসিনা-পুত্র। অপরদিকে আসাদুজ্জামান খান কামাল ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে বলেছেন, 'বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর পাকিস্তান বলেছিল তারা একাত্তরের প্রতিশোধ নিয়েছে। এখন বাংলাদেশের সমস্ত সিদ্ধান্ত পাকিস্তান সেনার আধিকারিকরা নিচ্ছেন। পাক গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই নিয়েছে। আমরা যে সমস্ত জঙ্গিকে আটক করেছিলাম তাদের জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।' এদিকে গত বছরের মতো এবারও মুক্তিযুদ্ধের কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠান বাতিল করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।

আল ফালাহর বিরুদ্ধে অভিযান ইডির ■ রাতারাতি নিখোঁজ একদল পড়ুয়া

পড়ুয়াদের ফি-র টাকাই কি নাশকতায়

ফরিদাবাদ, ১৯ নভেম্বর : হরিয়ানার আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে ৪১৫ কোটি টাকার আর্থিক প্রতারণার এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা প্রকাশ্যে আনল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। ভুয়ো স্বীকৃতি ও মিথ্যা তথ্য দেখিয়ে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ আদায়ের অভিযোগ উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান জাওয়াদ আহমেদ সিদ্দিকিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ১৩ দিনের ইডি হেপাজতে পাঠানো হয়েছে তাঁকে।

এদিকে দিল্লির ১০/১১ বিস্ফোরণ কাণ্ডে আল ফালাহর যোগ স্পষ্ট হওয়ার পর তারা ইতিমধ্যে চলে এসেছে ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ)-র তদন্তের আওতায়। এই পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তত ১০ থেকে ১৫ জন শিক্ষক ও কর্মী ক্যাম্পাস ছেড়ে চম্পট দিয়েছেন বলে বুধবারের খবর। হরিয়ানার ডিজিপি ওপি সিং আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেন এবং নিখোঁজ ফ্যাকাল্টি সদস্যদের দ্রুত খুঁজে বের করার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেন। তিনি জানতে চান, কীভাবে একজন কট্টরপন্থী চিকিৎসক দল ক্যাম্পাসের অভ্যন্তর থেকে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল এবং এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা ত্রুটি কতটা ছিল, তা খতিয়ে দেখতেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ইডি-র তদন্তে উঠে এসেছে, আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয় এবং এর নিয়ন্ত্রক ট্রাস্ট চেয়ারম্যান সিদ্দিকির নির্দেশে ছাত্র ও অভিভাবকদের মিথ্যা তথ্য দিয়ে প্রতারণা করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল (ন্যাক)-এর ভুয়ো স্বীকৃতির দাবি করত এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)-এর ১২(বি) ধারা মোতাবেক মিথ্যা অনুমোদন দেখাত। যদিও ন্যাক স্পষ্ট জানিয়েছে, তারা কখনও আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বীকৃতি দেয়নি। এই ভুয়ো দাবির ভিত্তিতে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ ৪১৫ কোটি টাকারও বেশি 'অপরাধলব্ধ অর্থ' (প্রোসিডস অফ ক্রাইম) সংগ্রহ করেছে।

ইডি আরও জানতে পেরেছে, প্রতারণার মাধ্যমে সংগৃহীত এই অর্থ চেয়ারম্যান সিদ্দিকি তাঁর ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সংস্থায় স্থানান্তরিত করেছেন। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাংক অ্যাকাউন্টের পাশাপাশি পারিবারিক মালিকানাধীন ৯টি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেও কোটি কোটি টাকা পাচার করেছেন। জানা গিয়েছে, অর্থ তছরুপ প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ) লঙ্ঘন করে আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং আয়কর রিটার্ন একটি মাত্র প্যানের অধীনে চালিত হয়েছে, যার রাশ ছিল একটি ট্রাস্টের হাতে। অর্থ পাচার সংক্রান্ত বহু গুরুত্বপূর্ণ নথি ও ডিজিটাল ডিভাইস বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি।

আল ফালাহর আর্থিক দুর্নীতির তদন্ত শুরু হয় ১০ নভেম্বর দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ডের পর। বিস্ফোরণে জড়িত থাকার অভিযোগে ধৃত তিন চিকিৎসক আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়েই কর্মরত ছিলেন। এই যোগসূত্রের কারণে ইডি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক লেনদেন এবং এর প্রতিষ্ঠাতার সঙ্গে জঙ্গি কার্যকলাপের তহবিল জোগানের কোনও যোগ রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখছে। এই কেলেঙ্কারি হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ নষ্ট করার পাশাপাশি জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও বড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।

হামলা চালাতে চাঁদা তুলছে জইশ

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর : দিল্লির লালকেল্লায় ভয়াবহ গাড়ি-বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই নতুন এক চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এল। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, এই হামলার সঙ্গে যুক্ত পাকিস্তানি জঙ্গিগোষ্ঠী জইশ-ই-মহম্মদ ভারতে আরও একটি 'ফিদায়েঁ' বা আত্মঘাতী হামলা চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই হামলার জন্য তারা ডিজিটাল মাধ্যমে জোরকদমে অর্থ সংগ্রহ করছে। ইতিমধ্যে লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণের ঘটনাতেও জইশের যোগ থাকার ইঙ্গিত মিলেছে।

গোয়েন্দা সূত্র অনুযায়ী, জইশ নেতারা 'সাদাপে'-র মতো পাকিস্তানি অ্যাপ ব্যবহার করে ডিজিটাল পদ্ধতিতে অর্থ সংগ্রহের জন্য তাদের অনুগামীদের উদ্দেশে আহ্বান জানাচ্ছে। হামলার পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য এই অর্থ সংগ্রহ করা হচ্ছে বলেই সন্দেহ গোয়েন্দাদের।

জইশ নেতারা তাদের 'মুজাহিদ' বা 'লড়াকু যোদ্ধা'দের জন্য শীতকালীন সরঞ্জাম সরবরাহ করার নামে এই 'অনুদান' চাইছে। প্রতি 'মুজাহিদ'-এর জন্য একটি শীতকালীন কিটের খরচ বাবদ ২০,০০০ পাকিস্তানি টাকা বা প্রায় ৬,৪০০ ভারতীয় টাকা চাওয়া হচ্ছে। এই অর্থ জুতো, উলের মোজা, গদি, তাঁবু ইত্যাদি জিনিসপত্র কিনতে ব্যবহার করা হবে, যা জঙ্গিদের 'লড়াইয়ের ময়দানে' থাকার সময় প্রয়োজন। এই অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্য হল লালকেল্লায় হামলা চালানো ১০ সদস্যের 'টেরর ডক্টর' গোষ্ঠীর মতো সক্রিয় জঙ্গি মডিউলগুলিতে দ্রুত অর্থ স্থানান্তর সহজ করা।

গোয়েন্দা সূত্র থেকে আরও জানা গিয়েছে, জইশ সম্ভবত মহিলা-নেতৃত্বাধীন হামলার ছকও কষতে পারে। জইশের শীর্ষনেতা মাসুদ আজহারের বোন সাদিয়ার নেতৃত্বে একটি 'মহিলা শাখা' ইতিমধ্যে তৈরি হয়েছে, যার নাম 'জমাত উল-মুমিনাত'।

লালকেল্লা বিস্ফোরণের নেপথ্যে অর্থ সাহায্যদাতা হিসাবে নাম উঠে এসেছে সন্দেহভাজন ড. শাহিনা সইদের, যাঁর কোড নাম 'ম্যাডাম সার্জন'। দিল্লির ১০/১১ বিস্ফোরণে সে অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত। শাহিনা মহিলা শাখার একজন সদস্য বলে জানা গিয়েছে। এই তথ্যটি জইশের হামলা পরিচালনায় মেয়েদের ভূমিকা বৃদ্ধি এবং নতুন কৌশলের ইঙ্গিত দেয়।

সম্ভাব্য আত্মঘাতী হামলার গুরুতর হুমকির প্রেক্ষিতে লালকেল্লা বিস্ফোরণ মামলার পাশাপাশি এই ডিজিটাল অর্থায়ন নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধেও একটি পৃথক তদন্ত শুরু করা হয়েছে। জইশ-ই-মহম্মদের এই নতুন কৌশল ভারতের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে নতুন উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে।

ভারতে ফিরতেই গ্রেপ্তার গ্যাংস্টার

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর : কুখ্যাত গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণোইয়ের ছোট ভাই আনমোল বিষ্ণোই ওরফে 'ভানুকর প্রতাপ'-কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রত্যর্পণের পর বুধবার নয়াদিল্লিতে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ) গ্রেপ্তার করেছে। মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মন্ত্রী ও এনসিপি নেতা বাবা সিদ্দিকি হত্যা মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত তিনি।

আনমোল বিষ্ণোইয়ের বিরুদ্ধে ভারতে ১৮টি মামলা বিচারাধীন। তাঁর বিরুদ্ধে ২০২২ সালে পঞ্জাবি গায়ক সিধু মুসেওয়ালা হত্যা এবং সম্প্রতি বাবা সিদ্দিকিকে খুনের নির্দেশ দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। আরও অভিযোগ, তাঁর নির্দেশেই অভিনেতা সলমন খানের বাড়ির সামনে গুলি চালানো হয়েছিল। ২০২২ সালে সিধু মুসেওয়ালা খুনের পরই তিনি দেশ ছাড়েন।

জাল পাসপোর্ট ব্যবহার করে বেআইনিভাবে আমেরিকায় প্রবেশ করেছিলেন আনমোল বিষ্ণোই। গত বছর নভেম্বরে ক্যালিফোর্নিয়ায় তাঁকে গ্রেপ্তার করে মার্কিন পুলিশ। তিনি আমেরিকায় রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়ে আবেদন করলেও গত সপ্তাহে তা খারিজ হয়ে যায়। এরপরই ভারত সরকারের দীর্ঘ চেষ্টার ফলে তাঁকে দেশে প্রত্যর্পণ করা হয়। দেশে আসার পর এনআইএ তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রেপ্তার করে দিল্লির পাতিয়ালা আদালতে হাজির করিয়েছে।

এনআইএ-র হাতে আনমোল বিষ্ণোই

কারাগারে থাকা তাঁর দাদা লরেন্স বিষ্ণোইয়ের হয়ে আনমোলই গ্যাংয়ের অপরাধমূলক কাজকর্ম পরিচালনা করতেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। এনআইএ এখন তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই সংগঠিত অপরাধ চক্রের মূল শিকড় উন্মোচনের চেষ্টা করবে।

জ্যোতি জগতপকে সুপ্রিম জামিন

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর : এলগার পরিষদ-মাওবাদী যোগ মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত সাংস্কৃতিক কর্মী জ্যোতি জগতপের অবশেষে অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর করল সুপ্রিম কোর্ট। বুধবার জামিন দেওয়া হয় কবীর কলা মঞ্চের এই সদস্যকে। ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে তিনি জেলে বন্দি ছিলেন। বুধবার বিচারপতি এমএম সুন্দরেশ এবং সতীশচন্দ্র শর্মার ডিভিশন বেঞ্চ এই আদেশ দেয়।

এলগার পরিষদ মামলা

জগতপের আইনজীবী আদালতে জানান, জগতপ পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে বিচারাধীন অবস্থায় হেপাজতে রয়েছেন।

এনআইএ-র অভিযোগ, জ্যোতি যে কবীর কলা মঞ্চের সক্রিয় সদস্য, তারা নিষিদ্ধ মাওবাদী কমিউনিস্ট পার্টির গণসংগঠন। জ্যোতির বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি ২০১৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর পুনের এলগার পরিষদ কনক্লেভে অন্যান্য কেকেএম সদস্যদের সঙ্গে যোগ দিয়ে আক্রমণাত্মক এবং তীব্র উসকানিমূলক স্লোগান ও গান গেয়েছিলেন।

হিদমার পরে খতম আরও ৭ মাওবাদী

মধ্যপ্রদেশে শহিদ পুলিশ ইনস্পেকটর

রায়পুর ও অমরাবতী, ১৯ নভেম্বর : দেশকে মাওবাদীশূন্য করতে ছত্তিশগড়, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশজুড়ে অভিযান চালাচ্ছে নিরাপত্তা বাহিনী। নিট ফল হিদমা, শংকরের মতো দুর্ধর্ষ মাওবাদী নেতার মৃত্যু।

নিরাপত্তা বাহিনীর ক্ষিপ্রতায় ভীত শীর্ষস্থানীয় মহিলা মাওবাদীরা সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করছেন। ধরা দিয়েছেন ছত্তিশগড়ের শীর্ষস্থানীয় মাও নেত্রী সুনীতা ও কমলা সোদি। তাঁদের প্রাণের দাম হিসেবে বিশাল পুরস্কার ঘোষণা করেছিল সরকার।

এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবারের পর বুধবারও দারুণ সাফল্য পেল অন্ধ্রপ্রদেশের অভিজাত পুলিশ বাহিনী গ্রে হাউন্ড। তবে মধ্যপ্রদেশে গুলির লড়াইয়ে শহিদ হলেন এলিট পুলিশ বাহিনী হক ফোর্সের ইনস্পেকটর আশিস শর্মাকে। মাওদের সঙ্গে গুলিযুদ্ধে শহিদ হয়েছেন শর্মা।

বুধবার দু'তরফের গুলির লড়াইয়ে মৃত্যু হল আরও সাত মাওবাদীর। ঘটনাস্থল থেকে মিলেছে দু'টি এক-৪৭ রাইফেল। নিহতদের মধ্যে আইইডি বিশেষজ্ঞ মেত্তুরি জোগ রাও ওরফে 'টেক স্যাভি' শংকর আছেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, শংকরের বাড়ি শ্রীকাকুলামে। মাওবাদী কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শংকর ছিলেন অস্ত্র তৈরি, প্রযুক্তিতে দুর্ধর্ষ। অন্ধ্র-ওডিশা সীমানায় যাবতীয় অভিযানের দায়িত্ব তাঁর কাঁধেই ছিল। দু'তরফের লড়াইয়ে নিহত যে তিন মহিলা রয়েছেন, তাঁদের একজন সীতা ওরফে জ্যোতি। তিনি অন্ধ্র-ওডিশা সীমানার বিশেষ জোনাল কমিটির সদস্য। বাকি পাঁচজনের প্রত্যেকে এরিয়া কমিটিতে। মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

গতকালের পর আলুরি সীতারামরাজু জেলার মারেদুমিলির জঙ্গলে আরও মাওবাদীর খোঁজে তল্লাশি অব্যাহত রেখেছিল নিরাপত্তা বাহিনী। তল্লাশি চালানোর সময় গুলি ছুড়তে শুরু করে জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা মাওবাদীরা।

অন্ধ্রপ্রদেশের গোয়েন্দা সংস্থার এডিজি মহেশচন্দ্র লাডহা বলেছেন, 'মঙ্গলবারের পর অভিযানে ধারাবাহিকতা রাখায় সাফল্য এল। আরও সাত মাওবাদীর দেহ উদ্ধার হল।' এই অভিযানে ছিল অন্ধ্রের অভিজাত পুলিশ বাহিনী গ্রে হাউন্ড।

অন্যদিকে তখন আত্মসমর্পণের হিড়িক। পুলিশ জানিয়েছে, আত্মসমর্পণকারী দুই মোস্ট ওয়ান্টেড মহিলার স্বীকারোক্তি থেকে গোপন তথ্য উঠে আসতে পারে, যা মাওবাদীদের বিরুদ্ধে সরকারের লড়াইকে নতুন রূপ দিয়ে আরও সাফল্যের দিকে নিয়ে যেতে পারবে।

নমস্কার... বুধবার পুত্তাপার্তিতে নরেন্দ্রমোদির সঙ্গে ঐশ্বর্য রাই বচ্চন।

আজ শপথ নীতীশের

পাটনা, ১৯ নভেম্বর : যাবতীয় জল্পনার অবসান। বৃহস্পতিবার দশম বারের জন্য বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিতে চলেছেন নীতীশ কুমার। ঐতিহাসিক গান্ধি ময়দানে তিনি শপথ নেবেন। উপমুখ্যমন্ত্রী পদে থাকছেন সম্রাট চৌধরী ও বিজয়কুমার সিনহা। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে হাজির থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা, বিভিন্ন বিজেপি ও এনডিএ শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও উপমুখ্যমন্ত্রী প্রমুখ।

নীতীশ ২০০০ সালে প্রথমবার বিহারের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিয়েছিলেন। তবে মুখ্যমন্ত্রী পদে তিনি বসলেও রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তর কার হাতে থাকবে তা নিয়ে বিজেপি ও জেডিইউয়ের মধ্যে টানাপোড়েন চলছে। একইভাবে বিধানসভার স্পিকার পদ কাদের দখলে থাকবে, তাও স্পষ্ট নয়।

বুধবার সকালে প্রথমে রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খানের সঙ্গে দেখা করে মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা দেন নীতীশ। এরপর বিধানসভার সেন্ট্রাল হলে এনডিএ-র বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে জোটের নেতা হিসেবে নির্বাচিত হন নীতীশ। বিজেপির পরিষদীয় দলের নেতা সম্রাট চৌধরী তাঁর নাম প্রস্তাব করেন। বৈঠকের পর নীতীশ সহ এনডিএ নেতারা রাজভবনে গিয়ে সরকার গড়ার দাবি জানিয়ে আসেন।

এনডিএ-র বৈঠকে বিজেপি নেতা ধর্মেন্দ্র প্রধান, এলজেপি (রামবিলাস) চিরাগ পাসোয়ান, হাম (এস) নেতা জিতনরাম মাঝি প্রমুখ নীতীশের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন। এদিকে উপমুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি পেলেও কে কোন দপ্তর পাবেন তা নিয়ে বিজেপি-জেডিইউয়ের মধ্যে টানাপোড়েন রয়েছে। স্পিকার পদে যাঁদের নাম শোনা যাচ্ছে তাঁদের মধ্যে বিজেপির প্রেমকুমার এবং জেডিইউয়ের বিজয় চৌধরীর মধ্যে জোর প্রতিযোগিতা চলছে। তালিকায় রয়েছে জেডিইউয়ের নরেন্দ্রনারায়ণ যাদবের নামও।

এনডিএ-র নেতা নির্বাচিত হওয়ার পর নীতীশ কুমার। পাটনায়।

তালাক-এ-হাসান নিয়ে ক্ষুব্ধ সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর : মুসলিম সমাজে প্রচলিত 'তালাক-এ-হাসান' প্রথা নিয়ে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করল সুপ্রিম কোর্ট। এই প্রথাকে 'চরম বৈষম্যমূলক' বলে অভিহিত করে আদালত ইঙ্গিত দিয়েছে, তারা এই প্রথা বাতিলের বিষয়টি বিবেচনা করবে।

বুধবার মামলার শুনানিতে অত্যন্ত কঠোর মনোভাব দেখান বিচারপতি সূর্য কান্ত, উজ্জ্বল ভুঁইয়া এবং এন কোটেশ্বর সিংয়ের বেঞ্চ। বিচারপতি কান্ত প্রশ্ন তোলেন, 'এগুলি কী? কীভাবে আপনারা ২০২৫ সালেও এসব প্রথাকে উৎসাহিত করছেন? এটি কি নারীর মর্যাদা বজায় রাখার পদ্ধতি? সভ্য সমাজে এই ধরনের প্রথাকে কি চলতে দেওয়া উচিত?'

শীর্ষ আদালত সাফ জানিয়েছে, কোনও প্রথা চরম বৈষম্যমূলক হলে আদালতকে অবশ্যই হস্তক্ষেপ করে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। কারণ, এর সঙ্গে গোটা সমাজের ভালোমন্দ জড়িত।'

'তালাক-এ-হাসান' হল এমন প্রক্রিয়া, যেখানে একজন মুসলিম পুরুষ প্রতি মাসে একবার করে পরপর তিন মাস 'তালাক' শব্দটি উচ্চারণ করে তাঁর স্ত্রীকে বিবাহবিচ্ছেদ দিতে পারেন।

সাংবাদিক বেনজির হিনা ২০২২ সালে এই প্রথাকে অসাংবিধানিক ঘোষণার দাবিতে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন। তাঁর স্বামী যৌতুকের কারণে আইনজীবীর মাধ্যমে 'তালাক-এ-হাসান'-এর নোটিশ পাঠিয়েছিলেন বলে তাঁর অভিযোগ।

মামলাকারীপক্ষ আদালতে জানায়, এই প্রথা সংবিধানের ১৪, ১৫, ২১ এবং ২৫ নং অনুচ্ছেদের পরিপন্থী। কারণ, এটি অযৌক্তিক ও স্বেচ্ছাচারী। এছাড়া বিবাহবিচ্ছেদের ক্ষেত্রে লিঙ্গ এবং ধর্মনিরপেক্ষ পদ্ধতির জন্য নির্দেশিকা তৈরির দাবি জানানো হয়।

> এগুলি কী? কীভাবে আপনারা ২০২৫ সালেও এসব প্রথাকে উৎসাহিত করছেন? এটি কি নারীর মর্যাদা বজায় রাখার পদ্ধতি? সভ্য সমাজে এই ধরনের প্রথাকে কি চলতে দেওয়া উচিত?
>
> **বিচারপতি সূর্য কান্ত**
> সুপ্রিম কোর্ট

আদালতে মামলাকারীর আইনজীবী তাঁর ব্যক্তিগত সমস্যার কথা তুলে ধরে জানান, স্বামী ফের বিয়ে করলেও 'তালাক-এ-হাসান'-এর আইনি জটিলতার কারণে তিনি এখনও নিজেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহবিচ্ছিন্না প্রমাণ করতে পারছেন না। এর ফলে সন্তানের স্কুলে ভর্তি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে তাঁকে।

সুপ্রিম কোর্ট বর্তমানে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি বৃহত্তর পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চে পাঠানোর কথা বিবেচনা করছে। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলিকে তাদের বক্তব্য পেশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

জৈব রসায়নের মৌলিক নীতি

ঋতুপর্ণা ধর, *শিক্ষক*
হাকিমপাড়া বালিকা বিদ্যালয়
শিলিগুড়ি

‘জৈব রসায়ন’ অধ্যায়ের সঙ্গে তোমরা প্রথম পরিচিত হয়েছ দশম শ্রেণিতে। আজ আমরা সেই পূর্বপরিচিত ধারণার ভিত্তিতেই একাদশ শ্রেণির দ্বিতীয় সিমেস্টারের চতুর্থ ইউনিট ‘জৈব রসায়নের কিছু মৌলিক নীতি’ বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে বিশদ আলোচনা করব।

একাদশ শ্রেণি
রসায়ন

জৈব রসায়ন মূলত হাইড্রোকার্বন ও হাইড্রোকার্বন-সঞ্জাত যৌগের রসায়ন- যার মূলভিত্তি কার্বনের চতুর্যোজ্যতা। জৈব যৌগগুলি যেহেতু সমযোজী প্রকৃতির, তাই সমযোজী সিগমা ও পাই বন্ধনের গঠন ও প্রকৃতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। এই মৌলিক জ্ঞানই পরবর্তী অধ্যায়ের জটিল বিক্রিয়া ও প্রক্রিয়াগুলি বুঝতে সহায়ক হবে।

একটি বিষয় মনে রাখবে- রসায়নের সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে বন্ধনের ভেতরকার যুক্তিতে। সেই যুক্তি বোঝার চাবিকাঠিই এই অধ্যায়।

❑ **নম্বর বণ্টন :**

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ প্রদত্ত নির্দেশিকা অনুসারে সেকেন্ড সিমেস্টারে এই অধ্যায়ে বরাদ্দ মোট নম্বর 7 যার মধ্যে একটি সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন যার প্রশ্নমান 2 এবং একটি দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন যার প্রশ্নমান 5।

❑ জৈব রসায়নের কিছু মৌলিক নীতি :

১. জৈব রসায়নের ভূমিকা ও সংজ্ঞা :

মূল ধারণা :

জৈব রসায়ন হল কার্বনযুক্ত যৌগ ও তাদের বিক্রিয়ার বিজ্ঞান।

প্রশ্নের ধরন :

জৈব যৌগ কীভাবে গঠিত হল?

কার্বন যৌগগুলির বৈচিত্র্যের কারণ কী?

মনে রাখার বিষয় : অনেক ছাত্রছাত্রীদের মতে, ‘জীবজ উৎসের যৌগই জৈব যৌগ’, যা একটি ধারণাগত ভুল।

২. কার্বনের চতুর্যোজ্যতা ও ক্যাটিনেশন :

মূল ধারণা :

কার্বন একসঙ্গে চারটি সমযোজী বন্ধন গঠন করে - এটিই চতুর্যোজ্যতা। নিজের সঙ্গে বন্ধন গঠনের প্রবণতা অর্থাৎ (C–C) এক বন্ধন গঠনের প্রবণতা হল ক্যাটিনেশন।

প্রশ্নের ধরন : কার্বনের চতুর্যোজ্যতা কীভাবে জৈব যৌগের বৈচিত্র্য বাড়ায়?

মনে রাখার বিষয় : চতুর্যোজ্যতা ও ক্যাটিনেশন গুলিয়ে ফেলবে না। চতুর্যোজ্যতা মানে চারটি বন্ধন গঠনের ক্ষমতা আর ক্যাটিনেশন মানে কার্বনের নিজের সঙ্গে দীর্ঘ শৃঙ্খল গঠনের প্রবণতা। দুটো আলাদা ধারণা।

৩. জৈব যৌগের গঠন ও প্রতিনিধিত্ব :

মূল ধারণা :

কঙ্কাল বা স্ট্রাকচারাল সূত্র, ইলেক্ট্রন ডট সূত্র, সংক্ষিপ্ত ও কনডেন্সড ফর্মুলা।

প্রশ্নের ধরন : প্রোপেন, বিউটেন ইত্যাদির স্ট্রাকচারাল ফর্মুলা আঁকো।

মনে রাখবে : সিগমা ও পাই বন্ধনের পার্থক্য স্পষ্টভাবে মনে রাখতে হবে।

৪. জৈব যৌগের শ্রেণিবিভাগ

মূল ধারণা :

– অ্যাসাইক্লিক, সাইক্লিক, অ্যারোমেটিক যৌগ।

– ফাংশনাল গ্রুপ অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগ।

প্রশ্নের ধরন :

যৌগটি কোন শ্রেণির, তা নির্ধারণ করো।

সাফল্যের পথনির্দেশ

ধারণার ভিত মজবুত করো :

- জৈব যৌগের গঠন, বন্ধন ও নামকরণের মূল ভিত্তি ভালোভাবে বোঝো।

কার্বনের রূপ ও বন্ধন রহস্য :

- sp^3, sp^2 ও sp হাইব্রিডাইজেশনের প্রক্রিয়া ও তা থেকে গঠনের পার্থক্য স্পষ্ট রাখো।
- ত্রিমাত্রিক গঠন ও বন্ধন কোণ সঠিকভাবে চিত্রায়িত করার অভ্যাস গড়ে তোলো।

ইলেক্ট্রনিক প্রভাবের খেলা :

- ইনডাকটিভ, রেজোন্যান্স ও হাইপারকনজুগেশন প্রভাবের ব্যবহার বোঝো।
- এ প্রভাবগুলো কীভাবে আয়ন বা র‍্যাডিক্যালের স্থিতিশীলতা নির্ধারণ করে তা অনুধাবন করো।

বিক্রিয়া-প্রক্রিয়ার ধারাপাত :

- নিউক্লিওফাইল ও ইলেক্ট্রোফাইলের প্রকৃতি স্পষ্টভাবে আলাদা করো।
- প্রতিটি বিক্রিয়ার ধাপ নিজে লিখে ‘mechanism’-এর ধারা বোঝার চেষ্টা করো।

গঠন থেকে ধর্মে পৌঁছাও :

- যৌগের গঠন ও ধর্মের সম্পর্ক উপলব্ধি করো।
- নতুন যৌগ দেখে তার প্রতিক্রিয়াশীলতা অনুমান করার অনুশীলন করো।

নাম ও শ্রেণি সঠিক রাখো :

- IUPAC নামকরণ নিয়মে নিখুঁত হও।
- বিভিন্ন ফাংশনাল গ্রুপ দ্রুত চিনতে শেখো।

অভ্যাসই দক্ষতা আনে :

- প্রতিদিন অল্প সময় দিয়ে সূত্র ও ধারণা রিভিশন করো।
- পূর্ববর্তী বছরের প্রশ্ন অনুশীলন করে পরীক্ষার ধরন বুঝে নাও।

সাধারণ ভুলে সাবধান থাকো :

- ভ্যালেন্স ও চতুর্যোজ্যতা সংক্রান্ত বিভ্রান্তি পরিষ্কার করো।
- গঠন লেখার সময় কার্বন ও হাইড্রোজেনের সংখ্যায় নির্ভুলতা বজায় রাখো।

মনে রাখবে : অ্যারোমেটিক ও সাইক্লিক যৌগ গুলিয়ে ফেলবে না।

৫. IUPAC নামকরণ :

মূল ধারণা :

লংগেস্ট চেন, সাবস্টিটুয়েন্ট, লোক্যান্ট, ফাংশনাল গ্রুপ, উপসর্গ ও প্রত্যয় নির্ধারণ।

প্রশ্নের ধরন :

$CH_3-CH_2-CH_2-OH$ এর IUPAC নাম লেখো।

মনে রাখবে : নাম লেখার সময় চেন নির্বাচন সঠিকভাবে করতে হবে।

৬. বন্ধন ভাঙন (Bond Fission):

মূল ধারণা :

হোমোলাইটিক ও হেট্রোলাইটিক ভাঙন, ফ্রি র‍্যাডিক্যাল, কার্বোক্যাটায়ন, কার্বানায়ন।

প্রশ্নের ধরন : হোমোলাইটিক ও হেট্রোলাইটিক ভাঙনের পার্থক্য লেখো।

গুরুত্ব দেবে : ইলেক্ট্রন স্থানান্তরের দিক গুরুত্ব দিয়ে পড়বে।

৭. বিক্রিয়া মধ্যবর্তী সক্রিয় বিক্রিয়ক :

মূল ধারণা :

ফ্রি র‍্যাডিক্যাল, কার্বোক্যাটায়ন, কার্বানায়ন - অতি ক্ষণস্থায়ী প্রজাতি।

প্রশ্নের ধরন :

কোনটি বেশি স্থিতিশীল ও কেন?

মনে রাখবে : স্থিতিশীলতা নির্ভর করে রেজোন্যান্স ও হাইপারকনজুগেশনের ওপর- এই ধারণাটি পরিষ্কারভাবে মনে রাখতে হবে।

৮. ইলেক্ট্রনিক বিক্রিয়া প্রভাব :

মূল ধারণা :

ইনডাকটিভ প্রভাব (–I, +I), রেজোন্যান্স প্রভাব, হাইপারকনজুগেশন।

প্রশ্নের ধরন :

কোন যৌগ বেশি অ্যাসিডিক/বেসিক ও কেন?

মনে রাখবে : প্রভাবের দিক বা সংকেত।

৯. বিক্রিয়ার প্রকারভেদ :

মূল ধারণা :

যুত বিক্রিয়া (Addition), প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া (Substitution), অপনয়ন বিক্রিয়া (Elimination)।

প্রশ্নের ধরন :

অ্যালকিনে হাইড্রোজেন যুত বিক্রিয়ার নাম লেখো।

মনে রাখবে : বিক্রিয়ার ধরন চেনার সময় প্রধান-উপপণ্য সঠিকভাবে মনে রাখবে।

১০. জৈব যৌগ পরিশোধন ও বিশ্লেষণ :

মূল ধারণা :

পরিশোধন, ডিস্টিলেশন, সাব্লিমেশন, ক্রিস্টালাইজেশন

বিশ্লেষণ, এলিমেন্টাল অ্যানালিসিস (C, H, N নির্ণয়)।

প্রশ্নের ধরন :

– নাইট্রোজেন নির্ণয়ে ল্যাসাইনস পরীক্ষার নীতি কী?

গুরুত্ব দেবে : পরীক্ষার রাসায়নিক সমীকরণ ভুল যেন না হয়।

এই অধ্যায়টি জৈব রসায়নের ভিত্তি। এখানে সঠিক ধারণা না থাকলে পরবর্তী অধ্যায় যেমন হ্যালোঅ্যালকেন, অ্যালকোহল, অ্যালডিহাইড, কিটোন ইত্যাদি বোঝা কঠিন হয়। তাই গোড়া থেকে বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা রাখতে হবে। কারণ-জৈব রসায়নে প্রতিটি বিক্রিয়া ও প্রক্রিয়ার মূল ভিত্তি এই ‘মৌলিক নীতি’ অধ্যায়।

❑ **প্রশ্নোত্তর পর্ব :**

ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে আজকের আলোচনায় কিছু নমুনা প্রশ্নোত্তর থাকছে। এই প্রশ্নোত্তর আলোচনার মাধ্যমে আমরা শিখব –

জৈব রসায়নের মৌলিক ধারণাগুলি কীভাবে যৌক্তিকভাবে ব্যাখ্যা করতে হয়, প্রশ্নের ধরন অনুযায়ী উত্তর সাজানোর সঠিক পদ্ধতি এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কোন ভুলগুলি এড়ালে পূর্ণ নম্বর অর্জন সম্ভব।

অর্থাৎ, মুখস্থ নয় – বোঝার মাধ্যমে শেখা, এটাই আমাদের লক্ষ্য।

❑ **সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন : প্রশ্নমান-2**

1. দুই রকম কার্বন পরমাণুযুক্ত একটি জৈব যৌগের উদাহরণ দাও।

উত্তর : দুই রকম কার্বন পরমাণুযুক্ত জৈব যৌগ 2-বিউটিন। যার গঠন সংকেত নিম্নরূপ—

$CH_3-CH=CH-CH_3$

একক বন্ধনযুক্ত কার্বন (যেমন $-CH_3$ গ্রুপের কার্বন)

এই কার্বন 3টি হাইড্রোজেন ও 1টি কার্বনের সঙ্গে চারটি একক বন্ধন তৈরি করেছে।

হাইব্রিডাইজেশন : sp^3 (বন্ধন কোণ $109^0 28'$)

দ্বিবন্ধনযুক্ত কার্বন (C=C)

এই কার্বন 1টি সিগমা ও 1টি পাই বন্ধন সহ 3টি সিগমা বন্ধনে অংশগ্রহণ করেছে (মোট 3টি সিগমা বন্ধন)।

হাইব্রিডাইজেশন : sp^2 (বন্ধন কোণ 120^0)

2. মিথাইল কার্বানায়ন, 1^0 কার্বানায়ন, 2^0 কার্বানায়ন, 3^0 কার্বানায়নের সক্রিয়তার ক্রমটি লেখো।

উত্তর : কার্বানায়নের (carbanion) সক্রিয়তা বা স্থিতিশীলতার সঠিক ক্রম হল —

$3^0 < 2^0 < 1^0 < CH_3^-$

কারণ ব্যাখ্যা :

কার্বানায়নে কেন্দ্রীয় কার্বন পরমাণুর উপর ঋণাত্মক আধান (–ve charge) থাকে। এই ঋণাত্মক আধান স্থিতিশীল বা অস্থিতিশীল হওয়ার প্রধান কারণ দুটি -

(A) ইনডাকটিভ প্রভাব (Inductive effect):

অ্যালকাইল ($-CH_3$) গ্রুপগুলি +I প্রভাব দেখায়, অর্থাৎ ইলেক্ট্রন ঠেলে দেয় কার্বনের দিকে। এর ফলে ঋণাত্মক আধান আরও ঘনীভূত হয় স্থিতিশীলতা কমে যায়। সুতরাং অ্যালকাইল গ্রুপ যত বেশি, তত অস্থিতিশীল।

অতএব : CH_3^- (কোনও অ্যালকাইল গ্রুপ নেই) এবং সবচেয়ে স্থিতিশীল।

(B) স্টেরিক প্রতিবন্ধকতা (Steric hindrance):

3^0 কার্বানায়নে চারপাশে বড় বড় অ্যালকাইল গ্রুপ থাকে, ফলে ঋণাত্মক আধান ঠিকভাবে স্থিতিশীল হতে পারে না।

1^0 ও মিথাইল কার্বানায়নে প্রতিবন্ধকতা কম এবং স্থিতিশীলতা বেশি। *(চলবে)*

ব্যাকরণে সমাস সম্পর্কিত আলোচনা

সুতপা বড়ুয়া, *শিক্ষক*
ময়নাগুড়ি রোড হাইস্কুল,
জলপাইগুড়ি

পূর্ব প্রকাশের পর

● **তৎপুরুষ সমাস :**

তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের কারকবোধক ও সম্বন্ধ বোধক বিভক্তি ও অনুসর্গ লোপ পায় ও পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায়।

কর্ম তৎপুরুষ সমাস : রথকে(বিভক্তি) দেখা = রথদেখা

করণ তৎপুরুষ সমাস : যন্ত্র দ্বারা(অনুসর্গ) চালিত = যন্ত্রচালিত

নিমিত্ত তৎপুরুষ সমাস : ছাত্রদের জন্য(অনুসর্গ) আবাস = ছাত্রাবাস

অপাদান তৎপুরুষ সমাস : সত্য থেকে ভ্রষ্ট = সত্যভ্রষ্ট

সম্বন্ধ তৎপুরুষ সমাস : পথের রাজা = রাজপথ

অধিকরণ তৎপুরুষ সমাস : গাছে (গাছে + এ বিভক্তি) পাকা = গাছপাকা

না তৎপুরুষ সমাস : নয় বৃষ্টি = অনাবৃষ্টি

উপপদ তৎপুরুষ সমাস : গ্রামে বাস করে যে = গ্রামবাসী

ব্যাপ্তি তৎপুরুষ সমাস : জীবন পর্যন্ত = আজীবন

ক্রিয়াবিশেষণ তৎপুরুষ সমাস : অর্ধভাবে স্ফুট = অর্ধস্ফুট

● **বহুব্রীহি সমাস :** বহুব্রীহি সমাসে সমস্যমান পদগুলির অর্থ না বুঝিয়ে অন্য কোনও পদের অর্থ প্রকাশিত হয়। উদাহরণ– চন্দ্র শেখরে আছে যাঁর = চন্দ্রশেখর(শিব)

মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি : পদ্মের মতো সুন্দর (লোপ পেয়েছে) মুখ যার - পদ্মমুখী

ব্যতিহার বহুব্রীহি : কানে কানে যে কথা = কানাকানি

সহার্থক বহুব্রীহি : বন্ধু সহ বর্তমান = সবান্ধব

না-বহুব্রীহি : নেই জ্ঞান যার = অজ্ঞান (সংজ্ঞাহীন)

সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি : দশ আনন যার = দশানন (রাবণ)

সমানাধিকরণ বহুব্রীহি : (পূর্ববদ বিশেষণ ও পরপদ বিশেষ্য এবং উভয় পদে শূন্য বিভক্তি হয়।) গৌর অঙ্গ যার = গৌরাঙ্গ

ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি : (পূর্বপদ ও পরপদ উভয়ই পৃথক বিভক্তিযুক্ত বিশেষ্য পদ হয়।) নীল কণ্ঠে যার = নীলকণ্ঠ (শূন্য বিভক্তি, ‘এ’ বিভক্তি)

(ঙ) দ্বিগু সমাস : দ্বিগু সমাসে পূর্বপদ সংখ্যাবাচক বিশেষণ পদের সঙ্গে পরপদ বিশেষ্যের সমাস হয় এবং সমষ্টি অর্থ প্রকাশিত হয়।

উদাহরণ : তে মাথার সমাহার = তেমাথা। সে (তিন) তারের সমাহার = সেতার

তদ্ধিতার্থক দ্বিগু : এক কড়ির বিনিময়ে কেনা = এককড়ি

দু’কড়ি, পাঁচকড়ি, সাতকড়ি

সমাহার দ্বিগু : সাত কাণ্ডের সমাহার = সাতকাণ্ড * পাঁচফোড়ন, পঞ্চনদ, দশচক্র, সপ্তাহ (সপ্ত অহের সমাহার)

(চ) অব্যয়ীভাব সমাস :

অব্যয়ীভাব সমাসে পূর্বপদ হয় অব্যয় পদ এবং পরপদ হয় বিশেষ্য এবং পূর্বপদের অর্থ প্রাধান্য পায়।

বিবিধ অর্থে অব্যয়ীভার সমাস হয়। যেমন –

সমীপ্য (নিকট) : কূলের সমীপে = উপকূল, কণ্ঠের সমীপে = উপকণ্ঠ

অভাব : মিলের অভাব = গরমিল, বিঘ্নের অভাব = নির্বিঘ্ন

বীপ্সা (দু’বার ব্যবহার) : দিন-দিন = প্রতিদিন, জনে জনে = প্রতিজনে

সাদৃশ্য : দ্বীপের সদৃশ = উপদ্বীপ, ধ্বনির সদৃশ = প্রতিধ্বনি

সীমা/ব্যাপ্তি : কণ্ঠ পর্যন্ত = আকণ্ঠ, দিন ব্যাপিয়া = দিনভর

ক্ষুদ্রতা : ক্ষুদ্র গ্রহ = উপগ্রহ, ক্ষুদ্র প্রধান =উপপ্রধান

বিপরীত : কূলের বিপরীত = প্রতিকূল, ঘাতের বিপরীত = প্রতিঘাত

সম্মুখ : অক্ষির সম্মুখে = প্রত্যক্ষ, কূলের সম্মুখে = অনুকূল

পশ্চাৎ : গমনের পশ্চাৎ = অনুগমন, ইন্দ্রের পশ্চাৎ = উপেন্দ্র

অতিক্রম : মানবকে অতিক্রম = অতিমানব, লৌকিককে অতিক্রম = অতিলৌকিক

অতিক্রম না করে : ইষ্টকে অতিক্রম না করে = যথেষ্ট, শক্তিকে অতিক্রম না করে = যথাশক্তি

(ছ) নিত্য সমাস : নিত্য সমাসের ব্যাসবাক্য হয় না। ব্যাসবাক্য নির্ণয় করতে গেলে অন্য পদের প্রয়োজন হয়।

উদাহরণ : কেবল দর্শন = দর্শনমাত্র, অন্য গ্রাম = গ্রামান্তর, শুধুই চিহ্ন = চিহ্নমাত্র

(জ) অলোপ সমাস : অলোপ কথার অর্থ লোপ না পাওয়া। অলোপ সমাসে, সমাস হওয়ার পর পূর্বপদের বিভক্তি সমস্তপদে লোপ পায় না।

অলোপ দ্বন্দ্ব : মাঠে ও ময়দানে = মাঠে-ময়দানে, পূর্বপদ (মাঠ + এ) = মাঠে ‘এ’ লোপ পায় না সমস্ত পদে

অলোপ তৎপুরুষ : ভাতের জন্য হাঁড়ি = ভাতেরহাঁড়ি (ভাত + এর), তেল দিয়ে ভাজা = তেলেভাজা

অলোপ উপপদ : মেঘে ঢাকা যে = মেঘেঢাকা

অলোপ বহুব্রীহি : গায়ে হলুদ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = গায়ে হলুদ

(ঝ) বাক্যাশ্রয়ী সমাস : বাক্যাশ্রয়ী সমাসে সমস্তপদ বা সমাসবদ্ধ পদকে আশ্রয় করে ব্যাসবাক্য তৈরি হয়।

উদাহরণ : চক্ষু অপারেশনের জন্য শিবির = চক্ষু অপারেশন শিবির

কৃষির উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সভা = কৃষি উন্নয়ন সভা

মাধ্যমিকে প্রস্তুতি
বাংলা

মানুষের ম্যালেরিয়া রোগ সৃষ্টিকারী পরজীবী

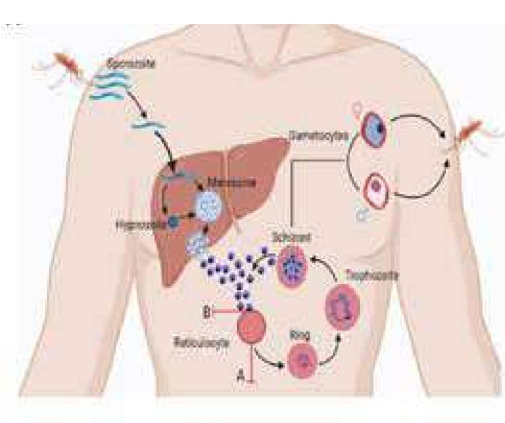

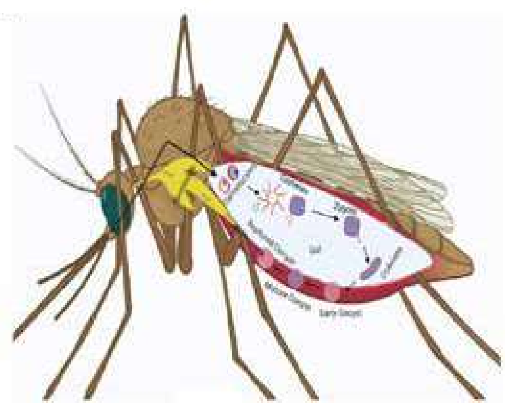

সুবীর সরকার, *শিক্ষক*
সারিয়াম যশোধর উচ্চবিদ্যালয়
জলপাইগুড়ি

উচ্চমাধ্যমিক জীববিদ্যা

❑ **রোগ বলতে কী বোঝো?**

উ:- জীবাণুর সংক্রমণ, ত্রুটিযুক্ত খাদ্যগ্রহণ, বংশগত, পরিবেশগত ও মানসিক বিশৃঙ্খলার কারণে দেহে যে সমস্ত গঠনগত ও কার্যগত অস্বাভাবিকতা প্রকাশিত হয়, তাদের একত্রে রোগ বা Disease বলে।

❑ **প্যাথোজেন কাকে বলে?**

উ:- যে সমস্ত ভাইরাস, ব্যাকটিরিয়া, ছত্রাক, জীবাণু মানুষ ও অন্যান্য জীবের দেহে সংক্রমণ ঘটিয়ে নির্দিষ্ট রোগ সৃষ্টি করে, তাদের প্যাথোজেন বলে।

প্যাথোজেনের রোগ সৃষ্টির ক্ষমতাকে প্যাথোজেনিসিটি বা ভিরুলেন্স বলে।

❑ **পোষক বা হোস্ট কাকে বলে?**

উ:- প্যাথোজেন যে জীবদেহ থেকে পুষ্টি সংগ্রহ করে জীবনচক্র সম্পন্ন করে, তাদের পোষক বলে।

যে পোষকের দেহে পরজীবী তার যৌন জনন দশা অতিবাহিত করে, তাদেরকে প্রাথমিক বা মুখ্য পোষক এবং যে পোষকের দেহে অযৌন জনন দশা অতিবাহিত করে, তাকে গৌণ পোষক বা অন্তর্বর্তী পোষক বলে।

❑ **বাহক বা ভেক্টর কাকে বলে?**

উ:- যে জীবের দ্বারা প্যাথোজেন এক জীবদেহ থেকে অন্য জীবদেহে স্থানান্তরিত হয়, তাকে বাহক বা ভেক্টর বলে।

যে বাহকের দেহে প্যাথোজেন জীবনচক্রের অযৌন বা যৌন জনন দশা সম্পূর্ণ করে, তাকে জৈবিক ভেক্টর বা বায়োলজিকাল ভেক্টর বলে।

যে বাহক প্যাথোজেনকে কেবলমাত্র এক জীবদেহ থেকে অন্য জীবদেহে স্থানান্তরিত করে, তার দেহে প্যাথোজেনের কোনও অযৌন বা যৌন জনন দশা সম্পাদিত হয় না, তাকে যান্ত্রিক বাহক বা মেকানিক্যাল বাহক বলে।

❑ **ম্যালেরিয়া রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুটির নাম লেখো?**

উ:-ম্যালেরিয়া রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুটি অর্থাৎ প্যাথোজেন হল একপ্রকার পরজীবী - আদ্যপ্রাণী যার বিজ্ঞানসম্মত নাম *Plasmodium sp*

Plasmodium এর চারটি প্রজাতি ম্যালেরিয়া রোগ সৃষ্টি করতে পারে। প্রজাতিগুলি হল

P.vivax, P.falciparum, P.ovale, P.malariae

❑ **ম্যালেরিয়া রোগের ভেক্টর, মুখ্য পোষক ও গৌণ পোষকের নাম লেখো?**

উ:-ম্যালেরিয়া রোগের ভেক্টর - স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশা

মুখ্য পোষক-স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশা

গৌণ পোষক-মানুষ

❑ **ইনকিউবেশন পিরিয়ড বলতে কী বোঝো? ম্যালেরিয়া রোগ সৃষ্টিকারী *Plasmodium* এর বিভিন্ন প্রজাতির ইনকিউবেশন পিরিয়ড-এর সময়কাল কত ?**

উ:- *Plasmodium* এর স্পোরোজয়েট কোনও সুস্থ ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই ম্যালেরিয়া রোগের লক্ষণ প্রকাশিত না হয়ে কয়েকদিন পরে ম্যালেরিয়া রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় এই সময়কালকে ইনকিউবেশন পিরিয়ড বলে।

P.vivax এর ইনকিউবেশন পিরিয়ড ১৪ দিন

P.falciparum এর ইনকিউবেশন পিরিয়ড ১২ দিন

P. ovale এর ইনকিউবেশন পিরিয়ড ১৪ দিন

P. malariae এর ইনকিউবেশন পিরিয়ড ২৮ দিন।

❑ **ম্যালেরিয়া রোগের তাৎক্ষণিক লক্ষণ বা উপসর্গগুলি কী কী?**

উ:- ম্যালেরিয়া রোগের তাৎক্ষণিক তিনটি লক্ষণ হল রোগীর প্রথমে শীত অনুভূত হওয়া, পরবর্তীতে উচ্চ তাপমাত্রা ও শেষে ঘর্ম দশা দেখা যায়। ম্যালেরিয়া রোগের এই তিনটি দশাকে একত্রে ফেব্রাইল পারক্সিজম বলে।

I) শীত দশা- রোগীর দেহে প্রচণ্ড কাঁপুনি দিয়ে শীতভাব দেখা দেয় সঙ্গে জ্বর ও মাথা যন্ত্রণা হয়। এই সময় দেহের তাপমাত্রা ৩৯^{0}C থেকে ৪০^{0}C হয়। এই অবস্থা সাধারণত ২০ মিনিট থেকে এক ঘণ্টা স্থায়ী হয়।

II) উত্তাপ দশা- শীতাবস্থার পর রোগীর দেহের তাপমাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পায় এবং তা ৪১.৫^{0}C বা তার বেশি হয়। এই অবস্থা এক থেকে চার ঘণ্টা স্থায়ী হয়।

III) ঘর্ম দশা- উত্তাপ অবস্থার পরে রোগীর প্রচণ্ড ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে এবং দেহের তাপমাত্রা স্বাভাবিক হয় এই অবস্থা দুই থেকে চার ঘণ্টা স্থায়ী হয়।

❑ **ম্যালেরিয়া রোগের প্রধান দীর্ঘস্থায়ী উপসর্গগুলি কী কী?**

উ:-ম্যালেরিয়া রোগের প্রধান দীর্ঘস্থায়ী লক্ষণ বা উপসর্গগুলি হল-

i) রোগীর দেহে প্রচুর পরিমাণে লোহিত রক্তকণিকা বিদীর্ণ হওয়ায় হিমোগ্লোবিন কমে যায় ফলে রক্তাল্পতা বা হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া দেখা যায়।

ii) রোগীর প্লীহা ম্যালেরিয়ার জীবাণু, হিমোজয়েন দানাগুলিকে ফ্যাগোসাইটোসিস পদ্ধতিতে গ্রহণ করায় প্লীহার আকৃতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, একে স্প্লিনোমেগালি বলে।

❑ **সাইজোগনি কী?**

উ:-মানবদেহে *Plasmodium* অযৌন জনন (বহু বিভাজন পদ্ধতিতে) সম্পন্ন করে, একে সাইজোগনি বলে।

মানবদেহের লোহিত রক্তকণিকাতে এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি এবং যকৃতে প্রি-এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি দশা সম্পন্ন হয়।

❑ **মেরোজয়েট কী?**

উ:-মানবদেহের যকৃতের মধ্যে অবস্থানকারী *Plasmodium* এর দশা হল মেরোজয়েট, এরা আকৃতিতে ডিম্বাকার হয়ে থাকে। এরা রক্তে মুক্ত হলে টক্সিন নিঃসৃত করে তাই রোগীর কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে।

❑ **হিপনোজয়েট কী?**

উ:-কিছু কিছু স্পোরোজয়েট যকৃত কোষকে সংক্রমণ করার পর সুপ্ত দশায় থাকে এবং তারা সাইজোগনি পদ্ধতিতে বিভাজিত হয়ে ক্রিপটোমেরোজোয়েট সৃষ্টি করে না, এরূপ সুপ্ত স্পোরোজয়েটগুলিকে হিপনোজয়েট বলে। হিপনোজয়েট কয়েক মাস নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে, পরবর্তীতে তারা সক্রিয় হয়ে প্রি-এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি সম্পন্ন করে এবং তখন ম্যালেরিয়া জ্বরের পুনরাবৃত্তি ঘটে।

বাণিজ্যেও গৃহলক্ষ্মীরা

দশটা-পাঁচটার নিশ্চিন্ত চাকরি নয়, শিলিগুড়ির মহিলারা এখন অর্থনৈতিক ঝুঁকি নিয়ে উদ্যোগ এবং ব্যবসায় এগিয়ে আসছেন এবং অনেকে সফলও হচ্ছেন। সব প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে বহু মহিলা ছোট-বড় নানা উদ্যোগ ও ব্যবসার মধ্যে দিয়ে নিজেদের তুলে ধরছেন। পরিবারের দায়িত্ব নেওয়ার পাশাপাশি নিজেদের স্বপ্নকেও সফল করছেন। বিশ্ব মহিলা উদ্যোক্তা দিবসে শিলিগুড়ির মহিলা উদ্যোক্তাদের লড়াই ও স্বপ্নের খোঁজ নিল **উত্তরবঙ্গ সংবাদ**

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : 'যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে' এই কথাটা এক্কেবারেই মানানসই সেইসব মহিলাদের ক্ষেত্রে যাঁরা দশভুজা হয়ে ঘরে-বাইরে সব সামলে নিচ্ছেন। বাইরেটা সামলানো মানে শুধুই চাকরি নয়, ব্যবসা করেও নিজেকে তুলে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এ শহরের বহু নারী। ছোট-বড় নানা ধরনের ব্যবসার মধ্যে দিয়ে নিজেদের তুলে ধরা, পরিবারের দায়িত্ব নেওয়া এবং সর্বোপরি নিজেদের সুখের, নিজেদের স্বপ্নের দায়িত্ব নিচ্ছেন তাঁরা। শিলিগুড়ি শহরে কারও বা কাপড়ের ব্যবসা, কারও বা প্রসাধনী সামগ্রীর, কেউ ফ্যাশন জগতের সঙ্গে যুক্ত থেকে ডিজাইনার ড্রেস, জুয়েলারির একসঙ্গে ব্যবসা করছেন, কেউ বা সালোয়ার ব্লাউজ তৈরি করে বছর বছর ধরে ব্যবসা করে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সেখানে কাজ দিয়েছেন আরও মহিলাদের।

তবে সবক্ষেত্রেই সুবিধা-অসুবিধা থাকেই। কখনও পরিবারের সমর্থন, কখনও অর্থ, কখনও আত্মবিশ্বাসের অভাব আবার কখনও ঝুঁকি না নিতে চাওয়ার মানসিকতা পথের কাঁটা হতেই পারে। যাঁরা এই ভয়গুলোকে জয় করে নিয়েছেন তাঁরা অনেক দূর এগিয়েছেন। আর এখন তাঁরা প্রত্যেকেই খুশি। তাঁদের কথায়, 'ব্যবসায় আমরা কারও গোলাম নই, বরং নিজেই নিজের কাজের মালিক। এটা একটা আনন্দ দেয়। আর কাজের মধ্যে দিয়ে প্রতিদিনই আমরা নতুন কিছু শিখছি।'

বিধান মার্কেটে দোকান রয়েছে বাঘা যতীন কলোনির শিবানী সেনের। তাঁর কথায়, 'মেয়েরা বহু বছর ধরেই ব্যবসার মধ্যে রয়েছেন। তবে ব্যবসায় মূলধন একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই সবাই চাইলেই হঠাৎ করে ব্যবসার কথা ভাবতে পারেন না। কিন্তু ব্যাংক লোনের ক্ষেত্রে কিছু সুবিধা থাকায় ব্যবসা করার স্বপ্নটা অন্তত মেয়েরা এখন আরও বেশি করে দেখতে পাচ্ছে। ৭ বছর থেকে আমি প্রসাধনী সামগ্রীর ব্যবসায় রয়েছি। ছোটবেলা থেকেই ব্যবসায়িক পরিবারে বড় হওয়ায় এটা ছোটবেলা থেকেই আমার মাথায় ছিল যে ভবিষ্যতে ব্যবসাটাই ভালো করে করতে হবে। সেটাই করছি।'

সংসারের হাল ধরতে হঠাৎ করেই ব্যবসা করার পরিকল্পনা হকার্স কর্নারের নীলিমা সাহার। ৩-৪ বছর দক্ষিণবঙ্গে স্বামীর ব্যবসা হাতে-হাতে সামলেছেন। এবারে কয়েক মাস ধরে পাকাপাকিভাবে শিলিগুড়ির মহাবীরস্থানে নিজের কাপড়ের ব্যবসা শুরু করেছেন। ব্যবসায় নেমে প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, 'প্রথম দিন খুব ভয় পেয়েছিলাম। মনে হয়েছিল পারব তো, নাকি ভুল সিদ্ধান্ত নিলাম। কয়েকমাস লেগেছিল সেই জড়তা কাটাতে।' তিনি বলেন, ''ব্যবসায় অনেক সাবলীল হতে হয়। সেটা হতে কয়েক মাস সময় লেগেছিল। আর এখন অন্য শহরে এসে ব্যবসা করছি। এখন মনে হয় 'সব পারব'।''

খুব বেশি পড়াশোনা করেননি অরবিন্দপল্লির বাসিন্দা মাম্পি নন্দী। তাই তার মনে হয়েছে চাকরিটা তিনি হয়তো করতে পারবেন না। তবে বাড়িতে ছেলে রয়েছে। সে পড়াশোনা শিখুক ভালো করে সেটা মন থেকে চান তিনি। আর সেজন্যই বিধান মার্কেটে ভাড়ার দোকানে ব্যবসা করেছেন। বলছিলেন, 'বর্ষায় ছাতার ব্যবসা, শীতে-গরমে কাপড়ের ব্যবসা করি। ব্যবসায় পুঁজি, ধৈর্য দুটোরই প্রয়োজন। প্রতিদিন ব্যবসা ভালো হবে তার কোনও মানে নেই। তাই ধৈর্য ধরে থাকতে হবে।' মাম্পির কথায়, 'আমি গয়না বন্ধক রেখে, টাকা ধার করে ব্যবসা শুরু করেছিলাম। ৮ বছর ধরে ব্যবসা করছি। এখন তবুও আয়ত্তে চলে এসেছে তবে শুরুতে অনেক লড়াই করতে হয়।' প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নিজের লড়াইয়ের কথাও বলছিলেন মাম্পি। বললেন, 'আমি আর আমার ছেলেই রয়েছি বাড়িতে, সেই বাড়িটিও ভাড়ার। তাই আমাদের মতো ব্যবসায়ীদের তো প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে হয়। বাড়িভাড়া, দোকানভাড়া মিটিয়ে সংসার ও ছেলের খরচ চালাই। সকাল ৯টায় দোকান খুলি। বাড়ি পৌঁছাতে পৌঁছাতে রাত ১১টা।'

বিবেকানন্দ মিনি মার্কেট এলাকায় বহুদিন জামাকাপড় সেলাইয়ের কাজ করেছেন সন্ধ্যা হালদার। এখন হায়দরপাড়ায় একটি বড় দোকান ভাড়া নিয়ে নিজের টেলারিংয়ের দোকান খুলেছেন। বলছিলেন, 'এই একটা কাজ ছোট থেকে খুব ভালো করে শিখেছি। অনেক দোকানে কাজ করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। এবার লোন তুলে বড় দোকান ভাড়ায় নিয়ে মেশিন কিনে নিজের ব্যবসা শুরু করলাম বছরখানেক হল। ৫-৬ জন মহিলা এখন আমার সঙ্গে দোকানে কাজ করছে। এই যাত্রাটা সহজ ছিল না। তবে আমি পেরেছি।'

বিধান মার্কেটেই নতুন দোকান কিনে ব্যবসার পসরা সাজিয়েছেন অনিন্দিতা সাহা। ডিজাইনার ড্রেস, জুয়েলারি তাঁর দোকানের কালেকশন। বিভিন্ন শো, শুটিং-এর জন্য তাঁর দোকান থেকে ভাড়ায় অথবা কিনেও জামাকাপড় জুয়েলারি নিয়ে যান শহরের বহু মানুষ। অর্ডার পেলে ক্রেতার পছন্দসই জামা-গয়না বানিয়েও দেন। একটা ভাড়ার দোকানে ১০ বছর ব্যবসা চালানোর পর এক বছর আগে নিজের দোকান করতে পেরেছেন। বলছিলেন 'পরিবারের সহযোগিতাটাই আসল। সেটা পেয়েছি বলেই আজ আমি এই জায়গায় দাঁড়িয়ে।'

শুধু শিলিগুড়ি নয়, সারাদেশেই ব্যবসার ক্ষেত্রে নারী উদ্যোক্তার সংখ্যা দ্রুতহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি সেক্টরে বর্তমানে লক্ষ লক্ষ নারী উদ্যোক্তা যুক্ত হয়েছেন। ফ্যাশন, ফুড প্রসেসিং, ই-কমার্স, এড-টেক, হ্যান্ডিক্রাফট, সার্ভিস সেক্টরে তাদের অংশগ্রহণ এখন চোখে পড়ার মতো। মেয়েদের জন্য সরকারি সুযোগসুবিধা এবং ব্যাংক ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে সুবিধার জন্য এই অগ্রগতি সম্ভব হচ্ছে। তাছাড়াও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের সুযোগ, সোশ্যাল মিডিয়া, অনলাইন স্টোর, ইউটিউব, ইনস্টাগ্রাম মার্কেটিং, ডিজিটাল পেমেন্ট— এইসবের কারণে নারীরা ঘরে বসে ব্যবসা চালাচ্ছেন। ফলে গৃহলক্ষ্মীরা এখন বাণিজ্যেও মাথা তুলছেন।

সংসার সামলে নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে ব্যবসার জগতে অন্যদের সঙ্গে নিজেদের নাম উজ্জ্বল করেছেন চার নারী। ছেলেমেয়েকে কোলে নিয়ে সংসার সামলে তৈরি করেছেন নিজের এক পৃথক পরিচয়, লিখেছেন **পারমিতা রায়**

উন্নত শির চার নারী

উমার লড়াই

ছোট থেকেই পরিবারের সকলকে ব্যবসা করতে দেখেছেন উমা মাহেশ্বরী। ব্যবসায়িক পরিবারে বড় হয়ে ওঠায় তিনিও ব্যবসার জগতে নিজের নাম জড়াতে চাইতেন। ১৮ বছর বয়স থেকে শুরু করেন নানা বিজনেস। এখন তিনি ওয়াটার সাপ্লাইয়ের নানা জিনিস যেমন পিভিসি পাইপ, ট্যাংক থেকে শুরু করে আরও অনেক জিনিস তৈরি ও তা বিক্রি করেন। গোটা উত্তরবঙ্গেই ছড়িয়েছে তাঁর ব্যবসা। শিলিগুড়িতে বর্তমানে তাঁর দুটি কারখানা ও দোকান রয়েছে। তিনি এখনও অবধি অনেক মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগও করে দিয়েছেন। আজ প্রায় পঞ্চাশ ছুঁইছুঁই তাঁর বয়স। এই সময়ে দাঁড়িয়ে যখন নিজের দীর্ঘ এই যাত্রাটি দেখেন তখন অনেকটাই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। উমার কথায়, 'আমি যে ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত তাতে অনেক প্রতিযোগিতা রয়েছে। পুরুষদের সংখ্যাই বেশি আমাদের এই সেক্টরে। তাই নিজেকে প্রমাণ করার লড়াইটা প্রতিদিনের।'

স্বনির্ভরতার লিপি

মেকআপ, সাজসজ্জা এইসবের কথা শুনলে অনেকেই মনে করেন শখের জিনিস। তবে এটাই যে ভবিষ্যৎ গড়তে পারে তা কয়েকবছর আগেও অনেকেই ভাবতেই পারতেন না। এখন মেকআপের জগতে পরিচিত নাম লিপি পাল ভাওয়াল। দীর্ঘ লড়াইয়ের পর শুধু শিলিগুড়ি শহরই নয়, গোটা পশ্চিমবঙ্গে তাঁর সুনাম রয়েছে। অনেকের কেরিয়ার গড়ার জার্নিটা বিয়ের আগে শুরু হলেও লিপির ক্ষেত্রে তা উলটো। বিয়ের পর মা হওয়ার পর তিনি নিজের কাজ শুরু করেছিলেন। এরপর নিজের হাতে শুধু মেকআপ করাই নয় বরং তার সঙ্গে সঙ্গে শেখানোর কাজও শুরু করেন। বর্তমানে শিলিগুড়ি ছাড়া কলকাতা, ত্রিপুরা, অসমে গিয়েও তিনি সেমিনার থেকে শুরু করে মেকআপের ক্লাস করান। এখনও অবধি প্রায় পাঁচ হাজার জনকে তিনি কাজ শিখিয়েছেন ও স্বনির্ভরতার পথ দেখিয়েছেন। একজন মা হওয়ার পাশাপাশি নিজেকে সফল করে তোলার লড়াইটা খুব একটা সহজ ছিল না বলেই জানান লিপি। তাঁর কথায়, ' কিছু করতে হবে এই চিন্তাটা সব সময়ই মাথায় ছিল। আমার পরিবারকে খুব পাশে পেয়েছি, বিশেষ করে আমার মাকে। নাহলে হয়তো এত কিছু সম্ভব হত না।'

পায়েলের স্বপ্ন

অন্যের স্বপ্নের ঘর সাজিয়ে নিজের স্বপ্ন পূরণ করছেন পায়েল পেরিয়াল। ইন্টিরিয়র ডিজাইন সহ ইন্টিরিয়রের নানা জিনিস তৈরির ব্যবসা রয়েছে তাঁর। শিলিগুড়িতে তাঁর দরজা, সিলিং সহ নানান জিনিস তৈরির কারখানা রয়েছে। শুধু শিলিগুড়িই নয়, গোটা উত্তরবঙ্গ সহ সিকিমেও তাঁর ব্যবসার প্রসার রয়েছে। পুরোটা একা হাতেই সামলাচ্ছেন তিনি। ইন্টিরিয়র ডিজাইনিং শিখে কিছু করার ইচ্ছে নিয়েই শহরে শুরু করেছিলেন এই কাজ। ধীরে ধীরে এই কাজে লাগা নানা জিনিস তৈরির কাজও করছেন তিনি। যখন সন্তান ছোট ছিল সেই সময় কাজটা সামলানো কঠিন ছিল। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সবটা সহজ হয়ে গিয়েছে বলেই জানান তিনি। বর্তমানে নিজের কাজকে নিয়ে আরও এগিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে রয়েছে তাঁর। পরিবারের সকলকে ছোটর থেকেই বিজনেস করতে দেখে তাঁরও ইচ্ছে হয় ব্যবসার দুনিয়াতেই জড়ানোর। পায়েলের কথায়, 'খুব একটা প্রতিকূলতা এসেছে তা নয়, শুরু থেকেই পরিবারকে পাশে পেয়েছি। তবে সাফল্যের চাবিকাঠিই হল পরিশ্রম, যা করে যেতেই হবে।' প্রায় ১০০ জন তাঁর সঙ্গে বর্তমানে কাজ করছেন।

ফ্যাশন দেবী

ছোট থেকে ফ্যাশন ডিজাইনিংয়ের শখ ছিল দেবী দে'র। স্কুলে থাকাকালীন টেলারিংয়ের কাজও শিখেছিলেন। তবে ফ্যাশন ডিজাইনিংটা শেখা ছিল না। এরপর বাবার অসুস্থতার কারণে তাড়াতাড়ি বিয়েও হয়ে যায় দেবীর। শুরু হয় নতুন পথচলা। শ্বশুড়বাড়ির আগ্রহেই ফ্যাশন ডিজাইনিং নিয়ে পড়াশোনা করেন। প্রথমে চাকরি করলেও সবসময়ই নিজের কিছু করার ইচ্ছে ছিল তাঁর। সেই থেকেই কঠিন পরিশ্রম ও দীর্ঘ লড়াই করেই ফ্যাশনের দুনিয়ায় পরিচিতি তৈরি করেছেন। শিলিগুড়িতে যেমন তাঁর স্টুডিও রয়েছে তেমনি চলে ফ্যাশন ডিজাইনিং শেখানোর ক্লাস। তাঁর স্পেশালিটি হল বাংলা ও অসমের গামছা দিয়ে তৈরি নানা ধরনের ড্রেস। যা নিয়ে আন্তর্জাতিক মঞ্চে ফ্যাশন শোও করেছেন তিনি। অনেক মহিলা যাঁরা এই জগতে স্বনির্ভর হতে চান তাঁদের পথ দেখিয়েছেন তিনি। দেবীর কথায়, 'অনেক পরিশ্রম করে আজ এই জায়গায় পৌঁছেছি। ফ্যাশন কী, কী কাজ করছি তা বোঝাতেই অনেকটা সময় লেগেছে আমার। তবে এখন বলতে পারি স্বপ্ন দেখা উচিত, দেখলে পূরণ হবেই।'

উপনগরীতে চুরি বাড়ছে

শিলিগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : শিলিগুড়ি শহরের অদূরে থাকা মাটিগাড়ার উপনগরীতে ফাঁকা বাড়িতে চুরির প্রবণতা অব্যাহত। চলতি সপ্তাহে এখানে একটি ফাঁকা বাড়িতে জানলার গ্রিল ভেঙে ভেতরে ঢুকে চুরির ঘটনা সামনে এসেছে। গত এক মাস ধরে উপনগরীতে একের পর এক চুরির ঘটনায় বাসিন্দারা ক্ষুব্ধ। উপনগরী চত্বরে পুলিশ ফাঁড়ি থাকলেও দুষ্কৃতীদের দাপট নিয়ে বাসিন্দারা প্রশ্ন তুলেছেন। পুলিশ টহলদারি না চালানোর কারণেই সমস্যা হচ্ছে বলে বাসিন্দাদের দাবি। নিয়মিত নজরদারির পাশাপাশি অভিযোগের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন।

চলতি সপ্তাহের সোমবারেই মাটিগাড়া থানায় একটি অভিযোগ দায়ের হয়। শ্যামল মণ্ডল জানিয়েছেন, উপনগীতে থাকা বাড়িতে তাঁর নিয়মিত থাকা হয় না। ওই বাড়িতে যে চুরি হয়েছে তা ১২ নভেম্বর শ্যামলের এক আত্মীয় প্রথমে খেয়াল করেন। ঘরে সবকিছু ওলটপালট অবস্থায় ছিল। পরে সেই আত্মীয় শ্যামলকে খবর দেন। শ্যামল গিয়ে দেখেন ঘরের আলমারি থেকে নগদ টাকা ও গয়না চুরি করা হয়েছে। এরপর তিনি মাটিগাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

গত এক মাসে উপনগরীতে পাঁচটিরও বেশি ফাঁকা বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটেছে। একের পর এক অভিযোগের ভিত্তিতে একজনকে পুলিশ গ্রেপ্তারও করেছিল। তার কাছ থেকে চুরি যাওয়া কিছু সামগ্রী উদ্ধারও করা হয়। কিন্তু তারপরও চুরির ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। এনিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা ষষ্ঠী দাস, রমেন আগরওয়ালের মতো অনেকেই ক্ষোভ জানিয়েছেন। ষষ্ঠীর কথায়, 'উপনগীতে প্রচুর বাড়ি খালি রয়েছে। চুরি ঠেকাতে কড়া নজরদারি প্রয়োজন।'

বইমেলা ৫ ডিসেম্বর

শিলিগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : দেশের অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য এবারও উত্তরবঙ্গ বইমেলায় যোগ দিচ্ছে না বাংলাদেশের প্রকাশনী সংস্থাগুলি। গত বছরও বাংলাদেশের কোনও স্টল ছিল না। গ্রেটার শিলিগুড়ি পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত ৪৩তম উত্তরবঙ্গ বইমেলা ৫ ডিসেম্বর শুরু হয়ে শেষ হবে ১৪ ডিসেম্বর। তবে মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে ৪ ডিসেম্বর বলে উদ্যোক্তাদের তরফে জানানো হয়েছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের মেলা প্রাঙ্গণে প্রত্যেকদিন দুপুর ২টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত চলবে কেনাকাটা এবং বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান। বইমেলায় কলকাতার পাশাপাশি দিল্লি, মুম্বই, প্রয়াগরাজের প্রকাশনী সংস্থাগুলি যোগ দেবে বলে উদ্যোক্তাদের তরফে জানানো হয়েছে। বইমেলা কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক মধুসূদন সেন বলছেন, 'বাংলাদেশের স্টল না থাকলেও সেখানকার লেখকদের এবং প্রকাশনী সংস্থাগুলির বই থাকবে বিভিন্ন স্টলে।'

অপাংক্তেয় পুরুষ

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : শিলিগুড়ি শহরে নিঃশব্দেই কেটে গেল পুরুষ দিবস। সেলিব্রেশন বলতে সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখা গেল যতটুকু। এছাড়া শহরে এই দিনটি উপলক্ষ্যে আর কোথাও কোনও অনুষ্ঠান দেখা যায়নি। রেস্তোরাঁ, পাবগুলো যেখানে বিভিন্ন বিশেষ দিনকে ঘিরে চমক রেখে ব্যবসা করে থাকে সেখানেও এইদিন উপলক্ষ্যে কোনও আয়োজন চোখে পড়েনি।

কেন এই দিনটি আজও পিছিয়ে তা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে নিপীড়িত পুরুষদের নিয়ে কাজ করা অল বেঙ্গল মেনস ফোরামের সভাপতি নন্দিনী ভট্টাচার্য জানান, কলকাতায় কিন্তু পুরুষদের জন্য বিভিন্নরকমের অনুষ্ঠান করা হয়েছে। এমনকি পুরুষরা নিজেরাও উদ্যোগ নিয়ে দিনটি সেলিব্রেট করেছেন। কিন্তু শিলিগুড়িতে পুরুষরা নিজেরাও কেন চুপ বুঝতে পারছি না। নিজেদের এগিয়ে আসতে হবে, যেমন নারীরা এগিয়ে এসেছেন।

এই শহরে রেস্তোরাঁ, পাব, বেকারি, জুয়েলারি দোকান, গিফট হাউসগুলোতে বিশেষ দিন ঘিরে বাড়তি প্রস্তুতি থাকে। কিন্তু পুরুষ দিবসে সেসব কিছুই চোখে পড়ল না। এমনকি অনুষ্ঠান অনুযায়ী কেকের দোকানগুলোতেও সেই থিমে কেক তৈরি করা হয়। বিভিন্ন কেকের দোকান ঘুরেও তা চোখে পড়েনি।

সুভাষপল্লির একটি কেকের দোকানের কর্মীর সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, মাতৃদিবস, নারী দিবসের মতো পুরুষ দিবসে সেভাবে কেকের চাহিদা থাকে না। পেশায় একটি বেসরকারি সংস্থার হিসেবরক্ষক সূর্য সেন কলোনির বাসিন্দা বিশ্বনাথ সরকার। এই দিনটি নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করতেই জানান, এমন যে দিন রয়েছে তাই আমার জানা নেই। এমনকি সারাদিনে কেউ আমাকে শুভেচ্ছাও জানায়নি। তাই অন্যদিনের মতো এই দিন কেটেছে। এই দিনের ব্যাপারে জানা থাকলেও আক্ষেপ করে সূর্য সেন কলেজের পড়ুয়া বিজয় সাহা বলে, 'নারী দিবস উপলক্ষ্যে শহরে কতরকমের অনুষ্ঠান দেখি কিন্তু পুরুষ দিবসে সেসব কিছুই চোখে পড়ল না।'

> নারী দিবস উপলক্ষ্যে শহরে কতরকমের অনুষ্ঠান দেখি। কিন্তু পুরুষ দিবসে সেসব কিছুই চোখে পড়ল না।
>
> **বিজয় সাহা** *সূর্য সেন কলেজ*

নারী ও পুরুষ সমান সমান হলেও সেলিব্রেশনের দিকে যেন নারীকেন্দ্রিক দিনগুলো বেশি সেলিব্রেট করা হয়ে থাকে। শিলিগুড়ি নেতাজি বয়েজ প্রাথমিক স্কুলের টিচার ইনচার্জ কাঞ্চন দাসের কথায়, 'নারীরা একসময় অনেক অবহেলিত ছিল বলেই হয়তো আজ তাঁদেরকে বেশি করে সেলিব্রেট করা হয়ে থাকে। তবে সমাজে পুরুষদের অবদানও কিন্তু কম নয়। তাই দুটো দিবসই সমানভাবে পালন করা উচিত বলে মনে করছি।'

২২তম শিলিগুড়ি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মেয়র গৌতম দেব সহ পরিচালক সুদেষ্ণা রায়।

চলচ্চিত্র উৎসব শুরু

শিলিগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : জন্মশতবর্ষে দুই কিংবদন্তি- ঋত্বিক ঘটক ও সলিল চৌধুরী। আর এই শিল্পীদ্বয়কে শ্রদ্ধা জানিয়ে শিলিগুড়ি সিনে সোসাইটির উদ্যোগে বুধবার থেকে দীনবন্ধু মঞ্চে শুরু হয়ে গেল ২২তম শিলিগুড়ি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মুখ্য অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে শিলিগুড়িতে ঋত্বিকের শতবর্ষ উদযাপনে প্রদর্শনী আয়োজনের প্রস্তাব দিলেন পরিচালক সুদেষ্ণা রায়।

ঋত্বিক চিরকাল বাংলা চলচ্চিত্র জগতের এক ব্যতিক্রমী চরিত্র। কেবল বিনোদনের জন্য তিনি সিনেমা বানাননি। বরং তাঁর সিনেমা ছিল বক্তব্য প্রকাশের জোরালো মাধ্যম। সুদেষ্ণা বলেন, 'কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ঋত্বিক ঘটকের শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে নন্দনে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। শিলিগুড়িতেও ঋত্বিক ঘটক ফেস্টিভাল আয়োজন করা হলে, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সিনে অ্যাকাডেমির সঙ্গে কথা বলে সেই প্রদর্শনী এখানেও আয়োজিত করা যাবে।' পরিচালকের এই প্রস্তাবে আনন্দিত শহরের সিনেমাপ্রেমীরা।

শিলিগুড়ি সিনে সোসাইটির সম্পাদক প্রদীপ নাগ এ প্রসঙ্গে বলেন, 'সরকারি উদ্যোগে যদি পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের ছবির প্রদর্শনী করা হয় তাহলেই ভালো। কারণ সরকারি সাহায্য ছাড়া এই ধরনের প্রদর্শনী আয়োজন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।' উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব পরের বছর থেকে কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সঙ্গে শিলিগুড়ির উৎসবকে সংযুক্ত করার চেষ্টা করবেন বলে জানান।

চলতি বছর শিলিগুড়ি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে মোট ১০টি ছবি দেখানো হবে। উদ্বোধনী সিনেমা হিসেবে সুদেষ্ণা রায় ও অভিজিৎ গুহ পরিচালিত 'আপিশ' ছবিটি দেখানো হল। বাকি দিনগুলোতে রয়েছে নেপালের ছবি 'ক্রলিং ক্রোজ', ব্রাজিলের ছবি 'ফাইভ ইন দ্য আফটারনুন', শ্রীলঙ্কার ছবি 'দ্য অ্যাশেন ক্লাউড', পর্তুগালের ছবি 'অ্যা স্টোন ড্রিমস অফ ব্লজম', ভারতীয় ছবি 'ইয়াকাসিস ডটার', মন্টিনিগ্রোর ছবি 'ওবরাজ', ইরানের ছবি 'অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে', রাশিয়ার ছবি 'ওয়ানগিন হোটেল' এবং ভিয়েতনামের ছবি 'ইমপার্মানেন্ট রেসিডেন্স'।

২৩ নভেম্বর পর্যন্ত শিলিগুড়ি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব চলবে। সুদেষ্ণা ও গৌতম ছাড়াও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান দিলীপ দুগার, শিলিগুড়ি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সভাপতি সঞ্জীবন দত্ত রায়, শেখর চক্রবর্তী প্রমুখ।

পৃথিবীর পাঠশালা

ফ্রি এয়ার ফ্রি চার্জিং

জার্মানির সাইকেলপ্রেমীদের জন্য বিরাট খবর। পরিবেশ বাঁচাতে এবং মানুষকে আরও সাইকেল চালানোয় উৎসাহিত করতে জার্মান শহরের এক দারুণ ব্যবস্থা করেছে। শহরের আভ্যন্তরীণ আর পাবলিক এরিয়াতে বসানো হয়েছে 'সাইকেল সারাই পোল'। একদম ফ্রি সার্ভিস। টায়ার পাংচার হয়েছে বা ব্রেক অ্যাডজাস্ট করতে হবে, টুলে রয়েছে সব সরঞ্জাম, সঙ্গে ফ্রি এয়ার পাম্প। আর এই যুগে সবচেয়ে জরুরি জিনিসটা ভুললে চলে না, এখানে ইউএসবি চার্জিং পোর্টও রয়েছে। দরকার হলে মোবাইল চার্জ করে নিতে পারবেন। এই পদক্ষেপ দেখিয়ে দিল, সাইকেল আরোহীরাও রাস্তায় ভিআইপি, শুধু গাড়িচালকরা নন। পরিবেশবান্ধব শহরের দিকে এটা সত্যিই একটা স্মার্ট পদক্ষেপ।

বালি দিয়ে লেখো

গ্রাসকে পাত্তা দেয় না।

বন ধ্বংস নিয়ে যখন বিশ্বজুড়ে চিন্তা, তখন চিন এক চমৎকার সমাধান নিয়ে হাজির। তারা মরুভূমির বালি থেকে 'স্টোন পেপার' বানিয়ে ফেলেছে। এই কাগজ তৈরি করতে একটিও গাছের দরকার নেই, নেই ব্লিচ

বা জলের ব্যবহারও। এ যেন এক ঢিলে দুই পাখি মারা, গাছও বাঁচল, আর মরুভূমির বালিও কাজে লাগল। সূক্ষ্ম গুঁড়ো করা ক্যালসিয়াম কার্বনেট (যা বালি ও চুনাপাথরে থাকে) দিয়ে তৈরি এই কাগজটি মসৃণ, টেকসই এবং জলরোধী। সবথেকে বড় কথা, প্রচলিত কাগজের চেয়ে এটি ৬০ শতাংশ কম কার্বন নির্গমন করে। চিন দেখিয়ে দিল, যদি পরিবেশের কথা ভাবা যায়, তবে বালিও কলম ধরার যোগ্য কাগজ হতে পারে।

টিক টিক চলছে ঘড়ি

অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ডের উপকূলে সার্ফিং করতে গিয়ে এক ব্যক্তি যা আবিষ্কার করলেন, তা রূপকথার মতো। বালি আর কোরালের নীচে চাপা পড়ে থাকা একটি রোলেক্স সাবমেরিনার ঘড়ি, যেটা প্রায় এক দশক আগে হারিয়ে গিয়েছিল। সার্ফার যখন ঘড়িটি তুললেন, তখন প্রায় হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে যাওয়ার জোগাড়, ঘড়িটি তখনও টিক টিক করে চলছে। ১৯৫৩ সালে ডুবুরিদের জন্য তৈরি এই ঘড়িটি ৩০০ মিটারের বেশি গভীরতা সহ্য করতে সক্ষম। নোনা জল, চাপ, আর এতগুলো বছর জলের নীচে থাকার পরেও ঘড়িটার যান্ত্রিক হৃদযন্ত্র একটুও থামেনি। এই ঘড়ি যেন প্রমাণ করে দিল, আসল কোয়ালিটি জিনিস কালের

টিউমারকে জমিয়ে দাও

সিঙ্গাপুরের ডাক্তাররা এবার এক নতুন কৌশল নিয়ে এসেছেন, এমআরআই-নির্দেশিত 'ক্রায়োঅ্যাবলেশন'। সহজ কথায়, এটি এমন এক মেশিন যা টিউমারকে মুহূর্তে জমিয়ে মেরে ফেলে। এই প্রযুক্তিতে অতি-শীতল গ্যাস ব্যবহার করে টিউমার টিস্যুর তাপমাত্রা মাইনাস ৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস নামিয়ে আনা হয়। ফলে অস্ত্রোপচার, বিকিরণ বা বড় কোনও ধকল ছাড়াই ক্যানসার কোষ শেষ। ডাক্তাররা এমআরআই স্ক্রিন দেখতে দেখতে একটি পাতলা প্রোব ঢুকিয়ে টিউমারকে টার্গেট করেন। রোগীদের যন্ত্রণা থেকে তাৎক্ষণিক

মুক্তি মেলে এবং অনেকেই সেদিনই বাড়ি চলে যেতে পারেন। ক্যানসারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এটা সত্যিই এক 'কোল্ড' হিট।

ধীরগতিতে ফ্লাইওভার, ভোগান্তি

অমর সরকার

শিলিগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : বালাসন থেকে সেবক ক্যান্টনমেন্ট পর্যন্ত এলিভেটেড করিডর নির্মাণের কাজ চলছে। আর এই কাজে অসন্তুষ্ট স্থানীয় ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে পথচলতি মানুষ। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, খুব ধীরগতিতে কাজ চলছে। ফলে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। বালাসন থেকে কাজ ঠিকমতো এগোলেও শালুগাড়ার উপর দিয়ে ফ্লাইওভার তৈরির কাজ নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ জমছে।

বছরখানেক হল রাস্তার কাজ শুরু হয়ে অনেকটাই এগিয়েছে। কিন্তু চেকপোস্ট থেকে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় পর্যন্ত ফ্লাইওভার নির্মাণের কাজ এখনও চলছে। আর তার জেরেই নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন গাড়িচালক থেকে শুরু করে স্থানীয়রা। রোজ এই রাস্তা ব্যবহার করে বহু পর্যটকের গাড়ি পাহাড়ে ওঠে। রাস্তার কাজ শুরু হওয়ায় সেই রাস্তা একমুখী করা হয়েছে। এর ফলে রাস্তা অনেকটাই সরু হয়েছে। ব্যস্ত সময়ে বহুদূর পর্যন্ত গাড়ির লাইন পড়ে যায়।

শুধু তাই নয় অভিযোগের তালিকায় রয়েছে, কাজের জেরে এলাকায় ধুলো ও দূষণের ভোগান্তিও। স্থানীয় ব্যবসায়ী দীপ তামাং বলেন, 'কাজ শুরু হওয়ার পর থেকে ব্যবসা কমে গিয়েছে। যেখানে কাজ চলছে সেখানে জল দেওয়ার পরও ধুলো ওড়া কমে না। রাস্তার কাজ চলছে তাই বড় গাড়ি দাঁড়াতে দেওয়া হয় না। তাই দোকানে লোক আসা কমে গিয়েছে। যাতে দ্রুত কাজ শেষ হয় সেদিকে প্রশাসনের নজর দেওয়া প্রয়োজন।' তিনি আরও বলেন, 'রাস্তা নির্মাতা সংস্থার নজরদারিতে যেন দু'বেলা রাস্তায় জল দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।' এ বিষয়ে রাস্তা নির্মাতা সংস্থার এক কর্মীর দাবি, 'কাজ দ্রুতগতিতেই চলছে এবং জলও দেওয়া হচ্ছে। প্রয়োজনে তিনবার জল দেওয়া হবে। ওপরে কাজ হওয়ার কারণে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। সেই কারণে রাস্তায় যানজট তৈরি হচ্ছে।' গাড়িচালক সুজিত বিশ্বাস বলেন, 'কাজ শেষ হলে যাতায়াতে অনেক সুবিধা হবে।'

হাত খোয়ালেন মহিলা শ্রমিক

কোচবিহার, ১৯ নভেম্বর : কারখানায় কাজ করতে গিয়ে হাত কাটা পড়ল এক মহিলা শ্রমিকের। বুধবার দুপুরে কোচবিহারের চকচকা শিল্পবিকাশ কেন্দ্রে ঘটনাটি ঘটেছে। এরপর তড়িঘড়ি তাঁকে কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁর অস্ত্রোপচার হয়েছে। আহত শ্রমিকের নাম আজমা বিবি। তিনি শিল্পবিকাশ কেন্দ্রের একটি পাটমিলে কাজ করেন। কাজ করার সময় আচমকাই মেশিনে তাঁর শাড়ি আটকে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটে।

টিমকে তলব

প্রথম পাতার পর

তবেন বর্মনের বক্তব্য তদন্ত আরও জটিল করে দিয়েছে। তিনি বলেন, 'রাত দশটা অবধি জেগে ছিলাম। কোনও আওয়াজই পাইনি। কেউ চিৎকার করলে অবশ্যই সেই শব্দ আমার কানে আসত। কারণ এই জায়গাটা পুরোপুরি নিঝুম।' শনিবার কাজ করে ফেরার সময় অনিমা একটি প্লাস্টিকের বোতল নিয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন তাঁর সহকর্মী প্রণীতা ছেত্রী। তিনি বলেন, 'অনিমা কোনও সময় কারখানা থেকে কিছু নিয়ে যায় না। ওইদিন বিকেলে কারখানায় তৈরি হওয়া একটি প্লাস্টিকের বোতল নিয়েছিল। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে সেই বোতলে জল খাবে বলে জানিয়েছিল। সেই বোতলেরও কোনও হদিস ঘটনাস্থলে পাওয়া যায়নি।' শুধুমাত্র সাইকেল ও দুজনের দেহ ছাড়া আর কোনওকিছুই ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার না হওয়ায় রহস্য বাড়ছে। পরতে-পরতে থাকা রহস্য ফরেন্সিক তদন্তেই এখন কিনারা হতে পারে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরাও। ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং জানিয়েছেন, তদন্তে অগ্রগতির সঙ্গে সমস্ত দিকই খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

কোন রাজ্যের ভোটার, এসআইআর শুরু হওয়ায় প্রশ্ন
ঘুম উড়েছে হামিদপুর চরবাসীর

কল্লোল মজুমদার

নৌকায় গঙ্গা পারাপার হামিদপুরের বাসিন্দাদের।

মালদা, ১৯ নভেম্বর : গঙ্গার চরেই ওঁদের সব কিছু। কিন্তু নদীর রুদ্রমূর্তি ফি বছরই নজরুল, আখতারুলদের উদ্বাস্তু করে দেয়। চর পেরিয়ে মূল ভূখণ্ডে আসতে হলে ভরসা নৌকা। নৌকায় গাদাগাদি করে ঝুঁকি নিয়ে গঙ্গা পেরোনো ছাড়া উপায় নেই। নদীর স্রোতের মতোই ওঁদের ঠিকানাও বদলে যায়। ওঁদের নাম কখনও বিহারের, কখনও ঝাড়খণ্ডের, আবার কখনও পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকায়। ঠিক এখানেই এখন কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। এসআইআর শুরু হওয়ার পর রাতের ঘুম উড়েছে কালিয়াচক ২ নম্বর ব্লকের হামিদপুর চরের বাসিন্দাদের।

২০০২ সালে যে বসতের ভোটারই ছিলেন না ওঁরা। সেসময়ে নাম ছিল ঝাড়খণ্ডে। তারপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে। হামিদপুর চর আর বাসিন্দাদের নিয়ে ঝাড়খণ্ড আর বাংলার মধ্যে দড়ি টানাটানি চলেছে বিস্তর। কড়া নাড়তে হয়েছে আদালতের দোরগোড়ায়। শেষে ওঁদের নাম ওঠে পশ্চিমবঙ্গে। কিন্তু সে তো ২০০২-এর অনেক পরে। তাই আবার ২০২৬ সালে তাঁদের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়তে পারে বলে আশঙ্কায় ভুগছেন হামিদপুর চরের হাজার দুয়েক ভোটার।

গঙ্গার ভয়াবহ ভাঙনে হামিদপুর চরের হাজার পাঁচেক মানুষের ঠিকানা বারবার বদলে গিয়েছে। ১৯৭১ সালে নিত্যানন্দপুর মৌজার হামিদপুর ছিল পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত। কিন্তু গঙ্গাভাঙন এবং নদী দিয়ে দুই রাজ্যের সীমানা ভাগের নীতির জেরে সেবছরই হামিদপুর চর চলে যায় অবিভক্ত বিহারের মধ্যে। এরপরই ওই এলাকার মানুষ পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভুক্তির জন্য আন্দোলন শুরু করেন। অবশেষে ২০১০ সালে ফের পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় হামিদপুর চর। আর সমস্যাটা এখানেই।

এখন পশ্চিমবঙ্গে শুরু হওয়া এসআইআর-এর মূল নথি হিসাবে ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় ভোটারের নাম বা ভোটারদের আত্মীয়র নাম থাকা আবশ্যিক। কিন্তু বর্তমানে হামিদপুর চরে যে বাসিন্দারা রয়েছেন ২০০২-এর পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকায় তাঁদের নাম নেই। আর তাই ওই চরের হাজার দুয়েক ভোটার প্রবল আশঙ্কায় ভুগছেন। অস্তিত্ব সংকটে পড়েছেন ওই চরের পাঁচ হাজারেরও বেশি মানুষ।

আর এখানেই প্রশ্ন উঠেছে। তবে কি এসআইআর-এর ফলে হামিদপুর চরের সকলেরই নাম পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাবে? জেলার নদী আন্দোলনের অন্যতম নেতা কেদারনাথ মণ্ডলের বক্তব্য, 'এই হামিদপুর চর কোনও সময় বিহার, কোনও সময় ঝাড়খণ্ড, আবার কোনও সময় পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে পড়েছে। এই এলাকার মানুষ যেন পিংপং বল।'

> এই হামিদপুর চর কোনও সময় বিহার, কোনও সময় ঝাড়খণ্ড, আবার কোনও সময় পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে পড়েছে। এই এলাকার মানুষ যেন পিংপং বল।
>
> **কেদারনাথ মণ্ডল,** মালদার নদী আন্দোলনের অন্যতম নেতা

তাঁর কথায়, 'শুধু এই হামিদপুর চরই নয়, মালদা জেলার বিভিন্ন ব্লকে ভাঙনের জন্য গজিয়ে উঠেছে বেশকিছু চর। এর মধ্যে ইংরেজবাজারে রয়েছে একটি, কালিয়াচক ২ নম্বর ব্লকে রয়েছে ৩০টি, কালিয়াচক ৩ নম্বর ব্লকের রয়েছে ছয়টি, মানিকচক ব্লকে রয়েছে ৩৩টি চর। এছাড়াও রতুয়া ২ নম্বর ব্লকের ১৫টি চর। কমবেশি প্রতিটি চরের বাসিন্দাদের একই সমস্যা। ভাঙনের জন্য বারবার ঠিকানা পরিবর্তন করতে হয়েছে তাঁদের। তাই ওই চরগুলির বাসিন্দাদের স্থায়ী ঠিকানা বলে কিছু নেই। ২০০২-এর ভোটার তালিকা অনুযায়ী এবার এসআইআর হচ্ছে। তাহলে ওই মানুষগুলির কী হবে?'

কাগজে-কলমে মালদা জেলার আয়তন ৩,৭৩৩ বর্গকিলোমিটার। ১৫টি ব্লকে গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা ১৪৬। মৌজা রয়েছে ১৮১৪টি। কিন্তু নথির সঙ্গে বাস্তব মেলে না। সত্তরের দশক থেকে গঙ্গার ভয়াল ভাঙন এই হিসাবের অনেকটাই ওলটপালট করে দিয়েছে। একাধিক মৌজার সঙ্গে পুরো একটি গ্রাম পঞ্চায়েতে চলে গিয়েছে গঙ্গাগর্ভে। গঙ্গাপাড়ের মানুষজন জানাচ্ছেন, দীর্ঘ বছর ধরে গঙ্গা ধ্বংসলীলা চালালেও টনক নড়েনি কোনও সরকারের। যার ফল ভুগতে হচ্ছে চর এলাকার মানুষকে।

হামিদপুর চরের বাসিন্দা নজরুল শেখ, সমর ঘোষ, আখতারুল ইসলামদের দাবি, এসআইআর নিয়ে চরম দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন এলাকার হাজার দুয়েক মানুষ। শুনেছি প্রশাসনের তরফে বলা হচ্ছে, ঝাড়খণ্ডে ২০০৩ সালে হওয়া এসআইআর-এ নাম থাকলে কোনও অসুবিধা হবে না। তবুও যতক্ষণ না পর্যন্ত হচ্ছে, ততক্ষণ নিশ্চিন্ত হওয়া যাচ্ছে না। গণতান্ত্রিক অধিকার বলে কথা।

অবশ্য গঙ্গাভাঙন নাগরিক অ্যাকশন কমিটির সম্পাদক খিদির বক্স বলেন, 'আমরা খোঁজ নিয়ে জেনেছি, ২০০৩ সালে ঝাড়খণ্ডে এসআইআর হয়েছিল। সেই তালিকা থেকে পাওয়া তথ্য অনুসারে ফর্ম ফিলআপ করছেন এখানকার লোকজন।'

এটিএম লুটে ধৃত মাস্টারমাইন্ড

শুভদীপ শর্মা

ধৃত আফজল খানকে আদালতে নিয়ে যাচ্ছে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ।

লাটাগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : ময়নাগুড়ির বৌলবাড়িতে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের একটি এটিএম লুটের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত আফজল খানকে রাজস্থান থেকে ময়নাগুড়িতে নিয়ে এল পুলিশ। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে একাধিক এটিএম লুট ও ব্যাংক ডাকাতির ঘটনায় অভিযুক্ত আফজল। গত অক্টোবরে তাঁকে রাজস্থানের আলোয়াড় থেকে গ্রেপ্তার করে কিষানগড় থানার পুলিশ। এতদিন কিষানগড় সাব-জেলে বন্দি ছিলেন আফজল। বুধবার আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁকে সাতদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই ধরনের আরও অপরাধের কিনারা হবে বলে মনে করছেন তদন্তকারী অফিসাররা।

গত ১৩ জুন ময়নাগুড়ির বৌলবাড়ি বাজারে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের এটিএম গ্যাস কাটার দিয়ে কেটে প্রায় ৪৫ লক্ষ টাকা নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। ঘটনার পর অভিযুক্তরা বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে গা-ঢাকা দিয়েছিল। সেই সময় জড়িত চারজনকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছিল পুলিশ। ধৃতরা বিহার, রাজস্থান ও হরিয়ানার বাসিন্দা। ধৃতদের কাছ থেকে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়েছিল। তবে, বেশিরভাগ টাকা নিয়ে গা-ঢাকা দিয়েছিলেন ঘটনার মূল অপরাধী আফজল খান।

চলতি বছর ৭ মার্চ রায়গঞ্জ ও ইটাহার থানা এলাকায় গভীর রাতে গ্যাস কাটার দিয়ে দুটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের এটিএম কেটে প্রায় ৪৪ লক্ষ টাকা লুট করেছিল দুষ্কৃতীরা। জুলাই মাসে শিলিগুড়ির আশিঘর এলাকায় একটি এটিএম কাউন্টার গ্যাস কাটার দিয়ে কেটে সেখান থেকে ২০ লক্ষ টাকা লুট করে দুষ্কৃতীরা। ময়নাগুড়ি বৌলবাড়ির পাশাপাশি এই সমস্ত এটিএম লুটের কায়দা প্রায় একই হওয়ায় পুলিশের সন্দেহ, আফজলের দলবলই পরপর অপারেশন চালিয়েছিল উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায়। ধৃত আফজলকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পরপর এটিএম লুটের কিনারা করতে চাইছে পুলিশ। ময়নাগুড়ি থানা সূত্রে খবর, রায়গঞ্জের এটিএম লুটের ঘটনাতেও আফজল জড়িত বলে রায়গঞ্জ পুলিশ নিশ্চিত হয়েছে আগেই। তাই আফজলকে জেরা করতে রায়গঞ্জ পুলিশের তরফে ময়নাগুড়ি থানার সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। ময়নাগুড়িতে তদন্ত চলাকালীনই রায়গঞ্জ থানার পুলিশ ময়নাগুড়িতে এসে আফজলকে জিজ্ঞাসাবাদ এবং প্রয়োজনে তারাও তাঁকে হেপাজতে নিতে পারে।

জানা গিয়েছে, ব্যাংক ডাকাতি ও এটিএম লুট ছাড়াও আফজল অন্য অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে রাজস্থানের আলোয়াড় জেলার কিষানগড় থানার পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করেছিল। আফজল হরিয়ানার বাসিন্দা। পুলিশ তদন্তে প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছে, শুধু উত্তরবঙ্গ নয়, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে একাধিক ব্যাংক ডাকাতি ও এটিএম লুটের মাস্টারমাইন্ড আফজল। হাওড়া ব্যাংক ডাকাতির পিছনেও আফজলের মাথা ছিল। বৌলবাড়ির এটিএম থেকে লুট হওয়া ৪৫ লক্ষ টাকার সিংহভাগ আফজলের কাছে থাকলেও সেই টাকার এখনও হদিস পায়নি পুলিশ। তবে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, হরিয়ানার পাশাপাশি রাজস্থানেও আফজলের গোপন ডেরা ছিল। টাকার খোঁজে তাঁকে নিয়ে হরিয়ানা ও রাজস্থানের ডেরাতেও হানা দেওয়ার ভাবনাচিন্তা রয়েছে পুলিশের।

জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেছেন, 'চারজন অপরাধী আগেই গ্রেপ্তার হয়েছিল। আফজলই পলাতক ছিল। তার সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্যপ্রমাণ হাতে এসেছে। তাঁকে রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে।'

হুমায়ুনকে তোপ

বহরমপুর, ১৯ নভেম্বর : অধীর চৌধুরীর রাজনৈতিক সচিব তথা জেলা কংগ্রেস মুখপাত্র জয়ন্ত দাসের তোপের মুখে হুমায়ুন কবীর। বুধবার জয়ন্ত বলেন, 'এই হুমায়ুন কবীরের দরজা মুর্শিদাবাদ জেলার ক্ষেত্রে কংগ্রেস কর্মীরা বন্ধ করে দেবেন। কখনও তাঁর জন্য কংগ্রেস দল খোলা থাকবে না। এটা খুব পরিষ্কারভাবে বুঝে নিতে হবে ওঁকে।' হুমায়ুনের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, 'এই মুহূর্তে এই নতুন দল গড়ার বিষয়টি হুমায়ুন আর তৃণমূলের গেম প্ল্যান। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশেই একসঙ্গে আলোচনা করে হুমায়ুন এই ধরনের কাজ করছেন।' তাঁর মতে, অন্তর্ঘাতি হিসাবেই হুমায়ুন কখনও সিপিএমের সঙ্গে সিট ভাগাভাগি করব বলেছেন, কখনও বলছেন নৌশাদ সিদ্দিকীর সঙ্গেও করব। আবার হাতে কংগ্রেসকেও রাখতে চাইছেন। অবশ্য হুমায়ুন বলেন, 'আমি কোনওমতেই কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করছি না। বরং কংগ্রেসের অনেক নেতৃত্ব ভেতরে ভেতরে অনেকভাবে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে।'

পাতা ঝরার মরশুমে

রাজাভাতখাওয়ায় আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

আনতে আসরে কাউন্সিলাররা

প্রথম পাতার পর

আপাতত শিলিগুড়ি পুরনিগমে শাসকদলের অন্দরের কলহ নিয়ে সরগরম শহরের রাজনীতি। বাইরে থেকে তা তারিয়ে তারিয়ে দেখছেন বিরোধী কাউন্সিলাররা। যে বোর্ড দলীয় কাউন্সিলারদের সংযত করতে পারে না, যে বোর্ডের কাউন্সিলারকে থামাতে গোটা বাহিনীকে নামতে হয়েছে সেই বোর্ড না থাকাই ভালো বলে মত শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈনের। তাঁর বক্তব্য, 'মেয়র নিজের ঘরের কোন্দল সামাল দিতে পারছেন না। বেআইনি নির্মাণ তাঁর দলের একজন কাউন্সিলার সমর্থন করছেন, আবার একজন ভাঙতে যাচ্ছে।' সিপিএমের পরিষদীয় দলের নেতা নুরুল ইসলামের বক্তব্য, 'অতীতে কোনও মেয়রের বিরুদ্ধে কোনও মেয়র পারিষদ এভাবে প্রকাশ্যে কথা বলেননি। এর থেকে বোঝাই যাচ্ছে যে পুর বোর্ডে কী চলছে। আমরা এই সমস্ত ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চাই।'

মঙ্গলবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডে অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে গিয়ে তৃণমূলেরই মেয়র পারিষদ দিলীপ বর্মনের বাধার মুখে পড়তে হয়েছিল আধিকারিকদের। যদিও পরবর্তীতে বিশাল পুলিশবাহিনী এনে মেয়র পারিষদকে আটকে ওই নির্মাণ ভাঙা হয়। এরপরেই ফের একবার মেয়র এবং ডেপুটি মেয়রের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তোলেন দিলীপ। মেয়র এবং ডেপুটি মেয়রের বিরুদ্ধে দুর্নীতিরও অভিযোগ তোলেন। মঙ্গলবার এই ঘটনায় শাসকদলের অন্দরেই দিলীপের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। তড়িঘড়ি মঙ্গলবার রাতেই পুরনিগমের তৃণমূল পরিষদীয় দলের বৈঠক ডাকা হয়। বুধবার দুপুরে পুরনিগমের সভাকক্ষে সাংবাদিক সম্মেলন ডাকা হয়। ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সঞ্জয় শর্মা এবং ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার রঞ্জন শীলশর্মা সাংবাদিক সম্মেলন পরিচালনা করেন। সেখানে রঞ্জন বলেন, 'উনি দলের মধ্যে না বলে ব্যক্তিগত আক্রোশ থেকে ব্যক্তিগত আন্দোলন করছেন। উনি দল থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি। দলে আলোচনা করার অনেক জায়গা রয়েছে। অত দম থাকলে দল ছেড়ে দিয়ে তারপর বলুন। এসব আর বরদাস্ত করার জায়গাতে আমরা নেই। দলের নজর রয়েছে। ব্যবস্থা নিতে সময় লাগছে, তবে এবার ব্যবস্থা হবে।' সঞ্জয় শর্মার বক্তব্য, 'দিলীপ বর্মনের বিরুদ্ধে স্থানীয়দের একাধিক অভিযোগ রয়েছে। আমরা সবকিছুর তদন্ত করছি। উনি যেটা করছেন সেটার বিরোধিতা করছি আমরা।' এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে সামনে ছিলেন না মেয়র এবং ডেপুটি মেয়র। বরং নিজেদের আসন ছেড়ে দিয়ে কাউন্সিলারদের আসনে বসেছিলেন তাঁরা। তাঁদের হয়ে যা বলার কাউন্সিলাররাই বলবেন বলে জানিয়েছেন দুজন।

সাংবাদিক সম্মেলন প্রসঙ্গে দিলীপের বক্তব্য, 'রাজ্যকে আগেও জানিয়েছে এবারও জানাব। রাজ্য যদি মনে করে আমি ভুল করেছি দল থেকে সরাবে, সরিয়ে দিক। কিন্তু আমার অভিযোগ কী তা লিখিত আকারে দিতে হবে। আমি তো আর পাগল হয়ে যাইনি যে উলটোপালটা বলব। যেদিন আমাকে ভরা বোর্ড সভা থেকে বের করে দেওয়া হল সেদিন তৃণমূল কাউন্সিলাররা কোথায় ছিলেন? ওয়ার্ডের জমির দালাল, মাফিয়াদের নিয়ে চলছে সব। তাদের দিয়েই আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করানো হচ্ছে।'

'স্মার্ট' হচ্ছে শৈশব

প্রথম পাতার পর

তত্বক্ষণে মায়েদের পাতা তোলা শেষ। তা বলে সব জায়গায় তো এখনও ক্রেশ হয়নি। যেমন নাগড়াল চা বাগানের ছবিটা আগের মতোই আছে। ওই বাগানের ভাজো লাইনের নমিতা টোপ্পো ২৫ বছর ধরে ডাগরিন। বাগানে পাতা তুলছিলেন রিংকি হেমব্রমরা। কাছেই একটা পলিথিন শিট টাঙানো। নীচে মাটিতে বিছানো আরেকটা পলিথিন শিট। ওতে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল রিংকির এক বছরের ছেলে। আশপাশে আরও দশ-বারোটি শিশু। পরম মমতায় হাতপাখা দিয়ে বাতাস করছিলেন নমিতা। কারও মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন। বলছিলেন, 'দেখুন, কীভাবে তো কী হয়েছে? এরা আমার ছেলেমেয়ের মতোই।'

নাগড়ালার আরেক ডাগরিন বঞ্চি ইন্দোয়ার বললেন, 'হয়তো এখানেও কখনও ক্রেশ তৈরি করা হবে। বাচ্চাদের সুবিধা হবে। এরপর আমাদের ফের পাতা তুলতে হবে।' তাতে বঞ্চি বা নমিতাদের পারিশ্রমিক কমবে না। কিন্তু এই কাজটা হারালে মনটা খারাপ হয়ে যাবে। তাও বঞ্চি বলছিলেন, '১৫-১৬ বছর কয়েকশো ছেলেমেয়েকে মা হয়েছি। তবু চাইছি, এখানে ক্রেশ তৈরি করা হোক। তাতে ওদের ভালো হবে।'

সরকারের তৈরি ক্রেশ রয়েছে বীরপাড়া চা বাগানে। দলমোড় চা বাগানে ক্রেশ নির্মীয়মাণ। নিয়ম মোতাবেক প্রত্যেকটি চা বাগান কর্তৃপক্ষের ক্রেশ তৈরি করার কথা। কিন্তু ৯০ শতাংশ চা বাগানেই তা নেই। তাই সরকার তৈরি করছে। তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের সহ সভাপতি উত্তম সাহার কথায়, 'মালিকপক্ষ তৈরি করলে ডাগরিনরাই শিশুদের দেখভাল করতেন। তবে সরকারকে নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম মানতেই হয়।'

মালে উদ্ধার মহিলা বিএলও'র দেহ

প্রথম পাতার পর

ছেলে ডিসুজা এক্কা বলেন, 'গত কয়েকদিন ধরে এসআইআর-এর কাজের চাপ এতটাই বেড়েছিল যে, বাড়ি ফিরে প্রায়ই কান্নায় ভেঙে পড়তেন মা।'

স্বামী সুখু এক্কা জানান, কয়েকদিন আগে শান্তিমুনি মাল ব্লকের যুগ্ম বিডিওর কাছে গিয়ে বিএলও-র দায়িত্ব থেকে লিখিতভাবে অব্যাহতি চেয়েছিলেন। কিন্তু ব্লক প্রশাসন ওই আবেদন গ্রহণ করেনি। মহকুমা প্রশাসনের এক আধিকারিকের দাবি, অন্য বিএলও-দের মতো ওঁকেও সবরকমের সহযোগিতা করা হয়েছিল। শান্তিমুনির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের পর মালের বিডিও রশ্মিদীপ্ত বিশ্বাস ও যুগ্ম বিডিও তৌফিক আলি তাঁর বাড়িতে গেলেও এ বিষয়ে কোনও কথা বলতে রাজি হননি। মালের মহকুমা শাসক উৎকর্ষ খান্ডালও কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

জলপাইগুড়ির অতিরিক্ত জেলা শাসক (সাধারণ) ধীমান বড়াইয়ের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোন কেটে দেন। তবে জলপাইগুড়িতে জেলা শাসক শামা পারভিন জানান, বিএলও-র ভাষাগত সমস্যার কথা রাজ্য নির্বাচন দপ্তরে জানানো হচ্ছে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, এসআইআর শুরু হওয়া থেকে এখনও পর্যন্ত ২৮ জন প্রাণ হারালেন- তাদের কেউ ভয় বা অনিশ্চয়তায়, আবার কেউ কাজের চাপে।

তথাকথিত নির্বাচন কমিশনের অপরিকল্পিত, নিরন্তর কাজের চাপের জন্যই এতগুলো প্রাণ শেষ হয়ে গেল। যে কাজটা আগে তিন বছরে করা হয়েছিল, সেটা রাজনৈতিক প্রভুদের খুশি করতে নির্বাচনের মুখে দু'মাসে শেষ করার জন্য বিএলও-দের ওপর অমানবিক চাপ তৈরি করা হচ্ছে।

বুধবার সকালে শান্তিমুনির বাড়িতে যান রাজ্যের আদিবাসী কল্যাণমন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক। সেখানে তিনি বলেন, 'এসআইআর আতঙ্কে বহু ভোটার প্রাণ হারাচ্ছেন। এবার কাজের চাপে এক বিএলও-র মৃত্যু হল। একটি সুখী পরিবার ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। এর দায় নির্বাচন কমিশনকেই নিতে হবে।'

বিজেপি অবশ্য শাসকদলের বিরুদ্ধে এসআইআর নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানোর অভিযোগ তুলেছে। বিজেপির জেলা সম্পাদক রাকেশ নন্দী বলেন, 'প্রতিটি মৃত্যুই দুঃখজনক। শান্তিমুনি কাজে সমস্যার কথা জানিয়ে অব্যাহতি চেয়েছিলেন। তাহলে তাঁকে কেন ছাড়া হল না? নতুন কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হল না কেন?'

নাগরাকাটা বিধায়ক পুনা ভেংরার দাবি, 'নির্বাচন কমিশন নিয়ম মেনেই কাজ করছে। শাসকদলের নেতারা মানুষকে ভুল বুঝিয়ে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করছেন।' রাজনৈতিক তর্জার মধ্যেই নির্বাচন কমিশন থেকে জেলা প্রশাসনের কাছে বিষয়টি নিয়ে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে।

তালিকা প্রকাশের নির্দেশ

প্রথম পাতার পর

কল্যাণ বিচারপতির উদ্দেশে বলেন, 'আপনি বললে আমরা বাতিল করে দিচ্ছি। কয়েকজন রয়েছেন, যাঁরা বিরক্ত করার জন্যই মামলা করেছেন।' আদালত অবশ্য বিশেষভাবে সক্ষমদের নিয়োগ না করার সিদ্ধান্তে অনড় ছিল। রায়গঞ্জের নীতীশ ও মালদার দেবলীনা মণ্ডলের পাশাপাশি জয়নাল আবেদিন ও নারায়ণচন্দ্র রানা সম্পর্কে অভিযোগ উঠেছে। তাঁদের নাম দাগি তালিকায় ছিল। কিন্তু ইন্টারভিউয়ে ডাক পেয়েছিলেন। আদালতের বুধবারের নির্দেশে তাঁরা নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে ছিটকে গেলেন।

যদিও এসএসসি'র আইনজীবীর বক্তব্য, জয়নাল আবেদিন ও দেবলীনা মণ্ডলের নামের বানান ভুল। তাঁরা দাগি নন। আংশিক সময়ের শিক্ষকতার পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকলে বাড়তি ১০ নম্বর দেওয়ার দাবিতেও মামলা দায়ের হয়েছিল। নতুন পরীক্ষার্থীদের আইনজীবী ফিরদৌস শামিমের অভিযোগ, পুরো নম্বর পেয়ে অনেকে ইন্টারভিউয়ে ডাক পাননি। অযোগ্যদের নাম রয়েছে। কেউ প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা দেখিয়ে নম্বর পেয়েছেন।

বিচারপতি তখন প্রশ্ন করেন, 'অযোগ্যরাই যে ইন্টারভিউয়ে ডাক পেয়েছেন, সেটা কী করে বুঝলেন?' উত্তরে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য জানান, সম্পূর্ণ তথ্য সহ তালিকা প্রকাশ করলে দাগি কারা, তা স্পষ্ট হবে। এক নামে একাধিক প্রার্থী থাকতে পারেন। কমিশন অবশ্য আদালতে জানিয়ে দেয়, 'কোনও আংশিক সময়ের শিক্ষক ভুল তথ্য দিয়ে থাকলে তাঁর প্রার্থীপদ বাতিল হবে।'

তবে আংশিক সময়ের শিক্ষকদের নিয়ে কমিশনের অবস্থান জানতে চেয়েছে আদালত। 'আনসার কি' সংক্রান্ত মামলায় আবেদনকারীদের অভিযোগ, কিছু প্রশ্নে দুটি উত্তরই সঠিক। তাই ভুল উত্তর দিয়েও অনেকে নম্বর পেয়ে যাবেন। ফলে প্রতিযোগিতার ভারসাম্য নষ্ট হবে। এই নিয়েও কমিশনের বক্তব্য জানতে চেয়েছে আদালত। মামলার পরবর্তী শুনানি ৩ ডিসেম্বর। তার আগে কমিশনের বক্তব্য জানাতে হবে।

নেক কলার পরেই বিমানবন্দরে শুভমান

গুয়াহাটি পৌঁছে গেল ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : ভারত অধিনায়কের জন্য পুরোপুরি অন্যরকম দিন।

তাঁকে নিয়ে শেষ কয়েকদিন ধরে জল্পনার শেষ ছিল না। ভারত অধিনায়ক শুভমান গিলের ঘাড়ের চোট কতটা গুরুতর, তা নিয়ে শেষ কয়েকদিন ধরে প্রবল হইচই হয়েছে। সেই আলোচনা এখনও শেষ হয়ে গিয়েছে, এমন নয়। কিন্তু বুধবার দুপুরে সতীর্থদের সঙ্গে কলকাতা থেকে গুয়াহাটি পৌঁছে গিয়ে শুভমান প্রমাণ করেছেন, তিনি দ্বিতীয় টেস্টে মাঠে নামার আশা এখনও ছাড়েননি। বরং চেষ্টা এখনও চলছে।

ইডেন গার্ডেন্স টেস্ট এখন ইতিহাস। টিম ইন্ডিয়ার জন্য লজ্জা ও কলঙ্কের ইতিহাস। নিজেদের পাতা ফাঁদে নিজেদের ব্যর্থ হওয়ার করুণ কাহিনী। সঙ্গে টেনশনের চোরাস্রোত অধিনায়ক শুভমানকে নিয়ে। শনিবার থেকে গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামে শুরু হতে চলা ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় টেস্টে শুভমান মাঠে নামতে পারবেন কি না, সময় তার জবাব দেবে। কিন্তু তার আগে আজ ভারত অধিনায়কের কলকাতা থেকে গুয়াহাটি যাওয়ার যে ছবি সামনে এসেছে, সেটা মোটেও সুখের নয়।

কলকাতা বিমানবন্দরে নেক কলার পরে এসেছিলেন শুভমান গিল (ইনসেটে)। গুয়াহাটি বিমানবন্দরে নামলে দেখা যায় সেই কলার আর নেই।

আইটিসি সোনার বাংলা হোটেল থেকে বেলা সাড়ে বারোটায় ভারতীয় দলের টিমবাস দমদম বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল। সতীর্থদের সঙ্গে টিমবাসে ছিলেন না শুভমান। ঠিক সেই সময়ই ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে মিডিয়া রিলিজ করে জানিয়ে দেওয়া হয়, গিল দলের সঙ্গে গুয়াহাটি যাচ্ছেন। তাঁর ঘাড়ের সমস্যা আগের তুলনায় ভালো হলেও পুরোপুরি মেটেনি এখনও। চিকিৎসকদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন ভারত অধিনায়ক।

দ্বিতীয় টেস্ট খেলতে গুয়াহাটি পৌঁছে গেলেন ঋষভ পন্থ। বুধবার।

টিমবাসে বিমানবন্দরে না এসে আলাদা গাড়িতে বেলা একটার সামান্য আগে নেক কলার পরে গিল পৌঁছান বিমানবন্দরে। সঙ্গে দলের ফিজিও ও চিকিৎসক। সোজা বিমানবন্দরের অন্দরে সেঁধিয়ে যান গিল। বিমানবন্দরে হাজির ক্রিকেটপ্রেমীরা শুভমান শুভমান ধ্বনি তুললে ভারত অধিনায়ক একবার তাঁদের দিকে হাত নাড়েন। দেখা যায়, গিলকে হাত নাড়তে গিয়ে পুরো শরীর ঘোরাতে হচ্ছে। যার মানে, ঘাড়ে এখনও সমস্যা রয়ে গিয়েছে ভারত অধিনায়কের।

আজ বিকেলের মধ্যে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা, দুই দলই গুয়াহাটি পৌঁছে যাওয়ার পর সেখানে আসন্ন টেস্ট ম্যাচকে কেন্দ্র করে প্রবল উন্মাদনা শুরু হয়ে গিয়েছে। বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সইকিয়ার শহর গুয়াহাটি। সেখানে এই প্রথম কোনও টেস্ট ম্যাচ হতে চলেছে। ফলে উৎসাহ থাকাই স্বাভাবিক। সঙ্গে রয়েছে গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া ক্রিকেট মাঠের বাইশ গজ নিয়ে চর্চাও। একটি বিশেষ সূত্রের খবর, বর্ষাপাড়ার মাঠেও তিন-চারদিনে টেস্ট ম্যাচ শেষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পিচে টার্ন থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও বর্ষাপাড়া ক্রিকেট মাঠের কিউরেটর অভিজিৎ ভট্টাচার্যের দাবি, টেস্টের জন্য ভালো পিচই হচ্ছে। ব্যাটার-বোলার, সবার জন্যই সহায়তা থাকবে। বর্ষাপাড়ার বাইশ গজ লাল মাটির। টেস্টের শুরুর দিকে সেখানে ভালো ক্যারি ও বাউন্স থাকবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

জানসেন-লুঙ্গিকে নিয়ে নতুন ভাবনা

বাভুমাদের পাখির চোখ সিরিজ জয়ে

গুয়াহাটি, ১৯ নভেম্বর : ইডেন গার্ডেন্স টেস্টে স্বপ্নের জয়।

দেড় দশক পর ভারতের মাটিতে লাল বলের ফরম্যাটে সাফল্যের স্বাদ। তবে এখানেই থামতে নারাজ দক্ষিণ আফ্রিকা। এবার লক্ষ্য সিরিজ জয়। সাফল্যের ভারত সফরকে আরও রঙিন করে ২২ নভেম্বর গুয়াহাটিতে শুরু দ্বিতীয় টেস্টে বিজয়রথ ছোটাতে বদ্ধপরিকর টেম্বা বাভুমার দল। লক্ষ্যপূরণে অক্সিজেন জোগাচ্ছে নন্দনকাননে পাওয়া টেস্ট জয়।

এদিন যে অক্সিজেন নিয়ে কলকাতাকে বিদায় জানিয়ে গুয়াহাটিতে পা রাখে দক্ষিণ আফ্রিকা। তবে 'ফিল গুড' ফ্যাক্টরের মাঝে কপালে ভাঁজ ফেলছে একাধিক চোট-আঘাত। কাগিসো রাবাদা সহ একাধিক ক্রিকেটার চোটের তালিকায়। পাঁজরের চোটের কারণে ইডেন গার্ডেন্স টেস্টে খেলতে পারেননি রাবাদা। শনিবার শুরু নির্ণায়ক দ্বৈরথে খেলা নিয়েও সংশয়।

বিকল্প ভাবনায় মার্কো জানসেনের সঙ্গে লুঙ্গি এনগিডির কথা ভাবা হচ্ছে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের দলে ছিলেন এনগিডি। তবে সুযোগ হয়নি পাকিস্তান সিরিজে। গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামের পেস-বাউন্সি উইকেটের সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে জানসেনের সঙ্গে নতুন বলে এনগিডি গুরুত্ব পাচ্ছে।

ইডেনে র‍্যাংক টার্নার বানানোর প্রচেষ্টা বুমেরাং। ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে ভারসাম্যের রাস্তায় হাঁটতে চাইছেন গৌতম গম্ভীররাও। জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজের ম্যাচ উইনিং স্কিলকে কাজে লাগানোর কথাও গুরুত্ব পাচ্ছে। দুয়ে দুয়ে চার-বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠেয় চলা দ্বিতীয় টেস্টে পেস, বাউন্সের সঙ্গে স্পিনের সঠিক মিশ্রণের হাতছানি।

সম্ভাব্য পিচ রিপোর্টের ভিত্তিতে টিম কম্বিনেশনে কিছু হেরফেরের ভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছে শুকরি কনরাড-বাভুমাদের গুয়াহাটি টেস্টের নীল নকশায়। এনগিডি সেই পরিকল্পনার অঙ্গ। কলকাতা থেকে গুয়াহাটিগামী বিমানে ওঠার আগে সরকারিভাবে যা এদিন জানিয়েও দেওয়া হয় দক্ষিণ আফ্রিকার তরফে।

ইডেন টেস্টের নায়ক সাইমন হার্মারও পুরোপুরি ফিট নন। কাঁধে চোট রয়েছে। রাবাদার অনুপস্থিতিতে দলের পেস ব্রিগেডের মূল ভরসা জানসেনের ফিটনেসও অস্বস্তিতে রাখছে প্রোটিয়া শিবিরকে। কুঁচকিতে হালকা চোট রয়েছে। টিম ম্যানেজমেন্ট অবশ্য আশাবাদী, শনিবার শুরু টেস্টের আগে ম্যাচ ফিট হয়ে যাবেন জানসেন।

এদিকে, বাভুমাদের পূর্বসূরি গ্রেম স্মিথের গলায় ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেটীয় সম্পর্কের কথা। নির্বাসন কাটিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের মূলস্রোতে ফেরার ক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে প্রাক্তন প্রোটিয়া অধিনায়ক বলেছেন, 'দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেটে ভারতের ভূমিকা সবসময় গুরুত্বপূর্ণ। সেই ১৯৯১-'৯২ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরার সময় থেকেই। চলতি ভারত সফর সেই সম্পর্ককে আরও জোরদার করবে।'

'এসএটি২০' লিগে ভারতের সহযোগিতার কথাও স্মিথের মুখে। বলেছেন, 'দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেটের পুনরুত্থানের ক্ষেত্রে টি২০ লিগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমর্থকরা আবার মাঠমুখো। নতুন প্লেয়াররাও নিজেদের দক্ষতা দেখানো মঞ্চ পাচ্ছে। আমাদের সৌভাগ্য লিগের প্রথম তিন সেশনে ৬টি আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজিকে পাশে পেয়েছি। লিগ নিয়ে প্রত্যাশাও বেড়েছে। উন্নতি ঘটেছে পুরুষ, মহিলা উভয় জাতীয় দলের পারফরমেন্সেও।'

লুঙ্গি এনগিডিদের নিয়ে গুয়াহাটি পৌঁছে গেলেন টেম্বা বাভুমা। বুধবার।

মুস্তাক আলিতে খেলবেন সামি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণী, ১৯ নভেম্বর : তিনি মরিয়া। তিনি চেষ্টার ত্রুটি রাখছেন না। কিন্তু তারপরও জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তনের পথটা এখনও বার করতে পারেননি মহম্মদ সামি।

বাংলার হয়ে নিয়মিত রনজি ট্রফি খেলছেন তিনি। চলতি মরশুমে ইতিমধ্যেই বাংলার পাঁচ ম্যাচের মধ্যে চারটিতে খেলেছেন টিম ইন্ডিয়ার বাইরে থাকা জোরে বোলার। নিয়েছেন ২০টি উইকেট। কিন্তু তারপরও অজিত আগরকারদের মন ভরাতে পারেননি সামি। ভারতীয় ক্রিকেটমহলের একটি বিশেষ সূত্রের খবর, আগামী বছর দেশের মাটিতে টি২০ বিশ্বকাপ ভাবনা এখন থেকেই মাথায় রয়েছে সামির। তিনি চাইছেন ঘরের মাঠে টি২০ বিশ্বকাপ খেলতে। আর সেই লক্ষ্যেই ২৬ নভেম্বর থেকে শুরু হতে চলা সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-তে খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সামি।

কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে অসমের বিরুদ্ধে ম্যাচের পর আজ রাতেই উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদের বাড়ির পথ ধরেছেন সামি। সূত্রের খবর, কল্যাণী থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে সামি বাংলা টিম ম্যানেজমেন্টকে জানিয়েছেন, তিনি মুস্তাক আলিতে খেলবেন। শুক্রবার মুস্তাক আলি প্রতিযোগিতার জন্য বাংলার দল ঘোষণা হবে। সেই দলে সামি থাকছেন বলেই খবর। মুস্তাক আলিতে বাংলার গ্রুপ পর্বের ম্যাচ হবে হায়দরাবাদে। সামি সেখানেই সরাসরি দলের সঙ্গে যোগ দেবেন বলে খবর। রনজির পর মুস্তাক আলিতেও সামি পারফর্ম করলে জাতীয় নির্বাচকরা কী করবেন? সন্ধ্যার কল্যাণী বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমি থেকে বিমানবন্দরের দিকে বেরিয়ে যাওয়ার পথে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর এমন প্রশ্নের সামনে সামি একটু সময় নিলেন জবাব দিতে। বলেছেন, 'ঈশ্বর আমার জন্য কী পরিকল্পনা করে রেখেছেন, জানি না। কিন্তু আমি হাল ছাড়ছি না এখনই। দেখা যাক কী হয়।'

> ঈশ্বর আমার জন্য কী পরিকল্পনা করে রেখেছেন, জানি না। কিন্তু আমি হাল ছাড়ছি না এখনই। দেখা যাক কী হয়।
>
> **মহম্মদ সামি**

সামিকে দেখার জন্য কল্যাণীর মাঠে বাংলা বনাম অসম রনজি ম্যাচের আঙ্গিনায় উৎসাহ ছিল নজরে পড়ার মতো। আজ খেলা শেষের পর সামি কাউকে হতাশ করেননি। স্থানীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের সঙ্গে সেলফি তুলেছেন, অটোগ্রাফও দিয়েছেন। পরে জানিয়ে গিয়েছেন, ফের তাঁকে বাংলার হয়ে খেলতে দেখা যাবে। লাল বলের বদলে এবারের মঞ্চটা সাদা বলের মুস্তাক আলি টি২০।

সিংহাসন হাতছাড়া রোহিতের

দুবাই, ১৯ নভেম্বর : আইসিসি ওডিআই র‍্যাংকিংয়ের শীর্ষস্থান হাতছাড়া রোহিত শর্মার। শুভমান গিলকে সরিয়ে ব্যাটারদের সেরা তালিকায় এক নম্বরে পৌঁছে গিয়েছিলেন হিটম্যান। শীর্ষস্থান যদিও খুব বেশিদিন ধরে রাখতে পারলেন না। এদিন প্রকাশিত তালিকায় রোহিতকে ছিটকে দিয়ে সিংহাসন দখল নিউজিল্যান্ডের ড্যারেল মিচেলের।

১৯৭৯ সালে গ্লেন টার্নার প্রথম কিউয়ি ব্যাটার হিসেবে এই কীর্তি গড়েন। মাঝের ৪৬ বছরে মার্টিন ক্রো থেকে মার্টিন গুপটিল, রস টেলর, কেন উইলিয়ামসনদের মতো তারকাদের উপস্থিতি নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটকে সমৃদ্ধ করলেও টার্নারের কীর্তি কেউ স্পর্শ করতে পারেননি। অবশেষে যা করে দেখালেন মিচেল। ৭৮২ পয়েন্ট নিয়ে রোহিতকে পিছনে ফেলে দিলেন।

শীর্ষস্থান দখলে রাখলেন বুমরাহ

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজের প্রথম ম্যাচে সেঞ্চুরি করেন মিচেল। যার সুবাদে দুই ধাপ উত্তরণে র‍্যাংকিংয়ের মগডালে পৌঁছে গেলেন। মিচেলের কীর্তির ধাক্কায় ২২ দিনের মধ্যেই সিংহাসন হাতছাড়া রোহিত শর্মার। মিচেলের উত্থানে এক ধাপ পিছিয়ে তিন নম্বরে নেমে গিয়েছেন আফগানিস্তানের ইব্রাহিম জাদরান।

তিনদিন আগে ছেলের জন্মদিনে এই ছবি পোস্ট করেছিলেন রোহিত শর্মা।

রোহিত ছাড়া ওডিআই র‍্যাংকিংয়ের সেরা দশে আরও তিন ভারতীয় জায়গা করে নিয়েছেন। শুভমান ও বিরাট কোহলি যথাক্রমে রয়েছেন চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানে। চোটের জন্য মাঠের বাইরে থাকলেও প্রথম দশে থাকা শ্রেয়স আইয়ার অষ্টম স্থানে রয়েছেন। ভারতীয় ব্যাটিংয়ের অন্যতম ভরসা লোকেশ রাহুল ১৬তম স্থানে। ছয় নম্বরে পাকিস্তানের বাবর আজম।

ইডেন টেস্টে সাফল্যের পুরস্কার- দুই ধাপ এগিয়ে টেস্ট র‍্যাংকিংয়ে সেরা পাঁচে উঠে এসেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা (৫)। ঠিক উলটো ছবি যশস্বী জয়সওয়ালের ক্ষেত্রে। দুই ধাপ পিছিয়ে সাত নম্বরে ভারতের বাঁহাতি ওপেনার। যশস্বী ছাড়া অবশ্য দ্বিতীয় কোনও ভারতীয় প্রথম দশে জায়গা করে নেয়নি। চার ধাপ পিছিয়ে সেরা দশ থেকে ছিটকে গিয়েছেন ঋষভ পন্থ (১২)। ঋষভের ঠিক আগের স্থানেই রয়েছেন টেস্ট অধিনায়ক শুভমান (১১)। টেস্ট ব্যাটিংয়ে সেরা দুইয়ে ইংল্যান্ডের জো রুট, হ্যারি ব্রুক। তিনে কেন উইলিয়ামসন।

টেস্ট বোলিংয়ে অবশ্য একনম্বর স্থান নিজের দখলেই রেখেছেন জসপ্রীত বুমরাহ। ইডেন গার্ডেন্সে ভারত হারলেও বল হাতে ছাপ রাখেন। ৬ উইকেট নেন। যার সুবাদে ৮৯৫ পয়েন্ট নিয়ে অনেকটাই পিছনে ফেলে দিয়েছেন বোলারদের ক্রমতালিকায় 'সেকেন্ড বয়' নিউজিল্যান্ডের ম্যাট হেনরিকে (৮৪৬ পয়েন্ট)। দুই ধাপ এগিয়ে কেরিয়ারে নিজের সেরা ত্রয়োদশ স্থানে উঠে এসেছেন কুলদীপ যাদব। রবীন্দ্র জাদেজা রয়েছেন ১৫তম স্থানে।

ছয়-সাতের স্বপ্নভঙ্গ, তিন পয়েন্টে সন্তুষ্ট বাংলা

অসম-২০০ ও ২৮২/৯ বাংলা-৪৪২
(ম্যাচ ড্র)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণী, ১৯ নভেম্বর : প্রত্যাশা ছিল। চলছিল স্বপ্ন দেখাও। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্বপ্নপূরণ হল না বাংলার।

বোলারদের ব্যর্থতা, সঠিক সময়ে নিজেদের প্রয়োগ করতে না পারা, অসমের কয়েকজন ব্যাটারের আউটের সিদ্ধান্ত-একসঙ্গে অনেক কারণে ডুবল বাংলা। ছয়-সাতের স্বপ্ন ছেড়ে শেষ পর্যন্ত প্রথম ইনিংসের তিন পয়েন্টের লিড নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল বাংলাকে। গতকালের ৯৮/৩ থেকে শুরু করে আজ কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে রনজি ট্রফির ম্যাচের শেষ দিনে অসমকে অল আউট করতে পারল না বাংলা। মহম্মদ সামি (৭৫/২), শাহবাজ আহমেদরা (৫৭/৪) প্রবল চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তারপরও দিনের খেলা যখন শেষ হল, স্কোরবোর্ডে অসমের স্কোর ২৮২/৯।

নির্বিষ বোলিং

বিকেল চারটে দশ নাগাদ যখন দুই দলের ক্রিকেটাররা নিজেদের মধ্যে হাত মিলিয়ে নিলেন, ম্যাচ ড্র হয়ে গেল, বাংলার সাজঘরের ছবিটা তখন রীতিমতো অস্বস্তিতে ভরা। কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা অবশ্য দলের নির্বিষ বোলিং নিয়ে কাউকে দোষারোপের পথে যাননি। বাংলা কোচের কথায়, 'কোনও অজুহাত দিতে চাই না। আমরা সেরাটা দিয়ে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু বাস্তবে খুব একটা লাভ হল না। সামি-শাহবাজরা প্রচুর চেষ্টা করেছিল।'

কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির পিচ ছিল সবুজ। সেই সবুজ উইকেটে চার পেসারে দল নামিয়েছিলেন অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ। গতকালও দেখা গিয়েছিল, পিচে বাড়তি বাউন্স রয়েছে। সামিরা উইকেট থেকে সাহায্য পাচ্ছিলেন। আজ শেষ দিনের খেলা শুরুর পর ছবিটা বদলে যায়। দেখা যায়, উইকেটে বল ক্রমাগত নীচু হচ্ছে। পিচের গতিও কমে গিয়েছে। বাংলা দলের অন্দরে স্বাভাবিকভাবেই কল্যাণীর মাঠের বাইশ গজ নিয়ে রয়েছে ক্ষোভ। যদিও সরকারিভাবে কেউই পিচ নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি। অসম দলের অধিনায়ক সুমিত ঘাদিগাঁওকার ও ডেনিস দাসের বিরুদ্ধে সামির বলে জোরাল এলবিডব্লিউয়ের আবেদন আম্পায়ার খারিজ করে দিয়েছিলেন। আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত নিয়েও ক্ষোভ রয়েছে বাংলা দলের অন্দরে।

ব্যাটে-বলে দাপট দেখিয়ে ম্যাচের সেরার পুরস্কার পেলেন শাহবাজ আহমেদ। কল্যাণীতে বুধবার।

হাতে ১৪৪ রান নিয়ে বিপক্ষের সাত উইকেটের লক্ষ্যে দিনটা শুরু করেছিলেন সামিরা। টিম ইন্ডিয়ার মূল কক্ষপথের বাইরে থাকা সামিই ছিলেন বাংলার মূল ভরসাও। বল হাতে সামি চেষ্টা করেননি এমন নয়, কিন্তু তারপরও অসম ব্যাটিংকে অল আউট করা যায়নি। সামিদের নির্বিষ বোলিংয়ের হতাশায় অনুষ্টুপ মজুমদার ও সুমন্ত গুপ্তকেও বল করানো হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল, যদি অসম ব্যাটিংয়ে ধ্বস নামে। লাভ হয়নি। কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'ক্রিকেট মাঠে অনেক সময় এমন ঘটনা হয়, যার এককথায় কোনও ব্যাখ্যা হয় না। আজ আমাদের তেমনই একটা দিন ছিল।'

গুয়াহাটিতে গৌতম গম্ভীর।

চ্যাম্পিয়ন সর্বার্থ

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : র‍্যাপিড ও ডায়নামো, দুই বিভাগেই চ্যাম্পিয়ন সর্বার্থ মানি। সদ্য হয়ে যাওয়া ডায়নামো চেস চ্যাম্পিয়নশিপে ক্লাব থ্রি-তে পড়া সর্বার্থ ট্রফি ছাড়াও পেলেন পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার অর্থ। তবে এই ডায়নামো দাবা ৬৪ ঘরের নয়। দাবা জগতে নতুন ১০০-স্কোয়ার বোর্ডে খেলা হয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গ্র্যান্ডমাস্টার দিব্যেন্দু বড়ুয়া।

টানা দ্বিতীয় জয় মুম্বইয়ের

রিঙ্কুর দাপটে ৩ পয়েন্ট ইউপি-র

মুম্বই ও কোয়েম্বাটোর, ১৯ নভেম্বর : প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে কেরিয়ারের অন্যতম সেরা ইনিংস খেললেন রিঙ্কু সিং (১৭৬)। যার সুবাদে রনজি ট্রফির এলিট গ্রুপ 'এ'-র ম্যাচে তামিলনাড়ুর পাহাড় প্রমাণ ৪৫৫ রানের জবাবে প্রথম ইনিংসে ৪৬০ রান তুলে ৩ পয়েন্ট নিশ্চিত করল উত্তরপ্রদেশ। বুধবার ম্যাচের শেষদিনে দ্বিতীয় ইনিংসে তামিলনাড়ু ২ উইকেটে ১০৩ রান তোলার পর ম্যাচ ড্র ঘোষণা করা হয়।

মঙ্গলবারের অপরাজিত ৯৮ রান থেকে শুরু করে শতরানে পা রাখতে বেশি সময় নেননি রিঙ্কু। তারপর সেই ইনিংস এগিয়ে নিয়ে যান ১৭টি চার ও ৬ ছক্কার ইনিংস। অপর প্রান্তে একের পর এক উইকেট পড়তে থাকলেও রিঙ্কুকে থামাতে পারেননি তামিলনাড়ুর বোলাররা।

> টানা দশটি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলা ক্রিকেটারদের জন্য ধকলের। ইংল্যান্ডের ঘরোয়া ক্রিকেটেও ৭-৮টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচের পর কিছুটা বিশ্রাম থাকে। তখন সাদা বলের ক্রিকেট চলে। এতে ক্রিকেটাররা মানসিকভাবে চাঙ্গাও থাকে।
>
> **শার্দূল ঠাকুর**

শতরানের পর রিঙ্কু সিং।

অন্যদিকে, গ্রুপ 'ডি'-র ম্যাচে পুদুচেরিকে ইনিংস ও ২২২ রানে হারিয়ে টানা দ্বিতীয় ম্যাচে বোনাস পয়েন্ট ঘরে তুলল মুম্বই। বুধবারের ২৩১/৬ স্কোর থেকে শুরু করে ম্যাচের শেষদিন মাত্র ৪৫ রান যোগ করে ২৭৬ রানে অল আউট হয় পুদুচেরি। ম্যাচ জিতে উঠে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের দুই লেগে রনজি ট্রফি আয়োজনের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন মুম্বই অধিনায়ক শার্দূল ঠাকুর। তাঁর মন্তব্য, 'টানা দশটি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলা ক্রিকেটারদের জন্য ধকলের। ইংল্যান্ডের ঘরোয়া ক্রিকেটেও ৭-৮টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচের পর কিছুটা বিশ্রাম থাকে। তখন সাদা বলের ক্রিকেট চলে। এতে ক্রিকেটাররা মানসিকভাবে চাঙ্গাও থাকে।'

অন্যদিকে, গ্রুপ 'এ'-র ম্যাচে বরোদাকে ১৪৪ রানে হারাল বিদর্ভ। গতকাল চার উইকেট তুলে তৃতীয় দিনের শেষে বরোদাকে ৭৩/৫ করে দিয়েছিলেন দর্শন নালকান্ডে (১২/৫)। এদিনও তিনি বরোদার সর্বাধিক রান সংগ্রাহক সুকৃত পান্ডেকে (৩৭) ফেরান। বরোদার দ্বিতীয় ইনিংস গুটিয়ে যায় ১৩১ রানে।

ট্রাম্পের নৈশভোজে রোনাল্ডো।

ছেলে রোনাল্ডোর ভক্ত : ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ১৯ নভেম্বর : হোয়াইট হাউসের সরকারি নৈশভোজ। উপস্থিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প, সৌদি আরবের প্রধানমন্ত্রী যুবরাজ মহম্মদ বিন সলমন। সঙ্গে ছিলেন অ্যাপলের সিইও টিম কুক, ধনকুবের ইলন মাস্ক, ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফ্যান্তিনো সহ অন্যরা। তবে এমন হাইপ্রোফাইল নৈশভোজের আসরে মধ্যমণি আর কেউ নন এক পর্তুগিজ-ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সময় মঙ্গলবার রাতের নৈশভোজে ট্রাম্পও মজে রইলেন রোনাল্ডোয়। বলেছেন, 'ব্যারন রোনাল্ডোর এক বড় ভক্ত। তাই রোনাল্ডোর সঙ্গে ওকে দেখা করতেই হত।' সঙ্গে নৈশভোজে আগত অতিথিদের উদ্দেশে ট্রাম্পের রসিকতা, 'আমার মনে হয় এবার বাবার প্রতি ব্যারনের সম্মান একটু বাড়বে। কারণ, আমিই রোনাল্ডোর সঙ্গে ওর সাক্ষাৎ করিয়ে দিলাম।'

তবে সূত্রের খবর, আগামী বছরের মার্চে আটালান্টায় পর্তুগালের সঙ্গে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে আমেরিকা। ওই ম্যাচে খেললে ২০১৪ সালের পর প্রথমবার আমেরিকার মাটিতে মাঠে নামবেন রোনাল্ডো।

হোপের রেকর্ডেও হার ক্যারিবিয়ানদের

নেপিয়ার, ১৯ নভেম্বর : দলের ব্যর্থতার মাঝে একা লড়লেন। শতরান করে শচীন তেন্ডুলকার, রাহুল দ্রাবিড়, বিরাট কোহলিদের পিছনে ফেললেন। যদিও দলকে জেতাতে ব্যর্থ হলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের মিডল অর্ডার ব্যাটার শাই হোপ। বুধবার বৃষ্টিবিঘ্নিত দ্বিতীয় ওডিআইয়ে ক্যারিবিয়ানদের ৫ উইকেটে হারিয়ে তিন ম্যাচের সিরিজ ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে জয় নিশ্চিত করল নিউজিল্যান্ড।

বৃষ্টির জন্য ওভার কমে ৩৪-এ দাঁড়ায়। ৬২/৩ অবস্থায় ক্রিজে আসেন হোপ। নাথান স্মিথ (৪২/৪), কাইল জেমিসনের (৪৪/৩) চাপে ক্যারিবিয়ানরা একটা সময় ৮৬/৫ হয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকেই দলের হাল ধরেন হোপ (৬৯ বলে অপরাজিত ১০৯)। জাস্টিন গ্রিভস (২২) ও রোমারিও শেফার্ড (২২) তাঁকে কিছুটা সাহায্য করেছিলেন। ৬৬ বলে তিন অঙ্কের রানে পৌঁছে হোপ প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে সব ফর্ম্যাট মিলিয়ে সর্বাধিক ১২টি টেস্ট খেলিয়ে দেশের বিরুদ্ধে শতরানের নজির গড়ে ফেলেন। টপকে যান দ্রাবিড় (১০), শচীন (১০), বিরাটকে (৯)। সঙ্গে ওয়েস্ট ইন্ডিজের জার্সিতে ওডিআইয়ে ১৯টি শতরান করে যুগ্মভাবে ব্রায়ান লারার পাশে দ্বিতীয় স্থানে বসে পড়লেন হোপ। সামনে শুধু ক্রিস গেইল (২৫টি শতরান)। হোপের শতরানে ক্যারিবিয়ানরা ২৪৭/৯ স্কোরে পৌঁছাতে সক্ষম হয়।

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে শতরানের পর শাই হোপ।

রানতাড়ায় নেমে অবশ্য ১০৬ রানের ওপেনিং জুটিতে ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দেন ডেভন কনওয়ে (৯০) ও রাচিন রবীন্দ্র (৫৬)। পরে কিউয়িদের জয় আনেন টম ল্যাথাম (অপরাজিত ৩৯) ও মিচেল স্যান্টনার (অপরাজিত ৩৪)। নিউজিল্যান্ড ৩৩.৪ ওভারে ৫ উইকেটে ২৪৮ রান তুলে নেয়।

শুভেচ্ছা
বিবাহবার্ষিকী

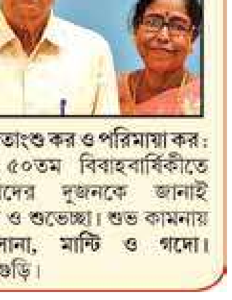

শীতাংশু কর ও পরিমাখা কর : শুভ ৫০তম বিবাহবার্ষিকীতে তোমাদের দুজনকে জানাই প্রণাম ও শুভেচ্ছা। শুভ কামনায় - সোনা, মান্টি ও গদো। শিলিগুড়ি।

মান্তু-ঋদ্ধিমানের নামে স্ট্যান্ড ঘোষণা মেয়রের

রিচা স্ট্যান্ডের সামনে উদ্বোধন ভারতী ঘোষ নামাঙ্কিত রাজ্য টেবিল টেনিসের। ইন্ডোর স্টেডিয়ামে সুযোগ মিলবে টেবিল টেনিস, ব্যাডমিন্টন অনুশীলনের।

শুভময় সান্যাল

শিলিগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : বাঘা যতীন পার্কে রিচা ঘোষের নাগরিক সংবর্ধনার মঞ্চে মেয়র গৌতম দেব ঘোষণা করেন ইন্ডোর স্টেডিয়ামে বিশ্বজয়ী মেয়ের নামে স্ট্যান্ড হবে। তারপর থেকেই টেবিল টেনিস মহল দাবি করছিল মান্তু ঘোষের নামেও স্ট্যান্ড ঘোষণার। বুধবার সকালে রিচার নামাঙ্কিত স্ট্যান্ড উদ্বোধনের পর যা চরমে পৌঁছায়। ভারতী ঘোষ মেমোরিয়াল রাজ্য ও আন্তঃ জেলা টেবিল টেনিসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের সময় প্রথমে বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের পৃষ্ঠপোষক সুব্রত রায়, পরে ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারও মেয়রের কাছে মান্তুর নামে স্ট্যান্ড ঘোষণার আবেদন রাখেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শেষপর্বে গৌতম সেই দাবিকে স্বীকৃতি দিয়ে ঘোষণা করলেন, রিচার নামাঙ্কিত স্ট্যান্ডের উলটোদিকেই মান্তুর নামে স্ট্যান্ড হবে।

শিলিগুড়ির প্রথম অর্জুনের সঙ্গে জোড়া অলিম্পিক খেলা সৌম্যজিৎ ঘোষ, কমনওয়েলথ গেমসে সোনাজয়ী শুভজিৎ সাহার নামেও স্ট্যান্ডের দাবি উঠেছিল। তবে বুধবার মেয়র ইন্ডোর স্টেডিয়ামে তৃতীয় স্ট্যান্ডের ঘোষণা করলেন ৪০ টেস্ট খেলা ঋদ্ধিমান সাহার নামে। গৌতম বলেছেন, 'ঋদ্ধিমানের নামে ইন্ডোর স্টেডিয়ামে স্ট্যান্ড হচ্ছে। পরবর্তীতে ক্রিকেট স্টেডিয়াম হয়ে গেলে ঋদ্ধিমান স্ট্যান্ড সেখানে যেতে পারে।'

নিজের নামে স্ট্যান্ড প্রাপ্তিতে উৎফুল্ল মান্তুও। বলেছেন, 'ইন্ডোর স্টেডিয়ামে বহু ম্যাচ খেলেছি। ইস্টার্ন জোনালও খেলেছি। সেখানে আমার নামে স্ট্যান্ড দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ।'

রাজ্য প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উত্তরবঙ্গ টেবিল টেনিসের জন্য হয়ে উঠেছিল স্বপ্নপূরণ ও নতুন স্বপ্ন দেখার মঞ্চ। সুব্রত বলেছেন, 'টেবিল টেনিস ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার সভাপতি চৌতালার কাছে আমি ও স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় (বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস অ্যাসোসিয়েশন) আবেদন রেখেছি বাংলা থেকে ন্যাশনালস ও জোনালে চারজন করে দুটো দল পাঠানোর সুযোগ দিতে। ফেডারেশনের নিয়মেই আছে কোনও সংস্থায় নথিভুক্ত ৫ হাজার খেলোয়াড় থাকলে এই সুযোগ মিলতে পারে। আমাদের যা আছে। ফেডারেশন সভাপতিও আমাদের আশ্বস্ত করেছেন, পরবর্তী সাধারণ সভায় তিনি এই প্রস্তাব তুলবেন।' যা বাস্তবায়িত হলে রাজ্যের প্রথম ৮ জন খেলোয়াড় প্রতিটি বয়স বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ পাবে। এতে যেমন তাদের ভারতীয় দলে খেলার সুযোগ বাড়বে তেমনি

উত্তরবঙ্গের প্রথম রাজ্য টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়ন শ্যামল দাসকে জীবনকৃতি সম্মান দেওয়া হল বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের তরফে।

> ঋদ্ধিমানের নামে ইন্ডোর স্টেডিয়ামে স্ট্যান্ড হচ্ছে। পরবর্তীতে ক্রিকেট স্টেডিয়াম হয়ে গেলে ঋদ্ধিমান স্ট্যান্ড সেখানে যেতে পারে।
>
> **গৌতম দেব**

চাকরি প্রাপ্তিতেও সুবিধা মিলবে। তবে সবচেয়ে বড় সুখবর দিয়েছেন মেয়র। শিলিগুড়ির টেবিল টেনিস মহলের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে ইন্ডোর স্টেডিয়াম তিনি ছেড়ে দিচ্ছেন অনুশীলনের জন্য। একইসঙ্গে কলকাতার বেঙ্গল টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমির পর্যায়ের সুযোগসুবিধা তিনি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে দেওয়ার চেষ্টা করবেন বলে জানান। গৌতম বলেছেন, '৭-৮ দিন পর থেকেই ইন্ডোর স্টেডিয়াম ছেড়ে দেওয়া হবে টেবিল টেনিস ও ব্যাডমিন্টন অনুশীলনের জন্য। ব্যাডমিন্টন কোর্ট থাকবে তিনটি। টেবিল টেনিস বোর্ড থাকছে ৬টি।' যা কাজে লাগানোর আবেদন নতুন প্রজন্মের কাছে এদিনই রেখেছেন মান্তু। বলেছেন, 'ক্লাবঘরে প্র্যাকটিস করে ন্যাশনালস ও জোনালে ভালো পারফর্ম করা কঠিন। কারণ সব জায়গাতেই এই প্রতিযোগিতাগুলো স্টেডিয়ামে হয়। তাই ইন্ডোর স্টেডিয়ামে কেন্দ্রীয়ভাবে অনুশীলনের সুযোগ পাওয়া অবশ্যই আশীর্বাদ। ছোটদের থেকে একটু বড়রাই এই ব্যবস্থায় উপকৃত হবে।'

বুধবার বিকেলে ভারতী ঘোষের নামাঙ্কিত রাজ্য প্রতিযোগিতার উদ্বোধনে শিলিগুড়ি টেবিল টেনিসে তাঁর ভূমিকার কথা আরও একবার তুলে ধরেন কর্মকর্তা ও অতিথিরা। অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সচিব রজত দাস দাবি তুলেছেন, ভারতীকে মরণোত্তর দ্রোণাচার্য পুরস্কার দেওয়ার। আবেগাপ্লুত মান্তু শুনিয়েছেন, 'অ্যাসোসিয়েশনের চ্যাপ্টার টু-র কাছে যতবার রাজ্য প্রতিযোগিতা আয়োজনের সুযোগ আসবে তাঁরা চেষ্টা করবেন তা ভারতী ঘোষের নামে করার।' উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেই অ্যাসোসিয়েশনের তরফে জীবনকৃতি সম্মান তুলে দেওয়া হয় উত্তরবঙ্গ থেকে প্রথম রাজ্য চ্যাম্পিয়ন শ্যামল দাসকে।

২০০৭ সালে ইন্ডোর স্টেডিয়ামেই পঞ্চমবার জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন পৌলোমী ঘটক। সেখানে দীর্ঘদিন বাদে ফিরে নস্টালজিক পৌলোমী বলেছেন, 'শিলিগুড়ির সঙ্গে খুব মধুর স্মৃতি আছে আমার। অনেকবার এখানে খেলে গিয়েছি। বরাবর টেবিল টেনিসের প্রতি শিলিগুড়ির ভালোবাসা আমাকে টানে। যা আজও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। আশা করব যারা এবার খেলতে এসেছে তারা আমার মতো ভালো স্মৃতি নিয়ে ফিরতে পারবে।'

আজ ড্র করলেই নকআউটে ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : মহিলাদের এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের নকআউটে যেতে হলে ১ পয়েন্ট দরকার ইস্টবেঙ্গলের।

বৃহস্পতিবার গ্রুপের দ্বিতীয় ম্যাচে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন তথা গ্রুপ পর্বের আয়োজক উহান জিয়াংডার বিরুদ্ধে খেলতে নামবে ইস্টবেঙ্গল। প্রথম ম্যাচ বাম খাতুন এফসি-কে হারিয়ে আত্মবিশ্বাসী অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজের মেয়েরা। এদিকে, উহান জিয়াংডা প্রথম ম্যাচে উজবেকিস্তানের নাসাফের বিরুদ্ধে ড্র করেছিল। তবে প্রথম ম্যাচ ড্র করলেও চিনের এই দলটি দ্বিতীয় ম্যাচ লাল-হলুদকে কড়া চ্যালেঞ্জ জানাতে তৈরি।

ঘরের মাঠে খেলার বাড়তি সুবিধা পাবে উহান। তাই বৃহস্পতিবার কাজটা কঠিন হবে ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে। কোচ অ্যান্ড্রুজ নিজেও জানেন সেই কথা। তাই লাল-হলুদ কোচ বলেছেন, 'আমাদের জন্য কঠিন ম্যাচ হতে চলেছে। তবে আমরা তৈরি রয়েছি। আশা করছি গতবারের চ্যাম্পিয়নদের বিরুদ্ধে নিজেদের সেরাটা দিতে পারব।' অঙ্ক বলছে, গ্রুপ পর্বের বাকি ২টি ম্যাচ থেকে ১ পয়েন্ট পেলে কোয়ার্টার ফাইনালে পা রাখবে ফাজিলা ইকওয়াপুট, সিদ্ধি দেবীরা।

তিনটি বিভাগে সেমিতে শিলিগুড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের (চ্যাপ্টার টু) ভারতী ঘোষ মেমোরিয়াল রাজ্য ও আন্তঃ জেলা টেবিল টেনিসের উদ্বোধনী দিনে শিলিগুড়ি তিনটি বিভাগে সেমিফাইনালে উঠল। অনূর্ধ্ব-১৩ ও ১৭ ছেলে এবং অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের শেষ চারে জায়গা করার সুবাদে শিলিগুড়ির তিনটি পদকও নিশ্চিত হয়েছে। অনূর্ধ্ব-১৩ ছেলেদের জয় এসেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও চন্দননগরের বিরুদ্ধে। অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলেরা হাওড়া, বীরভূম ও পশ্চিম বর্ধমানকে হারিয়েছে। অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েরা জিতেছে দক্ষিণ কলকাতা ও হাওড়ার বিরুদ্ধে। বৃহত্তর শিলিগুড়ি জেলা টেবিল টেনিস সংস্থার সচিব অনুপ বসু বলেছেন, 'তিনটি পদক নিশ্চিত হয়েছে ঠিকই। তবে আমাদের লক্ষ্য সোনা জয়। লক্ষ্যপূরণ হবে বলেই আমরা আশাবাদী।'

আগামী সপ্তাহে কলকাতা ম্যারাথন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : রবিবার সেন্ট্রাল এক্সাইজ অ্যাথলেটিক ক্লাবের কলকাতা 'জিএসটি' ম্যারাথন হবে। এই ম্যারাথনে ১০ ও ৪ কিলোমিটার-এই দুইটি ইভেন্ট রাখা হয়েছে। রবিবার সকাল সাড়ে ছয়টায় এই প্রতিযোগিতা শুরু হবে। প্রায় দেড় হাজার প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করবেন। এই ম্যারাথন প্রতিযোগিতায় অলিম্পিয়ান সোমা বিশ্বাস, জ্যোতির্ময়ী শিকদাররা উপস্থিত থাকবেন। এদিকে, কলকাতা পুলিশের উদ্যোগে 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ' হাফ ম্যারাথন প্রতিযোগিতার ষষ্ঠ সংস্করণ আগামী বছরের ১৮ জানুয়ারি হবে।

আরও পরিশ্রম দরকার ছিল, মানছেন খালিদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : ভাগ্যের জন্য নয়, দল খারাপ খেলেই হেরেছে। মেনে নিলেন খালিদ জামিল।

ফিফা র‍্যাংকিংয়ে এক নম্বরে থাকা সত্ত্বেও গ্রুপের শেষ স্থানে ভারত। মঙ্গলবার সম্ভবত সবথেকে লজ্জার হার নিয়ে ভারতীয় দলকে দেশে ফিরতে হচ্ছে। ঢাকায় পূর্ণ ন্যাশনাল স্টেডিয়ামের সামনে ২২ বছর পর বাংলাদেশের বিপক্ষে হারের লজ্জাটাই যেন ভারতীয় ফুটবলে শুধুমাত্র বাকি ছিল। স্বাভাবিকভাবেই ওদেশের ফুটবলার থেকে দর্শকের উচ্ছ্বাসের বাড়াবাড়ি আরও বেশি লজ্জায় ফেলেছে গোটা দলকে। ম্যাচের পর তাই খালিদ বলে দেন, 'আমাদের এই হারটা শুধু খারাপ নয়, লজ্জাজনক। আর এখানে কোনও ভাগ্যের ব্যাপার নেই। ফুটবলে পরিশ্রম করলে তুমি ৩ পয়েন্ট নিয়ে ফিরবে। তাই আমাদের আরও পরিশ্রমের প্রয়োজন ছিল।' তিনি আলাদাকরে হামজা চৌধুরী সহ ওদেশের সবার প্রশংসা করেন। গ্রুপ থেকে অবশ্য ভারত ও বাংলাদেশ-দুই দলই যোগ্যতা অর্জন করতে ব্যর্থ।

এদিকে, মঙ্গলবার বাংলাদেশের বিপক্ষে হারের পর দেশের ফুটবল মহলে সমালোচনার ঝড়। ভারতের এই হারের কারণ হিসেবে নানা ব্যাখ্যা উঠে আসছে। বারবার কোচ বদল করেও ফল না পাওয়ার জন্য প্রায় সকলেই ফুটবলারদের পারফরমেন্সকেই দায়ী করছেন। বহু আগেই ইগর স্টিমাক জানিয়েছিলেন, এদেশের ফুটবলাররা যোগ্যতার থেকে বেশি টাকা পান বলেই তাদের খিদে কম। তাঁর বক্তব্যই যেন সঠিক বলে প্রমাণিত হচ্ছে এখন। আইএসএলে যাঁরা তারকা, তাঁদেরই দেশের হয়ে খেলতে গিয়ে নবিশ বলে মনে হচ্ছে। এই সমস্যার সমাধানই এবার খুঁজতে হবে এআইএফএফ কর্তাদের।

প্রথমবার বিশ্বকাপের মূলপর্বে উঠে উল্লাস কুরাসাওয়ের ফুটবলারদের।

১ লক্ষ ৫৬ হাজারের কুরাসাও বিশ্বকাপে

কিংস্টন, ১৯ নভেম্বর : ২০২৬ সালের বিশ্বকাপে খেলার ছাড়পত্র পেয়ে নতুন ইতিহাস গড়ল কুরাসাও। মঙ্গলবার বাছাইপর্বের ম্যাচে জামাইকার বিরুদ্ধে গোলশূন্য ড্র করেছে তারা। তারই সুবাদে বিশ্বকাপে জনসংখ্যার বিচারে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম দেশ হিসেবে অংশগ্রহণ করতে চলেছে কুরাসাও। ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের এই দেশটির জনসংখ্যা ১ লক্ষ ৫৬ হাজার। এরআগে আইসল্যান্ড ২০১৮ সালে জনসংখ্যার বিচারে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম দেশ হিসেবে বিশ্বকাপে অংশ নিয়েছিল। তখন তাদের জনসংখ্যা ছিল সাড়ে ৩ লক্ষ।

ভারতী ঘোষ রাজ্য টেবিল টেনিসের উদ্বোধনী মঞ্চে শ্যামল দাসের পরিবারের সঙ্গে পৌলোমী ঘটক, সৌম্যদীপ রায়, মান্তু ঘোষ ও সুব্রত রায়।

বিশ্বসেরার আসরে স্পেন, বেলজিয়াম

মাদ্রিদ ও গ্লাসগো, ১৯ নভেম্বর : আগামী বিশ্বকাপের মূলপর্বের টিকিট নিশ্চিত করে নিল স্পেন, বেলজিয়াম, স্কটল্যান্ড, সুইৎজারল্যান্ড ও অস্ট্রিয়া।

বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে গ্রুপ 'ই'-র শেষ ম্যাচ স্পেন তুরস্কের বিরুদ্ধে ২-২ গোলে ড্র করে সরাসরি মূলপর্বে চলে গিয়েছে। বিশ্বকাপে খেলা নিশ্চিত করতে হলে এই ম্যাচে অন্ততপক্ষে ড্র করতেই হত তাদের। ঘরের মাঠে ৪ মিনিটে ড্যানি ওলমোর গোলে এগিয়ে গিয়েছিল স্প্যানিশ ব্রিগেড। কিন্তু ৪২ মিনিটে ড্যানিজ গুল ও ৫৪ মিনিটে সালি ওজকানের গোলে এগিয়ে যায় তুরস্ক। অবশেষে ৬২ মিনিটে মিকেল ওয়ারজাবালের গোলে বিশ্বকাপ খেলা নিশ্চিত করেন লুইস ডে লা ফুয়েন্তের ছেলেরা।

গ্রুপ 'সি'-র ম্যাচে ডেনমার্ককে ৪-২ গোলে হারিয়ে ১৯৯৮ সালের পর বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পেয়েছে স্কটল্যান্ড। ম্যাচে জয়ী দলের হয়ে গোল করেন স্কট ম্যাকটোমিনে, লরেন্স সাঙ্কল্যান্ড, কিয়েরন টিয়েরনি ও কেনি ম্যাকলিন। ড্যানিশদের হয়ে গোল করেন রাসমাস হোজলুন্ড ও প্যাট্রিক ডোরগু। ৬১ মিনিটে রাসমাস ক্রিস্টেনসেন লাল কার্ড দেখায় বাকি সময় দশজনে খেলে ডেনমার্ক।

বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পাওয়ার পরে স্কটিশ তারকা অ্যান্ড্রু রবার্টসনের মুখে প্রয়াত সতীর্থ দিয়োগো জোটার কথা উঠে এসেছে। তিনি বলেছেন, 'আমার এখন যা বয়স, তাতে এটাই বিশ্বকাপ খেলার শেষ সুযোগ ছিল। এই ম্যাচেও জোটার কথা মাথা থেকে সরাতে পারিনি। আসলে আমরা প্রায়ই বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতাম। আমি নিশ্চিত, আজ জোটা আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে।'

বাছাই পর্বের শেষ ম্যাচে বেলজিয়াম ৭-০ গোলে

গোল করে স্পেনের ড্যানি ওলমো।

লিচেনস্টাইনকে বিধ্বস্ত করে বিশ্বকাপের ছাড়পত্র পেয়েছে। এদিন তাদের হয়ে জোড়া গোল করেন জেরেমি ডোকু ও চার্লস ডি কেটেলেয়ার। বাকি গোলগুলি হান্স ভানাকেন, অ্যালেক্সিস সেলমেকার্স ও ব্র্যান্ডন মেচেলে। এছাড়া অস্ট্রিয়া ১-১ গোলে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার বিরুদ্ধে ড্র করে বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করেছে। একইভাবে সুইৎজারল্যান্ডও ১-১ গোলে কসোভোর বিপক্ষে ড্র করে বিশ্বকাপের ছাড়পত্র পেয়েছে।

কামিন্সদের অভাব ঢাকতে প্রস্তুত স্টার্ক

পারথ, ১৯ নভেম্বর : মাঝে আর একটা দিন।

২১ নভেম্বর পারথে শুরু অ্যাসেজের দ্বৈরথ। পাঁচ ম্যাচের সিরিজের প্রথম টক্কর পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে। সিরিজের প্রথম ম্যাচের ৪৮ ঘণ্টা আগে এদিন ১২ জনের দল ঘোষণা করে দিল ইংল্যান্ড। ঘোষিত যে দলে একমাত্র স্পিনার হিসেবে শোয়েব বশির। সঙ্গী চারজন জোরে বোলার।

১২ জনের দলে জায়গা হয়নি জোশ টাঙ্গের। গুরুত্ব পেয়েছেন ব্রাইডন কার্স। জেকব বেথেলের পরিবর্তে তিন নম্বরে অগ্রাধিকার ওলি পোপকে। গত সপ্তাহে পাওয়া মার্ক উডের চোট চিন্তায় রেখেছিল দলকে। মঙ্গলবার নেটে অবশ্য সেই চিন্তা দূর। চেনা গতিতে আগুন ঝরিয়েছেন। বাকি তিন পেসার হলেন জোফ্রা আর্চার, গাস অ্যাটকিনসন ও কার্স।

ইংল্যান্ডের ঘোষিত ১২ জনের দল ঃ বেন স্টোকস (অধিনায়ক), জোফ্রা আর্চার, গাস অ্যাটকিনসন, শোয়েব বশির, হ্যারি ব্রুক, ব্রাইডন কার্স, জ্যাক ক্রলি, বেন ডাকেট, ওলি পোপ, জো রুট, জেমি স্মিথ ও মার্ক উড।

গতিতে অজিদের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়ার ইঙ্গিত ইংল্যান্ডের। অপটাস স্টেডিয়ামের পিচ প্রস্তুতকারক আইস্যাক ম্যাকডোনাল্ডও পেস-বাউন্সি উইকেটের কথা জানিয়েছেন। যার অর্থ, ফের পেস-বাউন্সই তুরুপের তাস হতে চলেছে। প্রাক্তনদের অনেকে অবশ্য মনে করছেন, অতীতের তুলনায় এবারের পিচ কিছুটা শুকনো।

উডদের আগুনে পেসের জবাব দিতে বদ্ধপরিকর অস্ট্রেলিয়া শিবিরও। কিন্তু প্যাট কামিন্স, জোশ হ্যাজেলউডকে পারথের দ্বৈরথে পাচ্ছে না তাঁরা। ফলে বাড়তি দায়িত্ব মিচেল স্টার্কের কাঁধে। স্কট বোল্যান্ড, ব্রেন্ডন ডগেটদের নিয়ে দলের প্রত্যাশাপূরণে আত্মবিশ্বাসী স্টার্কও। জানিয়ে দিলেন, সিনিয়ার সদস্য হিসেবে বাড়তি দায়িত্ব নিতে তিনি প্রস্তুত।

স্টার্কের যুক্তি, যাঁরা আছে তাঁরা নিজেদের ভূমিকা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। আত্মবিশ্বাসীও সেই ভূমিকা পালনে। আরও যোগ করেছেন, 'সবাই প্রস্তুত। আর সিনিয়ার সদস্য হিসেবে বাড়তি দায়িত্ব আমার ওপর থাকবে। স্কটি (বোল্যান্ড) বেশ কিছুদিন ধরেই দলের সঙ্গে রয়েছে। ফলে ও বেশ অভিজ্ঞ। কী করতে হবে বলার প্রয়োজন নেই। ব্রেন্ডন (ডগেট) অত্যন্ত প্রতিভাবান। খুব ভালো ছন্দে রয়েছে। টিম এফোর্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেদিকেই ফোকাস রাখছি আমরা।'

এদিকে, অ্যাসেজের কমেন্ট্রি টিম থেকে বাদ পড়লেন গ্লেন ম্যাকগ্রাথ! বেটিং সংস্থা 'বেট৩৬৫'-এর সঙ্গে কিংবদন্তি পেসারের বাণিজ্যিক

অ্যাসেজ থেকে 'বাদ' ম্যাকগ্রাথ!

সম্পর্কের কারণেই এই পদক্ষেপ সম্প্রচার সংস্থার তরফে। 'এবিসি' কমেন্ট্রি প্যানেল থেকে সরিয়ে দেওয়া হল ম্যাকগ্রাথকে। ক্যানসার নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে তৈরি হওয়া ম্যাকগ্রাথ ফাউন্ডেশনের কর্পোরেট পার্টনার এই বেটিং সংস্থা। সম্প্রচার সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে কিংবদন্তি পেসারের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বলার কথা, ২০২২ সালে মিচেল জনসনকেও কমেন্ট্রি টিম থেকে একই কারণে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এবার ম্যাকগ্রাথ।

প্যাট কামিন্স, জোশ হ্যাজেলউডের অনুপস্থিতিতে অস্ট্রেলিয়ার বোলিংকে ভরসা দিতে তৈরি হচ্ছেন মিচেল স্টার্ক। পারথে।

নেক কলার পরেই বিমানবন্দরে শুভমান

সিংহাসন হাতছাড়া রোহিতের

-খবর এগারোর পাতায়

নাগেশ্বর রাওয়ের রিপোর্টে আশার আলো

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : বাণিজ্যিক সঙ্গী নেওয়ার বিষয়ে মাননীয় উচ্চ আদালতের কাছে কিছুটা হলেও নমনীয় হওয়ার অনুরোধ জানালেন বিড ইভ্যালুয়েশন কমিটির চেয়ারম্যান এল নাগেশ্বর রাও। আইএসএল আয়োজনে দরপত্র চাওয়ার বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশমতো বিজ্ঞাপন দেয় অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন। আশা করা হয়েছিল, এফএসডিএল-ই শেষপর্যন্ত এগিয়ে আসবে লিগ আয়োজনে। কিন্তু আদালতের দেওয়া নতুন সংবিধানের কিছু বিষয়ে সন্তুষ্ট না হওয়ায় এফএসডিএল বা অন্য কোনও কোম্পানিই শেষপর্যন্ত লিগ আয়োজনের জন্য দরপত্র জমা না করায় আইএসএল বা এদেশের সর্বোচ্চ লিগ হওয়া এক বিশাল প্রশ্নচিহ্নের মুখে এসে দাঁড়ায়।

ফুটবলাররা এবং ক্লাবগুলি লিগ নিয়ে ফেডারেশনের কাছে প্রশ্ন করলে শেষপর্যন্ত তাদের আলোচনায় ডাকে এআইএফএফ। একইসঙ্গে বিড ইভ্যালুয়েশন কমিটিতে আলোচনার পর চেয়ারম্যান এল নাগেশ্বর রাও একটি রিপোর্ট তৈরি করে আদালতের কাছে জমা দেন।

আবেদন ক্লাব ও এফপিএআইয়েরও

যার শুনানি বৃহস্পতিবার হওয়ার কথা। অবসরপ্রাপ্ত এই বিচারপতির এই ২৮ পাতার রিপোর্টে মূলত দুটি বিষয়ে নমনীয় হওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়ে আবেদন করা হয়েছে এবং এই দুই বিষয়েই আপত্তি ছিল এফএসডিএলের। নতুন সংবিধানে বলা হয়েছে, শুধু নীচের সারির লিগ থেকে উত্তরণ নয়, সঙ্গে অবনমনও চালু করতে হবে এবং এই অবনমনের বিষয়টি মূলত এএফসি থেকে ঠিক করে দেওয়া হয় শেষবার যে রোডম্যাপ দেওয়া হয় তাতে। এছাড়া যে কমিটি লিগ চালাবে অর্থাৎ লিগ গভর্নিং কাউন্সিল, তাতে এআইএফএফের দুইজন এবং বাণিজ্যিক সঙ্গীর একজন সদস্য থাকতে হবে। এফএসডিএল এবং কিছু ক্লাব এখনই অবনমনে রাজি নয়। নাগেশ্বর রাওয়ের এই লম্বা রিপোর্টে আবেদন করা হয়েছে, অবনমন শুরু করতে গেলে যে আর্থিক স্থিরতা থাকার কথা, তা তৈরি করতে এখনও কিছুদিন সময় দরকার। তাই এই বিষয়ে উচ্চ আদালত যদি আর একটু নমনীয় হয় তাহলে বাণিজ্যিক সঙ্গী পাওয়া সহজ হবে। একইসঙ্গে ফ্রেঞ্চ লিগের উদাহরণ দিয়ে লিগ আয়োজক কমিটিতে বাণিজ্যিক সঙ্গীর প্রতিনিধি কেন বেশি থাকা দরকার, সেটাও বলা হয়েছে। এতে যে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধা হবে, সেকথাই বলা হয়েছে। এছাড়া দরপত্রের অর্থ কমানো, ১৫ বছরের থেকে চুক্তির সময়সীমা বাড়ানোর কথাও বলা হয়েছে এই রিপোর্টে। এই বিষয়গুলি নিয়ে আদালত নতুন করে নির্দেশিকা জারি করলে হয়তো লিগ করতে শেষপর্যন্ত এফএসডিএল-ই এগিয়ে আসবে।

এদিন এই রিপোর্টের ভিত্তিতে লিগের ১২ ক্লাব এবং ফুটবলাররা আলাদা আলাদা করে আবেদন জানিয়েছেন। ক্লাবগুলির দেওয়া চিঠিতে ওডিশা এফসি, চেন্নাইয়ান এফসি-র সই নেই। ফুটবলারদের হয়ে অবশ্য এফপিএআইয়ের আইনজীবী আবেদন জানায়। এদিকে, দিন কয়েক আগে ক্লাবগুলির সঙ্গে বসে এফএসডিএল। সেখানে তাদের জানিয়ে দেওয়া হয়, ৮ ডিসেম্বর ফেডারেশনের সঙ্গে তাদের চুক্তি শেষ হয়ে যাওয়া মানে ক্লাবগুলির সঙ্গে চুক্তি শেষ হওয়া। সেক্ষেত্রে এই ক্লাবগুলি কী করবে সেই ভবিষ্যৎ তাদের নিজেদেরই ঠিক করে নিতে হবে। এর পরে আরও বেশি করে নড়েচড়ে বসে ক্লাবগুলি। তবে নাগেশ্বর রাওয়ের রিপোর্ট পাওয়ার পর এখন অনেকেই আশাবাদী। এক ক্লাব সিইও-র মন্তব্য, 'বিচারপতি নাগেশ্বর রাওয়ের রিপোর্ট খুবই আশাব্যঞ্জক। আশা করা যায় তাঁর আবেদনে সাড়া দেবে উচ্চ আদালত।' আর সেটা হলেই হয়তো খুলে যেতে পারে যাবতীয় জট।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন বর্ধমান-এর এক বাসিন্দা

বাসিন্দা এমডি ওয়াহিদ আলী - কে 18.08.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 38A 87559 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি খুবই অল্প পরিমাণ টাকা খরচ করে ডিয়ার লটারির টিকিট কিনেছিলাম, যার দ্বারা আমি এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার পেয়েছি। এই বিশাল পরিমাণ অর্থ আমার এবং আমার পরিবারকে আর্থিক দিক থেকে সাহায্য করবে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

পশ্চিমবঙ্গ, বর্ধমান - এর একজন

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

উত্তরের খেলা

হ্যাটট্রিক ত্রিদীপের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের দাজু সেন ট্রফি আন্তঃ কলেজ ফুটবলে বুধবার শিলিগুড়ি কলেজ ৫-০ গোলে রাজগঞ্জের সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজকে হারিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুটবল মাঠে ত্রিদীপ রায় হ্যাটট্রিক করেন। শিলিগুড়ির বাকি গোল দুইটি রোহিল রাই ও রতন রায়ের। ফালাকাটা কলেজ ৪-০ গোলে ইসলামপুর কলেজের বিরুদ্ধে জয় পায়। গোল করেন কল্যাণজিৎ রায়, রোহন মুন্ডা, ফিরদৌস হোসেন ও সায়ন রায়। বিরসা মুন্ডা কলেজ ২-১ গোলে ময়নাগুড়ি কলেজকে হারিয়েছে। বিরসা মুন্ডার সান হেমব্রম ও বাপি লোহার গোল করেন। ময়নাগুড়ির গোলটি কনক রায়ের।

টানা দ্বিতীয় জয় শিলিগুড়ির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : সিএবি-র আন্তঃ জেলা মহিলাদের টি২০ ক্রিকেটে গ্রুপ 'এ'-তে টানা দ্বিতীয় জয় পেল শিলিগুড়ি। বুধবার তারা ৬ উইকেটে মুর্শিদাবাদকে হারিয়েছে। সিয়াম কলেজ মাঠে টসে হেরে মুর্শিদাবাদ ১৯ ওভারে ৬৯ রানে গুটিয়ে যায়। দামিনী ঘোষ ৩০ রান করেন। ম্যাচের সেরা রত্না বর্মন ৫ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে শিলিগুড়ি ১৬.৩ ওভারে ৪ উইকেটে ৭০ রান তুলে নেয়। শিঞ্জিনী সরকার ২৮ ও বিশাখা দাস ২০ রান করেন।

ম্যাচের সেরা রত্না বর্মন।

অন্য ম্যাচে উত্তর ২৪ পরগনা ৬ উইকেটে মেদিনীপুরের বিরুদ্ধে জয় পায়। টসে জিতে মেদিনীপুর ২ উইকেটে ৮২ রানে থামে। ইপ্সিতা মণ্ডল ৪৫ রান করেন। জবাবে উত্তর ২৪ পরগনা ১৯.৪ ওভারে ৪ উইকেটে ৮৩ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা প্রিয়াঙ্কা গোলদার ৩৬ ও অম্বিকা গুহ ২১ রান করেন। শুক্রবার খেলবে শিলিগুড়ি-উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ দিনাজপুর-মুর্শিদাবাদ।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে সুজিত সিং। বুধবার।

জয়ী ওয়াইএমএ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ১০ দলীয় পিসি মিত্তাল, নারায়ণচন্দ্র দাস ও অজয়কুমার গুহ ট্রফি শিলিগুড়ি প্রিমিয়ার লিগ ফুটবলে বুধবার ওয়াইএমএ ২-০ গোলে নেতাজি সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়েছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে ৪০ মিনিটে আনগাম্বা মিতেই ওয়াইএমএ-কে এগিয়ে দেন। ৫৫ মিনিটে সুরচাঁদ সিংয়ের গোলে জয় নিশ্চিত করে ওয়াইএমএ। ম্যাচের সেরা হয়ে ওয়াইএমএ-র সুজিত সিং পেয়েছেন বাসন্তী দে সরকার ট্রফি। বৃহস্পতিবার খেলবে দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়ন ও মহানন্দা স্পোর্টিং ক্লাব।